রাতের সূর্য্য

(উপন্যাস)

ডঃ গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত, এম-এ.

কবিশেখর, বিদ্যাভূষণ, সাহিত্য-সরস্বতী, (গোল্ড মেডালিষ্ট)

নিখিল-বঙ্গ-কায়স্থ-সমাজ'এর-ভূতপূর্ব্ব-ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট,

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়'এর পরীক্ষক, ইত্যাদি।

প্রাপ্তিস্থান

~~১১-ডি, নিলমণি মিত্র ষ্ট্রীট,~~

কলিকাতা—৬

প্রকাশিকা—

শ্রীঅণিমা মিত্র,

১৯ডি, নিলমণি মিত্র ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৬

(প্রকাশিকা সর্ব্বস্বত্বাধিকারিণী

(আশ্বিন, ১৩৬৭ সাল)

মুদ্রাকর—

শ্রীঅজিত কোঙার,

"বাণী মুদ্রিকা"

১৩সি, বেচু চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৯

ব্লকমেকার্স—

ব্যানার্জী ব্রাদার্স,

১, সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৬

দাম—ছ' টাকা

উৎসর্গ

যিনি আমাকে আমার দশ বছর বয়েসে প্রথম দিনে দেখেই সযত্নে ও সস্নেহে কোলে নিতে এসেছিলেন—যিনি তার দেড় বছর পরেই আমার স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতার অকাল মৃত্যুতে ব্যথা পেয়ে আমার অশৌচাবস্থাতেই সমবেদনা প্রকাশ ক'রে চিঠিতে লিখে ফেললেন—"এখন থেকে আমি তোমার মা"—যাঁর সার লেসলী ষ্টিফেনের কন্যা বিদুষী ভার্জিনিয়া উল্‌ফের মত অনুরাগ ছিল শুধু লেখাপড়ায়—যাঁর লেখনীর অমৃতময়ী বাণী আমাকে বাল্যকাল থেকেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ লেখক হবার প্রেরণা দিয়ে এসেছে—যাঁর অন্তিমকালের অনুরোধমাখা আদেশ—'বাস্তুভিটা সর্ব্বাবস্থায় রক্ষণীয়'—আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি পরম শ্রদ্ধাসহকারে—যাঁর মধ্যে আমি বরাবর আমার পরমারাধ্যা জননীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত দেখে এসেছি কথায়, কাজে ও লেখায়, সেই গুণবতী ললনা—আমার শ্বশ্রূমাতাঠাকুরাণী—স্বর্গীয়া পঙ্কজিনী বসু (বিউটী)'র পুণ্যস্মৃতি রক্ষার্থে "রাতের সূর্য্য" উৎসর্গ করলাম!

—গ্রন্থকার

"RATER SURYYA"*

(Skeletonised)

There is a beautiful road from Hamidpur to Bagchar running side by side with the Vidyadhary, a rivulet which fertilises the lands on its two different sides and holds out brillant prospects of agricultural prosperity to the people of the entire rural area.

Now there lived a zemindar named Girijashankar Ghosh Chowdhury at Tarinipur, a viliage, in the district of Nadia ; and just in close proximity thereto there was a hamlet on the opposite side of the brook, which gave birth to one Mr. Rakhal Das Roy posing outwardly as a friend to the Zemindar and inwardly as a villain committing nefarious crimes like chicanery, perjury, forgery, robbery and burglary. The Zemindar had a family of three members—self, wife (Subasini Devi) and a son (Kali Shankar)—apart from others including a manager, clerks and menials.

Girija Shaukar was very good and generous ; his words and deeds always used to illustrate his honesty in dealings, which alone involved him in a great danger. Rakhal Roy, when informed of all the secrets of Girija Shankar's Zemindary, had recourse to a most foul means for the satisfaction of his sinister motive. The Zemindar was tactfully robbed of his wealth, property and jewellery, and his four-year-old son Kali Shankar who was kidnapped was released through the payment of a big ransom ; and thus anxieties acted upon Girija Shankar's brain and told upon his whole body and he died a premature death. Rakhal Roy then openly instituted a suit against the minor (Kali Shankar) and his guardian (Subasini Devi) and the result was the discomfiture of the helpless boy through a concocted appeal made by the villain to the Hon'ble High Court of Calcutta. The Zemindar's family was thus totally ruined ; only the dwelling house, a Dighi (huge pond) and some two hundred bighas of rent-fee land remained in the possession of Kali Shankar, who, however, amidst the difficulties intensified by his mother's untimely death, received his education, entered into a matrimonial state with a betrothed bride named Shivani and worked as a professor in some College in Calcutta. But this state of things in the Zemindar's family gave rise to a spirit of envy in Rakhal Roy who in defiance of all objections raised by his own son (Durgadas Roy), fabricated a scheme through underhand means and

---

* 'Sailesh' who is now in Germany is, as it were, the sun to the sunless life of the author. (—Vide photo).

thereby succeeded in having Kali Shankar dashed off into the Andaman jail.

Kali's wife resided with her four-year-old son (Dilip Shankar) and five-year-old daughter (Prativa) under the care of Sadananda Sarkar, the old honest manager or Nayeb who used to look after all affairs for the sake of his sincere devotion to Girijashankar.

Now Rakhal Roy's son Durgadas, a classmate or true friend to Kalishankar, got sorely mortified at the attitude of his father and thus tried every means to thwart all his cruel purposes ; he had one son named Shivadas and one daughter, Sadhana who was junior to Dilip Shankar All children of the two families used to play together along with another girl Sabita, a cousin to Shivadas. The ties of love and friendship among the children were strong and particularly Sadhana was wonderfully fond of, and sincerely devoted to, Dilipshankar who gradually turned out to be a most prodigious scholar of the University of Calcutta. It was Sadhana who by God's grace discovered all the forged documents of her grandfather Rakhal Roy and kept them in the custody of her noble father Durgadas who ultimately in spite of his intense filial piety brought all the secrets of forgery and robbery to the notice of the Court for the sake of Truth and Justice ; and Rakhal Roy thus through his sense of frustration due to his failure in entrapping Shivani, wife of Kalishankar, who suffered terribly heinous cruelties at his hands tried to satisfy the spirit of revenge by forming a plot to kill Dilip Shankar and thereby curb the inborn desire of his own granddaughter Sadhana. Durgadas put forth various endeavours to help his father in turning over a new leaf, but all his attempts failed. At last Durgadas found himself totally helpless and hopeless about the change of his father's conduct, submitted in due course all the proofs in support of Kalishankar's innocence and kept a vigilant eye upon everything done by his father against the life of Dilip Shankar. But circumstances changed ; Kali Shankar came back released from the jail, and Rakhal Roy's villainous efforts to destroy Dilip Shankar miscarried on account of his own grand-daughter's (Sadhana's) astonishing skill and thrilling activity and he was absolutely crippled and brought to his senses which finally created peace between the two families through arrangements made for the culmination of Sadhana's love of, and reverence for, Dilip Shankar in marriage.

(The speeches, actions and writings are provocative of such thrills and charms as prove to be electric shocks and induce the acceptance of the novel an an epoch-making masterpiece in the history of Bengali Fiction.)

—Elvira.

ভূমিকা

আমার "রাতের সূর্য্য" প্রকাশিত হোলো। নাম অদ্ভুৎ। কিন্তু "সোনার পাথরবাটী"র মত অলীক নয়। নরওয়ে দেশে রাত বারটায় সূর্য্য ওঠে—এ প্রাকৃতিক সত্য। এছাড়া উত্তর মেরুর অরোরা বোরিয়্যালিস্ বা সেপ্টেন্ট্রিওন্যালিস্ আর দক্ষিণমেরুর অরোরা অস্ট্র্যালিস্ আছে। তবে মেরু প্রদেশে ছ'মাস দিন আর ছ'মাস রাত রাতে সেখানে ঐ আলোয় সবাই কাজ করে। আবার 'রাতের সূর্য্য' অন্য ভাবেও নেওয়া যায়। "জীবনের ধ্রুবতারা ডুবেছে যাহার—নিভেছে সুখের দীপ ঘোর অন্ধকারে", তাকে রাতের জমাট অন্ধকারের ভেতর দিয়েই অর্থাৎ দুঃখে—ব্যথায়—বেদনায় পথ চলতে হয় আর তার সেই একটানা দুঃখের আঁধার পথে যে আশার আলো জ্বেলে দেয় সে তার কাছে সূর্য্যের মতই প্রতিভাত হয়—দিলীপ যেমন শিবানীর কাছে।

কোলরিজ, হেন্রি ষ্টিফেন প্রভৃতি ইংরেজ সমালোচকেরা বলেন, উপন্যাস হচ্ছে ফিক্টিশাস্ ন্যারেটিভ—যা'র ঘটনার বৈচিত্র্য ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য মিথ্যে হলেও সত্যি।

ম্যাথু-আরনল্ড্ বলেছেন কাব্য জীবনের সমালোচনা; কিন্তু তা' ঠিক নয়। কাব্য জীবনের বিকাশ। উপন্যাসই জীবনের সমালোচনা; তবে কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক কল্পনায় মাতোয়ারা হয়ে থাকেন; তাই সেক্সপীয়ার বলেছেন—

পাগল-প্রেমিক-কবি জীবন-আগার
মায়াময়ী কল্পনার লীলা-নিকেতন,
যত নাহি ধরে দুত—নিরয়-মাঝার
তার চেয়ে বেশী ভাবে পাগলের মন।
প্রেমিক প্রেমের লাগি' আপনা ভুলিয়া,
ভালবাসে প্রেমিকায় সব ত্যজি', হায়।
ধরণীর রূপখনি খুঁড়িয়া তুলিয়া—
রুটায় হেলেন-ছবি মিশর বালায়।
ভাবেতে বিভোর হয়ে কবিমন ধায়
কখনো স্বরগপানে, কভু বা মরতে;
ভাসে যবে অজানা মধু কল্পনায়
কবির তুলিকা তাহা হৃদয় পরতে
ঢেলে দেয় কত রূপ—কত নাম ধাম!
যদিও তা' বিলীনতা—নাহি কোন দাম!

(—মিড্‌সামার নাইটস্‌ড্রীম্, ৫ম অ., ১ম দৃশ্য, লাইন ৭-১৭)

রাণাঘাট হাই স্কুলের প্রাতঃস্মরণীয় হেড মাষ্টার স্বর্গীয় নারায়ণ দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার কবিত্ব শক্তি পরীক্ষার জন্যে স্কুলে পাঠ্যাবস্থায় এই ক'টী লাইন—(এথেন্সের ডিউক থিসিউসের কথা)—আমাকে দিয়ে কাব্যে অনুবাদ করিয়ে নিয়েছিলেন—সেই অনুবাদটাই ওপরে দিলাম।

"অন্তঃসলিলা" আমার প্রথম উপন্যাস; কেউ বলেছেন "অসাধারণ" বই; কেউ বলেছেন, "দুর্দান্ত" বই; কেউ বলেছেন, বাংলা ভাষায় এ রকমবইআর কেউ লেখেননি, ইত্যাদি।

পুস্তকের মুল্য বোঝা যায় প'ড়ে; কিন্তু এদেশে তা' হয় না। এদেশে সব জিনিষের দাম ধরা হয় বিজ্ঞাপনে—নিপটিজম্'এ—ফেভরিটিজম্'এ—পার্শিয়্যালিটিতে আর টাকার মাপকাঠিতে। আমার এ সব নেই।

কাব্য, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি সাহিত্যের ক্যাটীগরীতে পড়ে। অনেকের মতে সাহিত্য শুধু আনন্দ দান করবে—শিক্ষাদান বিষয়ে মাথা ঘামাবে না। রবীন্দ্রনাথও এই মতের পক্ষপাতী। প্লেটোর মত দার্শনিকেরা বলতেন এসব সাহিত্য সমাজের অমঙ্গলজনক; সুতরাং এ গুলো পরিত্যজ্য। কিন্তু আমি এঁদের মত মেনে নিতে পারি নে। কাব্য, নাটক, উপন্যাস, সিনেমা প্রভৃতি আনন্দ দেবে নিশ্চয়; কিন্তু সেই সঙ্গে শিক্ষা দান বিষয়ে বেশ মাথা ঘামাবে।

কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ ছিলেন পরমপুরুষ; তিনি বলতেন, "যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি"। কৃষ্ণের এই বাণীর মধ্যে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মনুসংহিতা, ভগবদগীতা, কোরাণ, বাইবেল, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি বর্ত্তমান। সুতরাং সাহিত্য শিখবে ও শেখাবে—শুধু আনন্দ দিয়েই ক্ষান্ত হবে না; আর যে আনন্দ দেবে সে আনন্দ হবে সুরুচিসম্মত—পরকীয়া প্রেমের আনন্দ নয়—পরপূর্ব্বার আনন্দ নয়—লম্পটের আনন্দ নয় মাতলামীরও আনন্দ নয়।

বাংলা সাহিত্য-ভাণ্ডারে কথাসামগ্রীর অভাব আছে। কাজেই তাতে বিদেশী ভাষা প্রয়োগের প্রয়োজন আছে। গুরু, লুট, ধোবী প্রভৃতি চলছে ইংলণ্ডে; এ দেশেও চলছে ডিস্, টেবিল, চেয়ারাদি; সুদূর পল্লীতেও এগুলো সবাই বোঝে। কাজেই বিদেশী ভাষা বাংলায় নিতে হবে।

অন্তঃসলিলায় মামলার ব্যাপার প'ড়ে কেউ কেউ বলেছেন, আমি মামলা-বাজ। রাতের সূর্য্যতেও মামলার কথা আছে; আমি শুধু মামলার দুঃখভোগ করেছি। আমার পিতা বাল্যকালেই মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। এক জালিয়াতের কেরামতিতে আমার পিতামহ জমিদারী হারাতে লাগলেন—শেষে সে ডাকাতি করে ধনসম্পত্তির সঙ্গে বছর তিনেকের শিশু (জেঠা-মশাই) উদয়চাঁদ দত্তকে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছিল—প্রজা বিপিন সর্দার শিশুকে উদ্ধার কোরলো ডাকাতের হাত থেকে; বিপিনের ভিটে এখনও আছে। আমার পিতা বার বছর বয়সে নায়েব গোমস্তা নিয়ে কলকাতার হাইকোর্টে মামলা করতে এসেছিলেন; জমিদারী চলে গ্যালো! শুধু রয়ে গ্যালো নবাব সিরাজউদ্দৌলার স্বহস্তে সই করা তায়দাদভুক্ত লাখরাজ আর নাটোরের প্রাতঃ-স্মরণীয়া রাণী ভবানীর দেওয়া দীঘিটা। আমার দাদা স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ দত্ত মামলা করতে ভালবাসতেন; বছরে ৩৬৫ দিনে দাদার অন্ততঃ সাতশ' মামলা থাকতো—মামলা করা দাদার নেশা বা পেশা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। তেজারতি ও মহাজনী কারবার ছিল—টাকা বা ধান দিয়ে দেনা শোধ করতে এলে দাদা তা' নিতেন না—মাকেও নিতে দিতেন না; আমি অবাক হয়ে যেতাম! একটা মামলায় হেরে গিয়ে দাদার মাথা খারাপ হয়ে গ্যালো; তিরোলের মা কালীর বালা পরে দাদা ভাল হলেন; কিন্তু তার কিছুদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

মামলা থেকে আমি সর্ব্বদাই দূরে থাকতে চেয়েছি; কিন্তু মামলা এসে আমার ঘাড়ে চেপে বসেছে। পার্টীশন মামলা হোলো হাইকোর্টে ন' বছর ধরে। পরে হঠাৎ আর একটা হাইকোর্ট মামলা এসে আমার কাঁধে

চেপে বোস্‌লো; নিজেই নিজের মামলায় ব্যারিষ্টারি করলাম আইনানুসারে ন্যায়পরায়ণ মহানুভব জজের স্পেশ্যাল পারমিশন নিয়ে। নাবালকের বাড়ীটা নীলেম হ'তে দিইনি ক'টী কারণে; প্রথমটা ঈশ্বরের দয়া; দ্বিতীয়টা, জননীস্বরূপা শ্বশ্রূমাতাঠাকুরাণীর অন্তিমকালের অনুরোধ রক্ষা; তৃতীয়টী,—পিতার বার বছর বয়েসে হাইকোর্টে মামলা করতে এসে জোচ্চোর-জালিয়াত কর্ত্তৃক পরাজিত হওয়ার স্মৃতি; আর চতুর্থটী—শ্রদ্ধেয় বন্ধুদ্বয় শ্রীকমল কুমার নান ও শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র দে'র উৎসাহবাণী বসতবাটী রক্ষার্থে।

জীবনে দুর্ভাগ্য এসেছে আমার ওপরে দল বেঁধে—কৈশোরে আমাদের বিশাল দীঘি লুট হতে দেখেছি স্বচক্ষে! অন্ততঃ ৩৫ খানা গ্রামের লোক দীঘিতে নেমে আধমন থেকে পাঁচ সেরের মধ্যে মাছ ধরে নিয়ে যাচ্ছে! দাদা পাগল—ঘরে বন্ধ! দীঘির ধারে বসে চোখের জল ফেল্‌ছি—শুধু দু'তিনটি লোক আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন—এ ছাড়া আরও কত দুঃখ। একবার সারারাত ধরে গোখ্‌রো সাপের সঙ্গে লড়াই করেছি—কলকাতার ডালহাউসী স্কোয়ারে আমাকে ষাঁড়ে আছাড় মেরেছে, তবু মরিনি! গভীর রাতে রাস্তার মধ্যে বাঘের সামনে পড়েছি—তিরোল যেতে ডাকাতের দলের মধ্যে পড়িছি—সেণ্ট্রাল এ্যাভিনিউতে মটর চাপা পড়েছি—সাইকেল তালগোল পাকিয়ে গ্যাছে—মটরের চাকা গলার কাছে এসে থেমে গ্যাছে—ষ্ট্র্যাণ্ডরোডে অন্ততঃ ৫০ খানা মোষের গাড়ীর সামনে প'ড়ে গেছি সাইকেল থেকে একজনকে বাঁচাতে—প্রথম গাড়ীর মোষ দুটো পেছনের সমস্ত গাড়ীকে আট্‌কে রেখেছে—তাদের চোখ ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে—মোষ দুটো আমায় বাঁচিয়ে রাখলো, বোধ হয়, ঈশ্বর প্রেরণায়!—ঈশ্বর আছেন! সব সময়েই দেখেছি এক অদৃশ্যশক্তি সকলকে রক্ষা করছে। মানুষ আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে—উস্তোন-কুস্তোন করে মেরেছে বহুবার;—বেছপ্‌পোর ক'রতে চেষ্টা করেছে! তবু আমি মানুষের কল্যাণ কামনা করি কায়মনোবাক্যে। আমি পুণ্যসঞ্চয়ের জন্যে মনে কোন আশা পোষণ করিনা—পিতার আদর্শ ধ'রে চলতে চেষ্টা করি—নিজে না খেয়ে ক্ষুধার্তকে খেতে দিই—তৃষ্ণার্তকে জল দিই,—এই অপরাধে (?) মানুষ আমাকে দুরমুস দিয়ে পেটাতে আসে! এখানে বিদ্যাসাগর-বাণী মনে পড়ে! সত্যিই কি উপচিকীর্ষা খারাপ?

আমার লেখা দিয়ে আমি কত লোককে সাহায্য করিছি নিজের ক্ষতি করে! ডাক্তার, এ্যাটর্ণী, ব্যারিষ্টার, এ্যাডভোকেট, অফিসার প্রভৃতি আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন বিনাপয়সায়; কিন্তু দু'একজন ছাড়া কেউ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেননি।—দুনিয়ার এই ধারা! তবে স্বর্গীয় মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চিঠিতে লিখে গ্যাছেন—"প্রিয় গোপেন,...... আমার দুর্দিনে যাঁরা সহায়ক ছিলেন তুমি তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম—সে কথা কোনদিন ভুলব না এবং তোমার লেখা দরখাস্তের একটা 'পয়' আছে, একথাও অস্বীকার করব না।

দরখাস্তখানি প'ড়ে ওঁরা রীতিমত মুগ্ধ হন—তোমার লেখায় তা' থাকবে, এ বিশ্বাস রাখি। এখানে আমার পরিচিত বহু ব্যক্তি আছেন, যাঁরা শিক্ষাবিদ্‌, অধ্যাপক, এম-এ,...প্রভৃতি। কিন্তু তোমার লেখা পড়ে আর কা'রও লেখা ভাল লাগে না।"

আজ দেখ্‌ছি সমাজে ঘুণ ধরেছে—পিতাপুত্রে সদ্ভাব নেই—মাতাকন্যায় মিল নেই—স্বামী-স্ত্রীতে ভালবাসা নেই – ভাইয়ে ভাইয়ে গলাগলি নেই। সমাজ কাকোল্ড, স্বৈরিণী ও পরপূর্ব্বায় ভরে গ্যাছে! মহাজনেরা চেয়েছেন সমাজের উন্নতি, কিন্তু কামনার দাস দাসীরা চাচ্ছেন তাঁদের চেষ্টা ব্যর্থ করতে। "দী সিন্‌স্ য়ী ডু বাই টু এ্যাণ্ড টু য়ী মাষ্ট পে ফর্ ওয়ান্ বাই ওয়ান্"।– কীপ্‌লিং, টম্‌লিন্‌সন্।

সমস্ত দুঃখের মূল অধর্ম্ম; তাই সব্যসাচী কৃষ্ণকে বল্লেন—

"অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ! প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয়! জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥ (গীতা—১।৪০)

অর্থাৎ অধর্ম্মে কুলবধূরা ভ্রষ্টা হয় আর ভ্রষ্টা নারী থেকেই বর্ণ-সঙ্করের সৃষ্টি হয়।

"ব্যাভিচারাত্তু ভর্ত্তুঃ স্ত্রী লোকে প্রাপ্নোতি নিন্দ্যতাম।
শৃগাল-যোনিং প্র প্নোতি পাপরোগৈশ্চ পীড্যতে॥ (মনু-৫।১৬৪।

অর্থাৎ পরপুরুষোপভোগেন স্ত্রী ইহলোকে গর্হণীয়তাং লভতে মৃতা চ শৃগালী ভবতি কুষ্ঠাদিরোগৈশ্চ পীড্যতে- কুল্লুকভট্ট।

ইংরেজ চলে গ্যাছে—রেখে গ্যাছে প্যান্ট-ফ্রক্ – আমরা এ দুটো পেয়ে হেসে কুটী কুটী! কারণ আমরা ইহকালসর্ব্বস্ব! আমাদের বাবা বিবেকানন্দ (ফাদার অব্ দি নেশন)' এর কথা মানি না, যদিও তিনি হিন্দুধর্ম্মকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়ে গ্যাছেন! তাঁর জীবনের শেষ কথা কটী আমাদের মনে রাখতে হবে। তিনি বলেছিলেন ৩৯ বছর বয়সে দেহ ত্যাগ করবেন আর তা সত্যি হয়েছিল। আর মৃত্যুর পুর্ব্বেই তিনি বললেন, ভারতবর্ষ অমর হয়ে থাকবে যদি সে ভগবানকে খোঁজে; কিন্তু রাজনীতি ও সামাজিক ঝগড়াঝাঁটী নিয়ে থাক্‌লে তাকে মরতে হবে।

লেখার মধ্যে লেখক নিজে থাকেন—একথা অনেকের মনে উদিত হয়; কিন্তু সব ক্ষেত্রে তা ঠিক নয়। লেখক প্রচ্ছন্নভাবে কখনও লেখার মধ্যে থাকেন আবার কখনও কল্পনায় বহু অপরকেও নিয়ে আসেন।

বইয়ের গান, ছড়া, কবিতা আমার নিজেরই লেখা; ; যা' আমার নয় তা' ইন্‌ভার্টেড কমার মধ্যে আছে।

যাইহোক্, রাতের সূর্য্য পূর্ণকল্পনাজাত; এতে কারও প্রতি বিদ্রূপ বা কটাক্ষ নেই। যদি কেউ ব্যক্তিগত কটাক্ষ আছে বলে মনে করেন তা'হ'লে সেটা হবে নির্ব্বুদ্ধিতা—শুধু ভুল নয়। আর আমি শেক্সপীয়রের জেকিসের কথায় বোল্‌বো—"লেট্ মি সি হোয়্যারিন্ মাই টং হ্যাথ রঙড্ হিম; ইফ ইট্ ডু হিম রাইট, দেন্ হী হ্যাথ রঙড্ হিম্‌সেল্‌ফ্; ইফ্ হী বি ফ্রী, হোয়াই দেন মাই ট্যাক্সিং লাইক এ ওয়াইল্ড গুজ্ ফ্লাইজ আন্‌ক্লেমড্ অফ্ এনি ম্যান্"।

শেষ কথা—রাতের সূর্য্যে আছে পৃথিবীর ইতিহাস - সমাজের চিত্র—মানুষের অভিজ্ঞতা—চরিত্রের মাহাত্ম্য—মাতৃত্বের পূর্ণবিকাশ - নারীর একনিষ্ঠ প্রেম। একা দুঃখ-সাগরে ভাসতে ভাসতে কল্পনা-হাওয়ায় আন্দামানের অন্ধকারময় রন্ধ্রে পৌঁছে মানসনয়নে সূর্য্য দর্শন করতে করতে উপন্যাস লিখিছি—সমাজের চোখ ফোটাতে চেইছি—অন্যায় করিনি। "ভাল, মন্দ দুই সঙ্গে চলি যায়, পর উপকার সে লাভ"।

—গ্রন্থকার

সূচনা

ভাস্কো নুনেজ ডী বালবোয়া ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে যে দিন পানামার পর্ব্বত শৃঙ্গ থেকে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে সর্ব্বপ্রথমে প্রশান্ত মহাসাগর আবিষ্কার করেছিলেন সে দিন তাঁর বিস্ময় ও আনন্দের সীমা ছিল না। নরেশেরও বিস্ময় ও বেদনার মাত্রা (আনন্দের নয়) ছাপিয়ে গ্যালো সেইদিন যেদিন সে ব্রাফের বাণ্ডিল খুলে দেখ্‌লো তা'তে ডিভোর্স কেস বোঝাই! নরেশ ভাব্‌তে লাগলো, এর মূলে ডিস্‌প্রোপোরশণ্ড্ ফ্রেণ্ডশিপ্‌স্—লভ্‌ম্যারেজ, ট্রায়েলম্যারেজ, কম্‌প্যানিয়নেট ম্যারেজ ইত্যাদি! তা'হলে বাঙালীরা কি গালার ঘর তৈরী করছে পুরস্কারের আশায়! কিন্তু নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসে দেখা গেল 'টাকা মাটী, মাটী টাকা'! বার্ণার্ড শ' সিনিক—নোবেল প্রাইজ নিলেন না ১৯২৫ সালে! ১৯৫৮ সালে বোরিস্ প্যাস্‌টারনক্ নোবেল প্রাইজ নিতে পারলেন না হাতে ক'রে—রাশিয়া তাঁকে জুডাস ব'লে প্রমাণ কোরলো! ফরাসী লেখক জঁপল সারত্রে এবার নোবেল প্রাইজ পেলেন—প্রায় তিন লাখের কাছাকাছি। কিন্তু তিনি তা' ছুঁলেন না! অবাক্ পৃথিবী! অবাক্ আমি—অবাক্ তুমি —অবাক্ সবাই! টাকার জন্যে লোক কী না করছে! কিন্তু জঁপল সারত্রে 'হা টাকা জো টাকা'র যুগে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্চর্য্য হয়ে রইলেন!

নরেশ সারত্রের দেখাদেখি ব্যারিষ্টারী ছাড়লো—কলম ধোরলো —দেশ থেকে ডিভোর্স ট্রেড্ ওঠাবে—প্রাইজের জন্যে নয়—দেশের কল্যাণে—দশের মঙ্গলার্থে—পারিবারিক জীবনের শুভকামনায়! টু ডু অর ডাই!

এই সব মনে তোলাপড়া করে "শশীবাবুর সংসার" দেখে "জল-জঙ্গল" ঘুরে "মাহুত বন্ধুরে" সঙ্গে নিয়ে নরেশ সহরে বেরিয়ে পোড়্‌লো

—দেখতে পেলো "গলি থেকে রাজপথ"! সেখানে "কিছুক্ষণ" দেখে ভাবলো মানুষ কেন সিনেমায় যায়! ইচ্ছে করলেই নিজের জীবনের বিচিত্র চিত্র নিখুঁতভাবে এঁকে দেখতে পারে! এই সময় সরোজ কোথা থেকে এসে বল্লে, ছ্যাখ্ নরেশ, তুই কেন যে "পিউরিট্যান্" হ'য়ে চল্‌তে চাস্ তা বল্‌তে পারি না; আজ চল্, তোকে একখানা ছবি দেখাবো। নরেশ হেসে বল্লে, ঠুনকো ছবি দেখ্‌তে সিনেমায় যেতে হবে না;—চোখের সাম্‌নে বাস্তবজীবনের কত রকমের ছবি যে দেখ্‌তে পাচ্ছি তাদের সংখ্যা গুণে শেষ করা যায় না। কালের কুটীল স্পর্শে মানুষ কোথায় উবে যায়, সত্যি; কিন্তু তা'র প্রীতির স্মৃতি—তা'র মহাপ্রাণতা—তা'র আত্মত্যাগের বিশালতা মনে হলে আমি অবাক হ'য়ে যাই! ধন্য মানুষ! তাই বোধ হয় "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"! কিন্তু আবার ভাবি এই মানুষও অমানুষ হয়!

সরোজ উত্তরে বল্লে, হ'তে পারে প্রত্যেক মানুষের জীবন একটা রীতিমত নাটক; তাহলেও মানুষ তো ছবি ছ্যাখে! সুতরাং ছবি দেখতে তোর আপত্তি কি?

নরেশ বল্লে, আপত্তি অনেক! অধিকাংশ ছবিতে দেখতে পাই নায়ক নায়িকার বেহায়াপনা। কোথাও কিছু নেই—দেখা হ'লেই প্রেমে গড়াগড়ি—গায়ে-ঢলে-পড়া—ফুলের তোড়া হাতে—ফুলের বাগানে ভ্রমণ—প্রণয় সঙ্গীতে আকাশ-বাতাস মুখরিত! তারপর হাতে হাত লাগানো—মনপ্রাণ রঙীন! আরও কত কী! শেষে কিন্তু ডিভোর্স আর ডিভোর্স করলেই প্রাইজ! ব্রেভো! চমৎকার!

নরেশের কথার ভঙ্গীতে সরোজ হেসে ফেল্লে—বল্লে, আরে, তুই কোন্ যুগের মানুয তা' জানিস্? যুগ যে পাল্টে গ্যাছে!

নরেশ ব্যঙ্গভরে উত্তর দিল, কই, মানুষ তো মাথা দিয়ে হাঁটছে না! যুগ পাল্টে গ্যাছে? কিন্তু সত্য তো পাল্টায় নি—"তুমি আছ, আমি আছি, সত্য আছে স্থির"! আসল কথা হচ্চে শিক্ষার অভাব—শিক্ষা দেওয়ার অভাব—শিক্ষা নেওয়ার অভাব—শিক্ষা পাওয়ার

অভাব! আমাদের দেশে তেলাপোকা হয় পাখী আর সেই তেলাপোকার সঙ্গে তুলনা করা হয় ঈগল ময়না-নাইটিং-গেলকে! সুন্দর গুণ-মর্য্যাদা-বোধ!

সরোজ নরেশের কথাগুলো শুনে বল্লে, আচ্ছা, সিনেমাটা কি সত্যিই খারাপ?

নরেশ—কে বল্‌ছে খারাপ? আমি সিনেমা খারাপ বলিনি; সিনেমার ব্যবস্থা খারাপ—মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী খারাপ—মানুষ হয়ে যাচ্ছে খারাপ। এখন মানুষ বহুরূপী, তাই তাকে অনেকবার মরতে হয়; "ফর হী হু লিভ্‌স্ মোর লাইভ্‌স্ দ্যান ওয়ান, মোর ডেথ্‌স্ দ্যান ওয়ান মাষ্ট ডাই"। আমি জানি শিক্ষা দেবার জন্যে সিনেমা অদ্বিতীয়। সিনেমাটা সত্যের মন্দির; তা'তে পৌঁছুতে হলে সৌন্দর্য্য-বোধ থাকা চাই।

সরোজ এই সব শুনে সাফ জবাব দিল; বল্লে, চুলোয় যাক তোর সিনেমা! তুই কি লিখিছিস তাই পড়ে শোনা।

নরেশ—কালিদাসের কথায় বলি—

'মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাৎ উদ্বাহুরিব বামনঃ॥

—ফলে লোকের ঈর্ষা ও উপহাস কুড়ুই! তোকে আমার লেখা পড়ে শোনাব! পোড়া কপাল! আরে সে কি লেখা! ছেঁড়াখাতার ছেঁড়াপাতায় ছেঁড়াকাঁথার কথা লিখে রেখেছি; তুই নিজে পড়্।

সরোজ—আচ্ছা, দে তোর ছেঁড়া খাতা—নিজেই পড়্‌ছি। নরেশ খাতাটা সরোজের হাতে দিল; সরোজ প্রথম পাতা খুলেই দেখ্‌লো -একটা গান—

বাঙ্‌লা ও বাঙালী

(১)

বাঙ্‌লার ছেলে, বাঙ্‌লার মেয়ে,
ওগো বাঙালীর দল।
এক হ'য়ে সবে কাজ ক'রে যাও,
পাবে বুকে মহাবল।

(২)

কোরোনাকো দ্বিধা, নাহিআশঙ্কা—
লঙ্ঘিবে গিরি বাজায়ে ডঙ্কা;
সব ভাই বোনে চল একমনে,
পাবে পথ নিরমল।

(৩)

গগনে উঠেছে ঘনঘটাজাল—
ডুবলো যে তরী! সামাল্ সামাল্!
একতারে সবে বেঁধে রাখ প্রাণ,
—ঝড় যাবে, হবে জল।

(৪)

পেটে ভাত নেই, আসুক দৈন্য,
পরণে অভাব, না থাক সৈন্য;
এসবে না হবে বাঙালী ঘৃণ্য—
জ্ঞানে, সে চির-উজ্জল!

(৫)

'ভয় নাই ব'লে হাসে 'ক্ষুদিরাম',
'আমি আছি' বলে 'চাকী'র সুনাম;
'কানাই, 'সত্য' বলিছে নিত্য—
বাঙালী হ'য়ো না খল।

(৬)

স্বাধীনতা নামে স্বেচ্ছাচারিতা
চলে যে ভারতে,—যায় সতী সীতা!
নোয়াখালি হার মেনেছে আসামে!
—একথা জেনো অটল।

(৭)

'শ্যামা' গেছে চলে, মরেনি সুভাষ;
ভেসে আসে তার মধুর সুবাস।
আসিবে সে ফিরে সময়ের তীরে;
—ভেঙে যাবে যত কল।

(৮)

শহরের যত বড় বড় বাড়ী
ছিল বাঙালীর—কত জুড়ি, গাড়ী!
—সে সব এখন গিয়াছে হারায়ে;
বাঙালী যে অসরল!

(৯)

শোনো দুষমণ, শোনো ধড়ীবাজ!
যদিও মরেছে মানব সমাজ,
পাপ আর পারা হবে না হজম
—পাবে তা বিচারে ফল!

(১০)

শুনহ ভারত, শোনো মোর গান,
বাঙ্লা আসলে তোমারি যে প্রাণ!
—সে প্রাণ বিয়োগে তুমি চলে যাবে!
—সকলি হবে বিকল!

সরোজ গানটা পড়ে বল্লে, তুই দেশকে খুব ভালবাসিস্ দেখছি! চমৎকার জাতীয় সঙ্গীত! এইবার তোর ছেঁড়াকাঁ্যাথা আরম্ভ! তাই না?

নরেশ—হাঁ; ছেঁড়াকাঁ্যাথা হলেও গানটা তারই প্রেরণা—কেণ্টুকি'র মটো—"ইউনাইটেড্ উই ষ্ট্যাণ্ড, ডিভাইডেড্ উই ফল!"

———

এক

নদে জেলায় হামিদপুর থেকে বগচর পর্যন্ত যে প্রশস্ত রাস্তা গিয়েছে তা ওদিক্‌কার সকলেই জানে। সেই রাস্তাটা প্রথমে ছিল মাটির —তারপর হোলো ইটের খোয়া দিয়ে পাকা—এখন সেটা সুন্দর পিচ্‌-ঢালা। রাস্তাটার দুপাশে গাছের সারি—আম, জাম, নীম, কাঁঠাল, খেজুর আর মাঝে মাঝে অশ্বত্থ ও ন্যগ্রোধ। কিন্তু তারপরেই একধারে নয়ানজুলি ও অন্যধারে বিদ্যাধরী—স্বচ্ছসলিলা কলকলায়মানা! আর এদেরই পাশে দুধারে সবুজবর্ণ ধানের ক্ষেত—যেন দিগন্তপ্রসারী!—দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে যেন চোখদুটো জুড়িয়ে যায় আর মনে পড়ে যায় দ্বিজেন্দ্র লালের "ধনধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা—"!

এই রাস্তাটি কোথাও উঁচু, কোথাও বা নীচু, কারণ কোথাও ঢীবি, কোথাও বা নাতিবৃহৎ ঢালু জায়গা। এই রকম একটি পাহাড় বা ঢীবির দু'দিকে দুটি গ্রাম—সূর্য্যপুর ও তারিণীপুর আর কাছেই খেয়াঘাট —বালুকাময়ী উপত্যকাভূমির পাশে।

এই উপত্যকায় অনেক ছেলেমেয়ে খেলা করতে আস তো। এদের মধ্যে একটি দলে ছিল চারটি ছেলেমেয়ে—দুটি ছেলে আর দুটি মেয়ে। ছেলেদুটির নাম দিলীপশঙ্কর ও শিবদাস আর মেয়েদুটির নাম সাধনা ও সবিতা।

কখনও তারা লুকোচুরি খেল্‌তো, কখনও বসে বসে তাস খেলা কোরতো; আবার কখনও ধূলোবালি দিয়ে ছোট ছোট খেলাঘর তৈরী কোরতো আর ভেঙ্গে ফেলতো। এই রকমের খেলাঘর তারা কতবার নির্ম্মাণ কোরতো আর কতবার যে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেল্‌তো তা গোণা যায় না। খেলাঘর হ'লেও গড়া শক্ত, কিন্তু ভাঙা অতি সহজ। সাধনা একদিন অতি যত্নে—অতি কষ্টে একটি বাড়ী বালিমাটি দিয়ে প্রস্তুত কোরলো—সুন্দর ক'রে সাজালো—তার শোবার ঘর—

বসবার ঘর—রান্নাঘর—পাইখানা প্রভৃতি সুচারুরূপে সুশৃঙ্খলায় কল্পনার তুলি দিয়ে এঁকে পাথরের নুড়ি-খোলামকুচি ইট-পাটকেলাদি আসবাব দিয়ে গুছিয়ে মানসনয়নে দিলীপ শঙ্করকে গৃহস্বামী ক'রে নিজেকে গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত ক'রে জিগ্যেস কোরলো, দিলীপ দা, বলতো বাড়ীটা কেমন হয়েছে? দিলীপ তা ভেঙ্গে দিল—শিবদাস রেগে টঙ্ হোলো—সবিতা কেঁদে ফেললো, কিন্তু সাধনা ম্লানমুখে বল্লে, তোমাকে ভেবেই এবাড়ী কোরলাম আর তুমিই তা ভেঙ্গে দিলে! বালিমাটির বাড়ী বলেই ভাঙ্গতে পারলে—ইট পাথরের হ'লে পারতে না।

সাধনার এই বেদনার কথা শুনে দিলীপ শঙ্করের কষ্ট হোলো; সে বুঝতে পারলো সাধনা তাকে ভালবাসে, তাই সে সহানুভূতি দেখিয়ে বল্লে, বালির বাড়ী ধ্বসে যায়—থাকে না। এতটুকু বয়েসে তোমার বাড়ী করতে সাধ হোলো কেন? আমি লেখাপড়া শিখে বড় হ'য়ে তোমাকে শ্বেতপাথরের বাড়ী ক'রে দেবো।

দিলীপ শঙ্করের কথায় সাধনা আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে একগাল হেসে বল্লে, মাকে একথা জানিয়ে রাখবো। সবিতা গম্ভীর হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো, কিন্তু শিবদাস রাগভরে বলে ফেল্লো, ভারী তো মুরোদ! ও আবার শ্বেতপাথরের বাড়ী করে দেবে!—তুই শুধু লেখাপড়ায় ফার্ষ্ট হবি।

যাইহোক এই চারটি ছেলেমেয়ে খেলাঘর বাঁধতো—খেলা কোরতো—ঝগড়া কোর্‌তো আবার ভাবও কোর্‌তো।

দুই

দিলীপ শঙ্করের পিতামহ গিরিজা শঙ্কর চৌধুরী ছিলেন তারিণী-পুরের জমিদার। জমিদারী বিশাল নাহলেও সামান্য নয়—আর জমিদার অত্যাচারী বা স্বেচ্ছাচারী না হয়ে পরহিতৈষী। জমিদার গিরিজা-শঙ্কর ছিলেন দানশীল—পরোপকারী—উদারচেতা—স্বার্থত্যাগী। কিন্তু তাঁর গুণগুলো হয়ে পড়েছিল দোষের আকর। তাঁর প্রত্যেকটি গুণের

ওপর সুযোগ নিয়ে অনেকে বাণিজ্য চালাতো। তিনি অবশ্য লোকের ধূর্ত্ততা বা চালাকী যে বুঝতে পারতেন না—একথা বলা যায় না; তিনি সবকিছু বুঝেও বুঝতে চাইতেন না—উপেক্ষা করতেন। তিনি গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর মতে চলতেন। "টু ডু ইনজস্টিস্ ইজ মোর ডিসগ্রেসফুল ছান টু সাফার ইট"—প্লেটোর আদর্শবাণীটি ছিল তাঁর জীবনের মুলমন্ত্র, আর চাণক্যের এই শ্লোকটি—

"পরোপকরণং যেষাং জাগর্ত্তি হৃদয়ে সতাম্।
নশুন্তি বিপদস্তেষাম্ সম্পদঃ স্যু পদে পদে॥"

—তাঁর জীবন-পথের একরকম কর্ম্মপ্রেরণা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল।

কেউ কেউ হয়তো আমার এই জমিদার-কীর্ত্তনের প্রতিবাদ করবেন, তবে সে প্রতিবাদ আমি অমূলক বলেই মেনে নেবো। আসলে ভাল বা মন্দ বলে কিছুই নেই, শুধু ভেবেই তা বোঝা যায়; "দেয়ার ইজ নথিং আয়দার গুড অর ব্যাড, বাট থিংকিং মেক্স্ ইট্ সো"—সেক্সপীয়রের এই কথাটি যদি একটু বুঝতে চেষ্টা করি তাহ'লে দেখ্বো নিশ্চয়ই একটু ভেবে আগেকার জমিদার-ইতিবৃত্তের দুদশখানা পাতা উল্টে। মানুষ ভাবে না বা ভাবতে চায় না বলেই হঠাৎ অন্যায় উক্তি বা বিকৃত সত্য বা বিকট মিথ্যা প্রকাশ ক'রে বসে আর এই জন্যেই জগতে অনেক মিথ্যা সত্য বলে প্রচারিত হ'য়ে থাকে। আজকাল তাই বাঙলার জমিদারদের নামে বীভৎস মিথ্যারচনা ক'রে অনেকে তাঁদের সকলকে পানাপুকুরের পাঁকে পুঁতে ফেলতে চায় হিংসায়—ঈর্ষায়—পরশ্রীকাতরতার মাদকতায়; কিন্তু সে কালের সব জমিদারই কি অধার্ম্মিক—অত্যাচারী ছিল? এই প্রশ্নের মধুর জবাব দেয় মাথা উঁচু ক'রে বাংলার কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের গোমস্তাগিরি।

"আমায় দে মা তবিলদারী,
(আমি) নিমকহারাম নই শঙ্করী"—

এই গানটি রামপ্রসাদ একদিন অন্যমনস্ক হ'য়ে জমিদারীর হিসেবের খাতায় লিখে ফেলেছিলেন। জমিদারের নায়েব ও অন্যান্য কর্ম্মচারীবৃন্দ তো রেগে আগুণ। একথা জমিদার দুর্গাচরণ মিত্র স্বকর্ণে শুন্লেন।

সকলেই ভাবলো রামপ্রসাদের চাকরীর বারোটা বাজলো! কিন্তু বিধাতার বিচিত্র লীলা বোঝা ভার! মন্দের মধ্যে ভাল মিলে গ্যালো—শাপে বর হ'য়ে গ্যালো। জমিদারবাবু রামপ্রসাদকে শাস্তি দিলেন—মাসিক তিরিশ টাকা হিসেবে যাবজ্জীবনের জন্যে বৃত্তি দিয়ে তাঁকে বিদেয় দিলেন; আর মনে মনে ভাবলেন, যে এ রকম গান লিখতে পারে সে সাধক—মহাপুরুষ। রামপ্রসাদের লাভ হোলো সাইনিকিওর—কর্ম্মশূন্য চাকরী; তখনকার তিরিশটাকা এখনকার তিনশ'রও বেশী; বাড়ী বসে থাকা—গান লেখা আর মাসের শেষে জমিদার বাড়ী এসে লেখা গান দেখিয়ে মাইনে নিয়ে যাওয়া! চমৎকার চাক্‌রী! এখনকার জমিদারশূন্য বাঙলায় এমন চাকরীর কথা কেউ শুনেছেন কি?

দেশের সব জমিদার খারাপ ছিল না; ৺দুর্গা চরণ মিত্রের সংখ্যা বেশী বই কম ছিল না। তখন এমন অনেক জমিদার ছিলেন যাঁরা সার ফিলিপ সিড্‌নীর মত উদার ছিলেন—দুঃখ-কষ্ট-লব্ধ জলে নিজেদের তৃষ্ণা না মিটিয়ে প্রজাদের তৃষ্ণা নিবারণ করতেন—প্রখর রৌদ্রের মধ্যে তাদের ছায়াদান করতেন অশ্বত্থ বৃক্ষের মত।

যাই হোক, জমিদার গিরিজা শঙ্কর ছিলেন সহজ-সরল মানুষ—কারও সাতেপাঁচে থাক্‌তেন না; অল্পেতেই লোককে বিশ্বাস করতেন আর বলতেন "মানুষকে বিশ্বাস কোরবো না তো কি জানোয়ারকে বিশ্বাস কোরবো?" তবে তাঁর মনটা সরল হওয়ার ফলে তাঁকে অনেক দুঃখ পেতে হোতো এবং এই সারল্যের জন্যে তাঁর পারিবারিক জীবন বিপদাপন্ন হোলো। চাণক্য বলতেন, "মনসা চিন্তয়েৎ কর্ম্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ";
পরমহংসদেবও ঐমত অন্যভাবে প্রকাশ করেছেন—বলেছেন—

> "মুখহলসা, ভেতরবুঁদে, কাণাতুলসে, দীঘলঘোমটা নারী
> আর পানাপুকুরের শীতল জল বড়ই মন্দকারী।"

গিরিজা শঙ্করের একমাত্র দোষ ছিল মনখোলা সরলতা, অর্থাৎ তিনি "মুখহলসা" ছিলেন। অল্প বিশ্বাসের ফলে তিনি মনের সব কথা

সকলকে ফস্‌ফস্‌ ক'রে বলে ফেলতেন ; এতে যে বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে সে কথা তিনি ভাবতেন না। তাঁর এই মুখ-খলসামোর জন্মে জীবনের মত হাড়ে নাড়ে একবার ভুগতে হোলো।

তারিণীপুরের পাশের গ্রাম সূর্য্যপুরেতে গিরিজাবাবুর একঘর প্রজা ছিল—নাম রাখালদাস রায়—পূর্ব্বোক্ত শিবদাসের পিতামহ। রাখাল দাস চতুর—সেয়ানা—ধড়ীবাজ ; দলিল বেমালুম জাল করতে পারতো। রাখালদাসের ভিতরকার মানুষকে গিরিজাবাবু চিন্‌তে পারেন নি ; শুধু বাইরের চাল চলনে—কথাবার্ত্তায়—ঘনঘন যাতায়তে তাকে বন্ধু বলে ধরে নিয়েছিলেন এবং সেই বন্ধুত্বের খাতিরে, মোসাহেবী কায়দায় ও তোষা-মোদী আওতায় রাখালদাস জমিদার বাড়ীর সব সুড়ুক সন্ধান জেনে নিয়ে একদল ডাকাতের সাহায্যে ডাকাতী করে পোঁতা টাকা, গিণি ও গয়নায় প্রায় দু'লক্ষ মুদ্রা নিয়ে পালিয়ে যায় আর সেই সঙ্গে আরও টাকা আদায় করবার উদ্দেশ্যে দলিলপত্রাদিসহ জমিদারের একমাত্র শিশুপুত্র কালী শঙ্করকে হরণ করে নিয়ে যায়। গিরিজা শঙ্কর ব্যথায় ও বেদনায় অধীর হয়ে পড়েন ; চারিদিকে লোকজন পাঠিয়ে তল্লাস করলেন—থানায় ডায়েরীও করলেন, কিন্তু পুত্রের কোন সংবাদ পেলেন না। তিনি প্রায় পাগলের মত হ'য়ে পড়লেন। তারপর হঠাৎ এক-দিন লাল কাগজে লেখা একখানা চিঠি পেলেন—তাতে লেখা ছিল।

জমিদারবাবু,

আপনার ছেলে কালী শঙ্কর আমাদের কাছে আছে—তার দাম এক লাখ টাকা। যদি ছেলেকে ফেরত চান তাহ'লে ঐ দামটা দিতে হবে। আগামী রবিবার বিকাল পাঁচটায় আপনার ঠাকুর বাগানের দক্ষিণধারে ঐ একলাখ টাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন ; তা'হলে ছেলেকে পাবেন। হয়তো আপনার ভয় করছে, কিন্তু ভয়ের কোন কারণ নেই। আমরা এক একটি আমেরিক্যান বিল মাইনর—সহজে কাউকে হত্যা করি না ; তবে এসব গুপ্ত কথা পুলিশে জানালে—আমাদের লোককে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করলে আপনার কেউ বেঁচে থাক্‌বে না। আপনিও

থাকবেন না। খুব সাবধান! আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়ে নিজের অমঙ্গল ডেকে আনবেন না।

ইতি—

গিরিজাশঙ্করবাবু পুত্রের জীবন রক্ষার্থে নির্ব্বাক-নিস্পন্দচিত্তে—ভীতিপূর্ণ হৃদয়ে—সকলের অগোচরে চিঠির কথামত কাজ করবেন স্থির করলেন নিরূপায় হয়ে। কাজেই স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির অধিকাংশ তিনি জলের দরে বিক্রী করলেন; কারণ "সর্ব্বনাশং সমুৎপন্নে অর্দ্ধং দদতি পণ্ডিতাঃ"—এই মহাজন বাণী তাঁর মনে বদ্ধমূল হ'য়ে বসে গ্যালো। যাইহোক, কেবল নবাব সিরাজউদ্দৌলার আমলের তায়দাদ-ভুক্ত লাখরাজ সম্পত্তিটা রয়ে গ্যালো; পুত্রের উদ্ধারের জন্যে গিরিজা-বাবু হয়তো অন্য উপায় অবলম্বন করতে পারতেন, কিন্তু প্রাণের ভয়ে তিনি তা করতে পারলেন না; চিঠির কথা মতই কাজ করলেন, তাতেই বোধ হয় পুত্রকে ফিরে পাওয়া সহজ হোলো। পুত্রকে বুকে পেয়ে তিনি পরম শান্তি লাভ করলেন, কিন্তু জমিদারীর চিন্তায় দিন দিন তাঁর দেহমন ভেঙে পোড়তে লাগলো। অবশ্য দু'এক বছর ঢিমে তেতালায় কোন রকমে কেটে গ্যালো। তারপর অকস্মাৎ একদিন তাঁকে পরপারের ডাকে সাড়া দিতে হোলো; স্ত্রী ও পুত্রকে রেখে তিনি অকালে দেহত্যাগ করে নিশ্চিন্তপুরে চলে গেলেন। সকলকেই সেই নিশ্চিন্তপুরে একদিন যেতে হবে, তবে দু'দিন আগে বা দু'দিন পরে! কিন্তু যেতেই হবে একদিন প্রত্যেককে সেই নিশ্চিন্তপুর—"দি আন্‌ডিস্‌কভার্ড কান্ট্রি ফ্রম্ হুজ বোর্ণ নো ট্রাভ্‌লার রীটার্ন্‌স্"। এটা আমরা জেনেও জানতে চাই না—কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্!

গিরিজাশঙ্করের অকাল মৃত্যুতে দেশের অনেক লোক কেঁদেছিল তাঁর দানশীলতার কথা স্মরণ করে, কারণ "লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন"এর চেয়ে গিরিজাশঙ্কর কোন অংশে কম ছিলেন না। সে যাই হোক, গিরিজা শঙ্করের মৃত্যুর পরও রাখাল রায়ের লালসাবহ্নি নির্ব্বা-পিত হোলো না। তাঁর বাকি সম্পত্তি অর্থাৎ তায়দাদভুক্ত ছ'হাজার বিঘে লাখরাজ আত্মসাৎ করবার জন্যে রাখাল রায় উঠে পড়ে লাগলেন।

কৃষ্ণনগর জজ কোর্ট থেকে তায়দাদের নকল নিয়ে অনেক রকম কৌশলে জাল দলিল ক'রে সরকারের দপ্তরের নবকৃষ্ণরূপী বা ভবানন্দ-ভাবাপন্ন কর্ম্মচারীদের মোটাসোটা ঘুষ দিয়ে গিরিজা শঙ্করের পত্নী সুবাসিনীদেবী ও নাবালক কালী শঙ্করকে আসামী ক'রে রাখাল রায় নালিশ রুজু করে দিলেন। মামলাটা রাণাঘাটের সাব ডিভিসন্যাল কোর্ট পার হ'য়ে পৌঁছে গ্যালো কৃষ্ণনগরের ডিষ্ট্রীক্ট্ কোর্টে। কিন্তু সেখানেও তার সমাপ্তি হোলো না; আপীল চোললো কলকাতার হাইকোর্ট পর্য্যন্ত। কিন্তু রাখাল রায়ের জুয়াচুরি বা জালিয়াতীর প্রমাণ হোলো না—জাল দলিল আসল বলে পরিগণিত হোলো। হাই কোর্টের বিচার! বিচার বিচার—অবিচার বা কুবিচার নয়; বিধবা বা সধবা, নাবালক বা সাবালক পথে বসে বসুক সিকেনারি বা পারজারী বা ফোরজারির কায়দায় ও কেরামতীতে—মহামান্য বড় আদালতের সূক্ষ্ম বিচারে! কেউ তা' দেখ্‌বে না—দেখ্‌বে সবাই রায়! মহামান্য বিচার পতির রায় বার হোলো রাখাল রায়ের জয়ধ্বনি ক'রে—বালক কালী ও তার মাতার পরাজয় ঘোষণা ক'রে—"যার ধন তার ধন নয় নেপো মারে দই"—এই ব্যঙ্গের সার্থকতা সমর্থন করে!

তিন

"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ"।

ভাগ্যচক্র অবিশ্রান্তভাবে ঘুরে চলেছে,—তার বিরাম নেই—বিশ্রাম নেই, আর সেইজন্যে আমরা দেখতে পাই বিশ্বের বিচিত্রতা—সংসারের জটীলতা—সমাজের বীভৎসতা—প্রকৃতির অস্থিরতা—মানবমনের পরিবর্ত্তনশীলতা!

মানুষ যা ভাবে তা' হয় না—যা করে তা চায় না—যা বলে তা' ফলে না। যদি তাই হোতো তাহলে আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট "মাত্র একটা পৃথিবী জয় করবার জন্যে আছে!" ব'লে আক্ষেপ ক'রে ব্যাবিলনের তেপান্তরের মাঠে বেঘোরে প্রাণ হারাতো না—প্রাচীন

ব্যাবিলনের ব্যাকান্যালিয়া এবং সোডম ও গোমোর 'এর স্যাটারন্যালিয়া যা গা-ঘিণ্-ঘিণ্-করা—বমনোদ্রেকভরা উচ্ছৃঙ্খলতা আজ জগতে শ্রেষ্ঠ আনন্দ ব'লে আদর পেতো আর ডাঃ বিলি গ্রাহাম' এর সেদিনকার বাণী আমেরিকার লক্ষ লক্ষ লোক মেনে নেবার জন্যে ব্যস্ত হোতো! যা হবার তা হয়—যা' হবার নয় তা হয় না!

কালী শঙ্করের ভাগ্যচক্র বন্ বন্ ক'রে ঘুরে চলেছে আর তা পরিদৃশ্যমান জগতে স্পষ্ট ভাবেই দেখা যাচ্ছে। চার বছর বয়েসেই কালীশঙ্কর ডাকাতের হাতে পড়েছে—পিতা গিরিজাশঙ্কর লাখ টাকা দিয়ে তাকে উদ্ধার করেছেন; এর কিছুদিন পরেই পিতার অকাল মৃত্যুতে তা'কে চোখের জল ফেল্‌তে হয়েছে—রাখালরায়ের নিত্যনূতন অত্যাচারে তা'র হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলো কত হোঁচোট খেঁয়ে উল্টে পড়েছে—বারবছর বয়েসেই তাকে হাইকোর্ট ঘর ক'রতে হয়েছে আর তারপর থেকেই দারিদ্র্য-দোষ'এর হাতে নাস্তানাবুত হয়ে 'ত্রাহি মধুসূদন' ডাক্ ছাড়তে হয়েছে! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কালীশঙ্কর প্রতারকের প্রপীড়নে—দুষমণের দৌরাত্ম্যে—অমানুষের অমানুষিকতায় বাল্যাবস্থাতেই কঠোরভাবে বিপর্য্যস্ত হয়েও এখনও খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাইকোর্টের মামলার জবরদস্তিতে সে নুয়ে পড়েনি, কিন্তু যখন সে দেখ্‌লো উকিল—ব্যারিষ্টার—এ্যাটর্নীদের জুলুমে নির্য্যাতিত হ'য়ে নায়েব মশাই সদানন্দ সরকার সজল নয়নে মাতা সুবাসিনী দেবীর সামনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রাখালরায়ের হৃদয়হীন আসুরিক অত্যাচারের কথা বলছেন আর তা'র মা কেঁদে বুক ভাসাচ্ছেন তখন সে সোৎসাহে বল্লে, মা, তুমি কাঁদছো কেন? কেঁদে কি লাভ হবে? তুমি দেখে নিও, মা, সবসম্পত্তি আমরা আবার ফিরে পাবো। সত্যমেব জয়তে—একথা কোনদিন মিথ্যা হবে না। সুবাসিনীদেবী চোখ মুছে বল্লেন, তা' কি হতে পারে, বাবা! আমাদের প্রমাণ কোথায়? তুই ছেলেমানুষ—নাবালক আর আমি মেয়ে মানুষ।

সদানন্দবাবু সাহস দিয়ে বল্লেন, প্রমাণ তো সামান্য কথা! ভগবানের ইচ্ছায় সব হয়!

সুবাসিনীদেবী কাতরভাবে বল্লেন, সে কথা মানুষের মনে হয় বটে, কিন্তু গরীবের কপালে তা খাটে না। এখন আমরা গরীব; আজ বাংলা দেশের সত্যিকার বনেদী ঘরগুলোর কথা একবার ভেবে দেখুন! তাদের অধিকাংশই আমাদের মত মামলা-মকদ্দমায় পড়ে দুর্দ্দশাগ্রস্ত! কত বিধবা—কত নাবালক আজ প্রমাণাভাবে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দু'চার পয়সার মুড়ি-তেলেভাজাও জোটে না তাদের! বাজারে চাল নেই—তেল নেই—মাছ নেই—নুন নেই, কিন্তু চারিদিকে পচা তেলে ভাজার দোকান!—লোকের ক্ষিদের জ্বালা মিটছে দু'চার পয়সার বেগুনি-ফুলুরী খেয়ে!—এতে দেশের বা জাতির যে কি সর্ব্বনাশ তা উপলব্ধি করে শুধু ইংরেজ—জার্ম্মান—আমেরিকান! কালীশঙ্কর মার কথা শুনে বলে ফেললো, আমাদেরও এখন থেকে ভাত না খেয়ে তেলেভাজা খেতে হবে!

সুবাসিনী দেবী কালীশঙ্করের কথায় দুঃখের মধ্যেও হেসে ফেললেন; পরেই বল্লেন, না রে না, তেলেভাজা খেতে হবে না। মরা হাতী লাখ টাকা! এখনও বাস্তুভিটে আছে—ধানের জমি আছে আর আমার গায়ের গয়নাগুলোও আছে! তা'তে দুমুঠো ভাতের অভাব হবে না।

কালী বল্লে, ভাত তো কুকুর বেরালেও খায়, মা! পড়ার টাকা কোথায়!

সুবাসিনী—পড়ার টাকাও আছে।

কালী—না, মা, আজকাল পড়তে অনেক খরচ। তার চেয়ে একটা কাজের চেষ্টা করি।

সুবাসিনী—কী! চাকরী করবি! কাজের চেষ্টা! এমন কথা বল্লি? এই বয়েসে চাকরী? নায়েব মশাই, শুনুন, যতদূর ইচ্ছে পড়াবেন কালীকে; দরকার হলে সব বেচে দেবেন।

কালী—মা, আমি কথা দিলাম পড়বো। কিন্তু তোমার যে অসুখ —আমি কি করি! তুমি নায়েব মশাইকে দিয়ে কিছু গয়না বেচে দাও। আমি তোমায় কোন স্যানাটোরিয়মে নিয়ে যাবো।

সুবাসিনী—না, ও গয়না তোর পড়ার জন্যে খরচ হবে ; তুই গয়নার টাকায় অনেকদূর পর্য্যন্ত পড়তে পারবি—এমন কি বিলেত গিয়ে ব্যরিষ্টারও হতে পারবি।

কালী—না, মা, আমি ওসব চাইনে। তোমাকে বাঁচানো আমার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। আই, এ, পর্য্যন্ত তো পড়েছি, পাস না হয় নাই করলাম ; যা হোক একটা চাকরী জুটে যাবে।

সুবাসিনী—না, তা হবে না ; আমি তোমার মেধা নষ্ট হতে দেবো না।

কালী হেসে বল্লে, আমার আবার মেধা কোথায় ? বার বছর বয়সে হাইকোর্ট দেখেছি ব'লে ? মেধা বলো ক্রাইটনের—বার বছরের ছেলে বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিল! মেধা বলো প্রতাপাদিত্যের—বার বছরের ছেলে দিল্লীর দরবারে গিয়ে আকবর বাদশাকে হকচকিয়ে দিল! মেধা বলো নরেন দত্তর—চিকাগোর ধর্ম্মসভায় গিয়ে হিন্দুধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়ে সারা জগতকে চমক লাগিয়ে দিল!

সুবাসিনী—কালী, তোর সঙ্গে আর বক্‌তে পারি নে। তোর স্কলারশিপটা কি মেধার পরিচয় দেয় না ?

কালী—আমি ওসব শুন্‌তে চাইনে। তোমাকে আমায় বাঁচাতে হবে আর তাই আমার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।

সুবাসিনী—কিন্তু সেগুড়ে বালি। আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে—আমি তা বুঝি।

কালী—মা, তুমি বাবার মতই অবুঝ। বাবা বদ্‌মায়েসের হাত থেকে আমাকে বাঁচাবার জন্যে সর্ব্বস্ব হারালেন—নিজেও চলে গেলেন ভেবে ভেবে। তুমিও সেইভাবে চলে যাচ্ছ। মাগো, আমার জীবনের কি এতই দাম ? এই ব'লে কালী শঙ্কর কাঁদতে লাগলো।

সুবাসিনী—শোন্, বাবা, কাঁদিস্‌নে। তুই আমার মতই আর একটা মা পাবি। এই চিঠিখানা ডাকে ফেলে দিয়ে আয়।

কালী—এ কার চিঠি ?

সুবাসিনী—মমতার জা শৈবালিনীর। দশ বছর বয়েসে তুই কলকাতায় মমতাদের বাড়ী গেছলি মনে আছে?

কালী—ওঃ! তুমি মাসিমার কথা বোলছো! বুঝেছি; প্রথমে দেখেই মাসিমার জায়ের ছোট মেয়েটা—নাম শিবানী—হঠাৎ খেলা করতে করতে এসে আমার গলায় লোহার শেকল পরিয়ে দিয়ে বল্লে, এই আমার মালা! তারপর হাস্তে হাস্তে পালিয়ে গেল।

সুবাসিনী—মমতার জা—শিবানীর মা শৈবলিনী তোকে খুব ভালবাসে—তোকে পছন্দ ক'রে রেখেছে। আমি মমতার মুখে সব শুনিছি। আমি তোর জন্যে এই রকম একটা মা চেয়েছিলাম, কিন্তু চাইলেই তো পাওয়া যায় না! যাই হোক্, তুই শৈবলিনীর কথা অবহেলা করিসনে, এই বলে ওপরের দিকে হাত তুলে প্রণাম ক'রে বললেন—

আর কেহ নাই
এ ভুবনে, তাই
তুমি চির আপনার!

এই কথাগুলো বলবার জন্যেই যেন সুবাসিনী দেবী বেঁচেছিলেন। অদ্ভুত যোগাযোগ! এই কথাগুলো বলেই তিনি ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। নায়েব মশাই ডাক্তার ডেকে আন্‌লেন। কালী-শঙ্কর চোখের জলে মায়ের সেবা কোরলে, কিন্তু নিয়তির কবল থেকে ছিনিয়ে আনতে পারলো না!

চার

সুবাসিনী দেবী তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বে পুত্র কালীকে যে চিঠিখানি ডাকে ফেলতে বলেছিলেন সেখানি তার পকেটেই ছিল; বিস্মরণহেতু সেটা ডাকে ফেলা হয়নি। সে চিঠির কথা কালী শঙ্কর একেবারে ভুলে গেছলো। সে তার মাতার মৃত্যুসংবাদ কাউকে জানায়নি—সে বিষয় উল্লেখ করে কাউকে পত্রও লেখেনি। কিন্তু মৃত্যু সংবাদ চাপা থাকে না; কিভাবে—কোথা দিয়ে—কেমন ক'রে যে তার গন্তব্যস্থানে গিয়ে পৌঁছয়

কেউ তা বল্‌তে পারে না। তাই কালী শঙ্কর তার অশৌচ অবস্থাতেই কল্‌কাতা থেকে দুখানা চিঠি পেয়ে অবাক্ হয়ে গেল! মমতা দুঃখ ক'রে সান্ত্বনা দিয়ে চিঠি লিখেছে, কিন্তু শৈবলিনীর চিঠিখানা স্নেহমাখা —মাতৃপ্রেমের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত! আর তার শেষের কথাটি সুবাসিনী দেবীর বাণীর প্রত্যক্ষ প্রমাণ। শৈবলিনীর চিঠি বহন করে নিয়ে এসেছে তাঁর মাতৃত্ব। চিঠির সমাপ্তিতে লেখা রয়েছে—"ইতি তোমার মা।"

কালীশঙ্কর স্তম্ভিত হয়ে গেল! শৈবলিনী যেন চিঠির মধ্যে আবির্ভূতা হয়ে কালীশঙ্করের সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন—সুবাসিনী দেবীর কথাটা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল! মাকে মানস চক্ষে শৈবলিনীর মধ্যে প্রতিবিম্বিত দেখ্‌লো।

মাতার মৃত্যুর পর কালীশঙ্করের জীবনের ওপর দিয়ে ঘোরতর বিপর্য্যয় চলে গেল; কিন্তু কিছুতেই সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। ম্যাট্রিক পাশের পর থেকে সে ভবানীপুরের বকুলবাগানে মায়ের খুড়তুতো ভাইয়ের বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করছিল। বকুলবাগান থেকে সে হেঁটেই যাতায়ত কোরতো সেণ্ট জেভিয়ার কলেজে; ভাল ভাবে আই-এ, বি-এ—পাস কোরলো—স্কলারশিপ পেলো—নিজের খরচ নিজেই চালাতে লাগলো, কিন্তু তবুও তা'কে অভাবের মধ্যে পড়তে হোতো তা'র নিজের পরোপকার-প্রবৃত্তির ফলে। প্রৌঢ় সদানন্দ বাবু ছিলেন তার পিতার নায়েব—সত্যবাদী—ধর্ম্মপরায়ণ। কালীশঙ্কর তাঁকে বিদায় দিতে চাইলেও তিনি বিদায় নেন নি। সর্ব্বশুদ্ধ শ'দেড়েক বিঘে জমি বাস্তুভিটে, দীঘি ও বাগান—যা রাখাল রায় চেষ্টা করেও নিতে পারেনি তার আয়েই কালীশঙ্করের গ্রাসাচ্ছাদন, নায়েব মশাইয়ের পরিবার প্রতিপালন, চৌধুরীবংশের চিরপ্রচলিত দান, ধ্যান, বিগ্রহপূজা ইত্যাদি বেশ চলে যেতো। তবে যেদিন সদানন্দবাবু শুন্‌লেন বকুল বাগানের আত্মীয় নন্দবাবু কালীশঙ্করের অল্পদুটি বেশী ভাত খাওয়ার কথা ব'লে খোঁটা দিয়েছেন সেইদিন থেকে তিনি ওজর-আপত্তি অগ্রাহ্য করে চাষের চাল, ডাল, শাক্‌সবজি ও মাঝে মাঝে

পুকুরের মাছ পাঠিয়ে দিতে লাগলেন তাঁকে পূর্ব্বনির্দিষ্ট খাইখরচ বাদে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও কালীশঙ্করের নগদ টাকার দরকার হোতো—নিজের জন্যে নয়—পরের জন্যে। একবার তার বন্ধু টাকার অভাবে বি-এ'তে ভর্ত্তি হ'তে পারছিল না; কালীশঙ্কর তার পড়ার কতকগুলো দামী বই বিক্রী করে বন্ধুকে কলেজে ভর্ত্তি করিয়ে দিল। ভুবন মোহন মুখাজ্জী নামে একজন ব্রাহ্মণকে সে মাসোহারা দিতো দশটাকা করে; কালীশঙ্কর একদিন এঁদোগলিতে এঁদোবাসায় গিয়ে সেই ব্রাহ্মণের অনশনক্লিষ্ট পরিবারকে দেখে কেঁদে ফেল্‌লো। অভাবে—অনটনে—অনশনে মানুষ যে কিভাবে জীর্ণশীর্ণ—হাড়পাঁজর-বার-করা হ'য়ে বেঁচে থাক্‌তে পারে তার নিখুঁত প্রমাণ দেখতে পেলো সেই পরিবারের মধ্যে। সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে সে নীরবে আর্ত্তনাদ করতে লাগলো আর ভাব্‌লো "দি নেকেড্‌নেস্ অফ্ দি ইন্‌ডিজেন্ট ওয়ার্লড মাইট বি ক্লোদ্‌ড্ বাই দি ট্রিমিংস্ অফ্ দি ভেন!" তথাকথিত বড় লোকেরা নর্ত্তকীর নাচ দেখতে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করেন—বেরালের বিয়েতে লাখ টাকায় ঘটা করে ভোজ দেন, কিন্তু সেই ভোজের পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট পাতাগুলো যারা তন্নতন্ন করে খোঁজে কিছুনা কিছু পাবার আশায় তাদের দিকে ফিরেও তাকান না। যাই হোক, ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে—এইভেবে কালী রাতে পড়াবার জন্যে দুটো টিউশন নিয়েছিল আর তার ক্ষতিপূরণের জন্যে পরীক্ষার অন্ততঃ এক মাস আগে থেকে রাত জেগে নিজের পড়া পড়তে হোতো তা'কে ফার্ষ্ট হবার জন্যে—ফ্রীষ্টুডেণ্টশিপ বজায় রাখার জন্যে।

কালীশঙ্কর কৃতিত্বের সহিত বি, এ, পাশ কোরলো যে দিন সেই দিন থেকে তা'কে প্রায়ই আত্মীয় স্বজনদের বিশেষতঃ শৈবলিনীদের বাড়ীতে নেমন্তন্ন রক্ষা ক'রতে যেতে হোতো আর তাতে তার মনের মধ্যে অল্প বিস্তর বিরক্তির ভাব উদয় হোতো। বিরক্তি আবার দিগুণতর হোতো যখন বাড়ীর গৃহকর্ত্রী বা গৃহস্বামী নিজের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব ক'রে বসতেন; এঁদের মধ্যে আবার কেউ কেউ বিশেষতঃ বর্ষীয়সী মহিলা বিয়ের যুগ্যি মেয়েকে তা'র সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বল্‌তেন, কালী

শঙ্কর, এই মেয়েটাকে তোর কেমন লাগেরে? এই রকম আবেদন নিবেদনে কালীশঙ্কর বিব্রত হ'য়ে পোড়তো আর ভাবতো, একি নিয়তির পরিহাস! আমার আপনার জনতো দুনিয়ায় নেই; সকলকেই খেয়ে ফেলেছি। কবে একদিন গরমভাতে ঘী দেখে ভাবতাম, একে গরম ভাত তাতে এক ধ্যাবড়া ঘী! খাবো কি! হেসেই বাঁচিনে! কিন্তু এখনতো পান্তা বা কড় কড়ো ভাত! আর ঘীয়ের বদলে আছে কাঁচা লঙ্কা বা তেঁতুল; নিছক ঝাল বা টক! দেড়শ বিঘে তো লাখরাজ!—এই তো ব্যাঙের আধূলি। তবে আমার ওপর লোকের এত নেকনজর কেন!

এই কেন'র অর্থ বিভিন্ন রকমের। আমাদের দেশে "কেউ সাজে মহারাজা দশবিশ হাজারে"—আমাদের এ্যাতো তেজ—এ্যাতো দেমাক্! একটুতেই ফেটে মরি! কিন্তু সেই বিশহাজারী মহারাজা মাড়োয়ারীদের মতে ভিখারী! কারণ বিশহাজার কোটীতে পেঁছুলে মালিক মহারাজা হ'তে পারে। আর এই কোটীর মালিক দীনদরিদ্র সেলুইন, রথচাইল্ড, কার্ণেগী, হেন্‌রী ফোর্ড প্রভৃতি মাল্‌টীমিলিয়নেয়ারদের কাছে। বাঙালীরা হিসাব করে, আগেকার দেড়শ' বিঘে এখন দেড় লাখ; এর ওপর পুকুর, বাগান, দীঘি!—লক্ষটাকা নিয়ে বসলেও অমন দীঘি আজকাল কাটানো যাবে না! তার ওপর রূপগুণ বিদ্যাবুদ্ধি প্রতিভা—চৌধুরী বংশের একমাত্র ছেলে! কাজেই কালীশঙ্করের পেছনে এ্যাতো ফেউ!—

"কন্যা বরয়তি রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতম্।
বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ॥" —কালীশঙ্কর

নেকনজরের এ্যাতোটা অর্থ তলিয়ে বুঝ্‌তে চেষ্টা করেনি।

যাই হোক্, এই সব তথাকথিত আত্মীয় ও আত্মীয়াদের কাছ থেকে কালীশঙ্কর একটু দূরে দূরে থাক্‌তো। কিন্তু শৈবলিনী কোন দিন কালীশঙ্করের সামনে নিজের মেয়ে শিবানীর বিয়ের প্রস্তাব করেন নি—কাজে তা প্রকাশ পেত; তবে তিনি ও তাঁর স্বামী গৃহের যাবতীয় কাজ বিশেষতঃ পূজাপার্ব্বণের কেনাকাটার জিনিষ কালীশঙ্করকে

দিয়ে পছন্দ করিয়ে নিতেন প্রতিবারে দুর্গাপূজোর আগে—হপ্তাখানেক ধ'রে শৈবলিনীর স্বামী হরিনাথ বাবুর সঙ্গে কালীশঙ্করকে কলকাতার বাজারে টো টো করে ঘুরতে হোতো—বাড়ীর সকলের পোষাক পরিচ্ছদাদি তাকেই পছন্দ করতে হোতো; কন্যা শিবানীর শাড়ী, সায়া, জুতো, ব্লাউজ, কাগজ, কলম, পুস্তক প্রভৃতি পছন্দ করে কেনবার জন্যে হরিনাথবাবু বার বার কালীশঙ্করকে জিগ্যেস করে মত নিতেন আর কালীশঙ্করের মুখখানা রাঙা হ'য়ে যোতো লজ্জায়! এই সব পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পড়ে কালীর অনেক সময় নষ্ট হ'য়ে যেতো; কিন্তু নিয়তিনির্দ্দিষ্ট অবস্থা বা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সে কোনদিন অভিযোগ জানাতে পারতো না।

বকুলবাগানের বাড়ীতে কালীশঙ্করের দিনগুলো এই ভাবেই কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ যে দিন তার মামার শ্যালকের কাছ থেকে তার বিলেতযাত্রার নির্দ্দেশানুযায়ী অক্সফোর্ডের পড়াশুনো করার স্থবর্ণ সুযোগসূচক একখানা চিঠি অযাচিতভাবে বিয়ের সন্দেশ বহন করে নিয়ে এলো সেদিন তার মনের মধ্যে ভীষণ আলোড়ন দেখা দিল; আর সেই আলোড়ন বেদনায় পরিণত হোলো যখন চোখে দেখা—বিয়ের প্রস্তাবে অনুরোধমাখা সব মেয়ের কথা তার মনের মধ্যে জেগে উঠলো। কালীশঙ্কর কোর্টশিপ্‌কে ঘেন্না কোরতো—সে কোন মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকাতোও না। শুধু শিবানীকে বাগ্‌দত্তা ব'লে ধরে নিয়েছিল মার কথায় আর শৈবলিনীর অপূর্ব্ব স্নেহের খাতিরে। সে ভাবতে লাগলো কোন দূর বা নিকট আত্মীয়ের বাড়ীতে না থেকে একেবারে সরাসরি কোন ছাত্রাবাসে গিয়ে উঠবে এবং তাহ'লে বিয়ের ব্যাপারে প্রত্যেকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে। কালীশঙ্কর মনেপ্রাণে বোঝে, এ সংসারে সকলকে সন্তুষ্ট করা যায় না; একজনকে সুখী করতে গেলে অপরকে অসুখী করতেই হবে। টু প্লীজ এভ্‌রীবডী ইজ টু প্লীজ নান্‌। তবে আমরা জানি, কালীর কোন বাহার বা ভাবোন ছিল না—ছোট বড় চুল ছাটতো না—চুল আঁচড়াতো না; অর্থাৎ এক কথায় তার মধ্যে ককেট্রি ছিল না। কাজেই সে কোন

১২০৫

মেয়েকে ঠকায় নি, যদিও তার পেছনে অনেক 'ফেউ' লেগেছিল। আর সেই ফেউ লেগে থাকার জন্যেই বেদনা! —ভাবতো বিয়ে হয়তো হবে না বা একটি মেয়ের সঙ্গেই হবে ; সুতরাং অনেকেই ব্যথা পাবে—কেউ হয়তো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌বে আর তাতেই হবে তার জীবন অভিশপ্ত !

"যাদৃশী র্ভাবনা যস্য সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী"। কালীশঙ্করের ছাত্রাবাসে যাবার ভাবনাটা কার্য্যে সিদ্ধিলাভ কোরলো সেই মুহূর্ত্তেই যে মুহূর্ত্তে সে স্বকর্ণে শুনতে পেলো তা'র নিতুদা রাঁধুণীর প্রতি গৃহস্বামীর তীব্র তিরস্কার। গৃহস্বামী নন্দলালবাবু বল্লেন, নিত্যানন্দ, তুমি নিজে এক কাঁড়ী গিলবে আবার অপরাকেও কাঁড়ী কাঁড়ী গেলাবে। পরের ধনে পোদ্দারী লোকে বলে লক্ষীশ্বরী !

নিত্যানন্দ—ছেলেটা সামান্য এক মুঠো ভাত আপনাদের চেয়ে বেশী খায় বলে খোঁটা দিচ্ছেন ? ছিঃ ছিঃ! আমরা দু'জনে যে দু'মুঠো বেশী খাই তার দাম আমার মাইনে থেকে কেটে নেবেন।

নন্দলাল—তোমার মাইনে থেকে কাটতে চাইনে, নিতু ; বল্‌লাম মেয়েটার একটা কিনারা করে দাও—কালীশঙ্কর তোমাকে ভালবাসে—তোমার কথা শোনে! আমার কথাটা গায়েই মাখলেনা !

নন্দলালবাবুর স্ত্রী সৌদামিনী ঠাকুরের হয়ে জবাব দিলেন ; বল্লেন, মেয়ের কিনারা ঠাকুর কি করবে ? তুমি নিজে বল্‌তে পারনা ? তোমার মনটা এ্যাতো ছোট! ছেলেটা একমুটো ভাত বেশী খায়—তাতেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল! তুমি নিজে কতটা গেলো তা'র খবর রাখ কি ? ও দুবেলা দুমুঠো ভাত খায় মাত্র—বড় জোর দেড়পো চাল। আর তুমি চারবার খাও। তোমার দুবার জলযোগ আছে ; ওর জলযোগ নেই। ভাতের বদলে রাত্রে তোমার লুচির গোছা আছে। আর তাছাড়া ছেলেটা তো ফোকোটে খায়না! সদানন্দবাবু দস্তুর মত টাকা, ক্ষেতের চাল, ডাল, তরী-তরকারী দেন—তা বাদে পুকুরের মাছ প্রভৃতি কত কী পাঠান—সে সব তো আমরা সবাই গিলি। নন্দবাবু—আরে বাবা, আমি ও কথা বল্‌ছিনে—বল্‌ছি মেয়েটার কিনারার কথা!

সৌদামিনী—সে কপালে থাকে হবে, না থাকে হবে না। আর অমন সোনার চাঁদ ছেলের সঙ্গে তোমার ঐ ধীঙ্গি মেয়ে! ও আমি চাইনে।

নন্দলাল—সে তো তোমারি সোনার খোলের! যা' হয় করগে! তবে বলে দিচ্ছি মেয়ের বিয়ের জন্যে আর কোনদিন কিছু বোলো না আমাকে! এই বলে নন্দলালবাবু প্রস্থান করলেন।

নন্দলালবাবু চলে যাবার পর নিত্যানন্দ ঠাকুর সৌদামিনীকে বললো, মা, কালী দাদা-বাবু মাত্র দুবেলা দুমুঠো ভাত খায়—কোনদিন বাজারের খাবার খায় না। ২।১ দিন আমি আমার জল খাবারটা দিতে গেছি—দাদাবাবু কিছুতেই খায়নি। আচ্ছা, যে খাই খরচের টাকা দেয়—আবার তা ছাড়া দেশথেকে কত কী জিনিষ আনিয়ে দেয় সে কি এক মুঠো ভাত বেশী পেতে পারে না? উঠ্তি বয়সে দুটো ভাত খাবে না? বাবু অমন কথা বলতে পারলেন? সে যাইহোক্, আপনি ওঁকে আমার মাইনে থেকে চালের দাম কেটে নিতে বলবেন—এই বলে নিত্যানন্দ রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিল দেখে সৌদামিনীদেবী বললেন, শোন, ঠাকুর, কালীশঙ্কর যেন ঘুর্ণাক্ষরেও ওকথা না জান্তে পারে।

ছিঃ—ছিঃ! ওকথা কি মুখে আনা যায়!—এই কথাগুলো বলে নিত্যানন্দ ঠাকুর রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে দেখতে পেলো কালীশঙ্কর জলভরা চোখে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে!

ছয়

হরিনাথবাবু ও শৈবলিনী দেবী লোক পরম্পরায় কালীর বিয়ের সম্বন্ধে নানান গুজব শুনে ব্যথা পেলেন—ভাবলেন হয়তো ছেলেটা বেহাত হয়ে যাবে। শৈবলিনী শিবানীর মনের কথা জেনে নিয়েছিলেন বিবিধ কথার প্যাঁচে। শিবানীর বিয়ের সম্বন্ধ আস্তো বহু-

জায়গা থেকে ;—বহু ঘটকী শৈবলিনীর কাছে আসা যাওয়া কোরতো ; কিন্তু তাঁর বা তাঁর স্বামী হরিনাথবাবুর কোন সম্বন্ধ পছন্দ হলেও কন্যা শিবানী আপত্তি তুলতো। সুতরাং শুধু সম্বন্ধই আস্‌তো। যাই হোক্, হরিনাথবাবু শৈবলিনীকে স্পষ্ট ভাবেই জানিয়ে রেখেছিলেন শিবানীর অমতে বিয়ে দেওয়া চলবে না। তাই অনেক আগে থেকেই মনোমত সম্বন্ধ আনবার জন্যে শৈবলিনী অনেক ঘট্‌কী নিযুক্ত করে উপযুক্ত পুরস্কার দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

হরিনাথবাবু একবার একটী ডাক্তার পাত্রের সন্ধান পেলেন। পাত্রের পিতামাতা শিবানীর ফটো চেয়ে পাঠালেন। শৈবলিনী কন্যার ফটো তোলবার জন্যে ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু শিবানী মাকে বললে, মা, ফটোওলাকে আসতে বারণ করে দাও।

শৈবলিনী—বাঃ রে! পাত্রের অভিভাবক ফটো চেয়েছে ; কাজেই তোর ফটোতো পাঠাতে হবে!

শিবানী—বেশ, ফটোওলা আসুক ; আমি মুখখানা বেঁকিয়ে জিভ্ বার করে দাঁড়িয়ে থাক্‌বো। এই আমার শেষ কথা।

শৈবলিনী কন্যার কথা শুনে নিতান্ত অনিচ্ছায় ফটোওলাকে আস্‌তে বারণ করে দিলেন।

তারপর এক ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে শিবানীর বিয়ের কথা হোলো। কথার সঙ্গে সঙ্গে পাত্র নিজে শিবানীকে দেখবার জন্যে প্রস্তাব ক'রে পাঠালো। সুতরাং দেখবার দিন শৈবলিনী কন্যাকে নিজের হাতে সাজিয়ে দিতে গেলেন সালঙ্কারা করে। শিবানী ঘোরতর আপত্তি জানালো—কিছুতেই সাজবে না বলে স্পষ্টকথা জানিয়ে দিল ; হরিনাথবাবু মেয়ের ওপর একটু চটেও গেলেন, কিন্তু বকাবকি করলেন না।

যাইহোক্, ইঞ্জীনীয়ার পাত্র একজন বন্ধুকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে শিবানীকে দেখতে এলেন। শিবানী এলোচুলে হেজলিন পাউডারের সংস্পর্শ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখে পরণে মিলের শাড়ী ও দুহাতে মাত্র দু'গাছা কাচের চুড়ি পরে পাত্রের সামনে এসে প্রণাম ক'রে

দাঁড়িয়ে রইলো—বোস্‌লো না। কিন্তু এই সামান্য বেশেই শিবানীর রূপ যেন ফেটে পড়ছিল—অপূর্ব্ব সে মূর্ত্তি! সকলেই দেখলো প্রসাধনে সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হয়না, —বরং ঠুন্‌কো হয়—কুচ্ছিৎ হয়—লালিত্যহীন হয়—মাধুর্য্যশূন্য হয়।

শিবানীকে দণ্ডায়মানা দেখে পাত্রটী বল্‌লেন, বসুন। শিবানী দাঁড়িয়েই জবাব দিল, বসে কি কোরবো! আপনারা আমাকে দেখতে এসেছেন, দেখা দিলাম, এইবার আসি। তবে জানবেন এই শেষ দেখা! পাত্র—এটা কি বাঙালীর মেয়ের মত কথা হোলো?

শিবানী—বাঙালী মেয়েরা কি চিরকালই মুখ বুঁজে থাক্‌বে! মাকে বার বার বল্লাম ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার আমি চাই না। এঁরা শুধু দেহের চর্চ্চা করেন—মনের চর্চ্চা করতে জানেন না। গেটে, ডাণ্টে, প্লেটো, শিলার, ভার্জ্জিল, শেক্সপীয়ার, সফোক্লীস্, রবীন্দ্রনাথ, টলষ্টয়, হেগেল প্রভৃতি—বুঝ্‌তে বা বোঝাতে পারেন কি? আচ্ছা, চলি। নমস্কার! এই বলে শিবানী ভেতরে চলে গেল।

পরমুহূর্ত্তে পাত্র ও তাঁহার বন্ধু হতাশ হ'য়ে উঠে পড়লেন। নমস্কারান্তে বিদায় কালে হরিনাথবাবু হাতজোড় করে বললেন, মেয়ের ব্যাভারে আমি লজ্জিত; কাইগু্লি ক্ষমা করবেন। পাত্র বললেন—ক্ষমার কিছু নেই—আমরা চলি; এই বলে প্রস্থান করলেন। হরিনাথবাবু ভেতরের ঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে শুনতে পেলেন শিবানী ও শৈবলিনীর তর্ক বিতর্কের কথা।

শৈবলিনী কাতরভাবে কন্যাকে বল্লেন, এ তুই কি করলি বল্‌তো? যে সম্বন্ধই আসছে তাই তুই ভেঁঙে দিচ্ছিস। তোর বিয়ে দেবো কি করে, বিনী! শিবানীর ডাক নাম বিনা;—বল্লে, কেন, যেমন ক'রে সবাই দেয়!

শৈবলিনী—তাই তো সম্বন্ধ আনা হচ্ছে।

শিবানী—সম্বন্ধকে আন্‌তে হবে কেন?

শৈবলিনী—না আন্‌লে তোর বর পাব কোথা?

শিবানী—বর কাছেই আছে,—চেনো তো! বল্‌তে পার না?

শৈবলিনী যেন বুঝতেই পারেন নি এমন ভাব দেখালেন। পরেই বললেন, তুই কার কথা বল্‌ছিস্‌?

শিবানী—কার কথা আবার! তুমি যার মা হয়েছো—রাম না হ'তে রামায়ণ!

শৈবলিনী—কালীশঙ্কর? সে তো ছেলে মানুষ—এম-এ পড়ছে। সে কি পড়তে পড়তে বিয়ে করবে? খাওয়াবে কি?

শিবানী—ক্ষেতের চাল—দীঘির মাছ—বাগানের তরকারী। আর কি চাই? মরা হাতীও লাখ টাকা!

শৈবলিনী—ওতো সংসারে একা। দেখবে কে?

শিবানী—কেন? কালীদা'র বিস্তে, নায়েব মশাই, তোমরা আর ভগবান।

শৈবলিনী আর কোন প্রশ্ন না ক'রে বললেন, তোকে চিনে অনেক রকমে যাচাই করে কালীর মায়ের মত নিয়ে রেখেছিলাম। তোর শিবানী নাম সার্থক হোলো। আজ আমার বড় আনন্দ! আহা, ছেলেটার মা নেই! সস্মিত মুখে শিবানী বল্লে, তুমি তো আছো!

হরিনাথবাবুও হাসতে হাসতে ঠিক এই সময় ঘরে প্রবেশ করলেন আর সেই মূহূর্তে শৈবলিনী বলে ফেল্লেন, তুমিও তাহলে মেয়ের কথা শুনেছ! সাতবছর বয়েসেই বিনী কালীশঙ্করের গলায় লোয়ার মালা পরিয়ে স্বয়ম্বরা সেজে বসে আছে!

মায়ের কথাগুলো শুনতে শুন্‌তে শিবানী ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।

সাত

শিবানীর মা শৈবলিনী ছিলেন বিদ্যানুরাগিনী আর কন্যার প্রকৃতিটিও তাঁর নিজের মত করে গড়ে তুলেছিলেন। অবসর পেলেই তিনি বই নিয়ে পড়তেন—কন্যাকেও পড়াতেন। প্রথম যে দিন বালক কালীশঙ্কর তাঁদের বাড়ীতে এসে চেয়ারে না বসে ঘরের মেজেতেই থপ্‌ করে বসে পোড়লো সেই দিনই তিনি তাকে নিজের ভাবী

জামাতার আসনে বসিয়ে রেখেছিলেন ; সেইদিনই তিনি কালীশঙ্করকে কোলে নিতে গিয়েছিলেন, কিন্তু সে তাঁর কোলে যায়নি—মাসিমার কোলের মধ্যে মুখ ঢেকে বসেছিল। তারপর দেখলেন শিবানী পড়তে পড়তে হঠাৎ উঠে তার খেলার বাক্সটা খুলে একটা লোহার শেকল বার করে ছুটে গিয়ে কালীর গলায় পরিয়ে দিয়ে হাততালি দিতে দিতে হেসে 'এটা আমার মালা', ব'লেই ঘর থেকে একদৌড়ে পালিয়ে গেল ; কালী কিন্তু মুখ খানা গম্ভীর করে বসে রইল।

তখন কালীর বয়স দশ—শিবানী মাত্র সাত বছরের মেয়ে। শিবানীর শৈশবের ঐ অদ্ভুত আচরণটি সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ ক'রে শৈবলিনী তাঁর চিঠিতে লিখে কালীশঙ্করের জননী সুবাসিনী দেবীকে জানিয়ে রেখেছিলেন—লিখেছিলেন, "কালীশঙ্কর আমার ভাবী জামাতা—এই আমার বাসনা আর সেই বাসনা পূর্ণ করতে আপনি যেন কোনদিন আপত্তি তুলবেন না" —ইত্যাদি। এই চিঠির জবাবে সুবাসিনী দেবী তাঁব মৃত্যুর পূর্ব্বে কালীশঙ্করের হাতে একখানি চিঠি দিয়ে গিয়েছিলেন শৈবালিনীকে ; কালীশঙ্কর সে চিঠিখানা একটু বিলম্বে ডাকে পাঠিয়েছিল—তা' আমরা জানি।

যাইহোক, কালাশঙ্কর ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ভাল ক'রে বুঝে সুঝে নন্দলালবাবুর কন্যাকে বিয়ে করতে না পারার কারণ জানিয়ে বকুল-বাগানের বাড়ী থেকে বিদেয় নিয়ে সদনন্দবাবুর পরামর্শে সোজাসুজি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হোষ্টেলে এসে উঠলো। শৈবালিনী ও হরিনাথবাবু কালীশঙ্করের বাসা পরিবর্ত্তনের কথা শুনে তাকে নিজেদের বাড়ীতে আনবার জন্যে সদানন্দবাবুকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু সদানন্দবাবু আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন, সেটা ভাল দেখায় না, বিশেষত রাখাল রায় যখন আপনাদের আত্মীয় ; তা' হ'লে কালীর কপালে অনেক নিন্দের বোঝা চাপবে। নানান্ জায়গা থেকে কালীশঙ্করের বিয়ের সম্বন্ধ যে আসছিল সে কথা অনুসন্ধান ক'রে শৈবলিনী জেনে নিলেন—কালীর মুখেও শুনলেন। কিন্তু শিবানী যে কালীর বাগদত্তা একথাটা তিনি বা তাঁর স্বামী ভুলতে পারেননি।

সুতরাং পাত্রটা হাতছাড়া হ'য়ে যাবে কিনা ভেবে অস্থির হ'য়ে পড়লেন। তারপর শৈবলিনী যে দিন শুনলেন তাঁদেরই আত্মীয় ধনী এ্যাডভোকেট ও তাঁর স্ত্রী কালীশঙ্করকে ইউনিভারসিটী কলেজ থেকে নেমন্তন্ন করে ডেকে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে রাত একটা পর্য্যন্ত বিয়ের দেনা-পাওনা, বিলেতের অক্সফোর্ডে পড়ার ব্যয় ইত্যাদি বিষয়ে কথাবার্ত্তা কয়ে শুধু সদানন্দবাবুর মতের অপেক্ষায় আছেন সে দিন তাঁর মনের মধ্যে ঝড় ব'য়ে গেল। স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে সদানন্দবাবুকে চিঠি লিখে আনিয়ে সমস্ত বিষয় ভাল করে জানিয়ে কালীর মায়ের চিঠিখানা পড়ে শুনিয়ে শিবানীর বিয়ের ঠিক করে ফেললেন। কালীশঙ্কর নায়েব মশাই সদানন্দবাবুকে জিগ্যেস করলো, নায়েব কাকা, এ অবস্থায় আমার কি করা উচিৎ? নায়েব মশাই বল্‌লেন, মায়ের আদেশ পালন করবে—এই তোমার কর্ত্তব্য। তবে একটা সত্য কথা বলবে? কালী—কি বলুন। নায়েব—তুমি কি এ্যাডভোকেট ভদ্র লোককে কোন কথা দিয়েছিলে? কালী—না, কোন কথাই আমি দিইনি; ওঁর মেয়েকে কোন দিন চোখেও দেখিনি। নায়েব—তবে ঠিক আছে। এ সংসারে প্রত্যেককে সন্তুষ্ট করা যায় না—একজনকে সুখী করতে গেলেই অপরের দুঃখ হয়! কাজেই যার প্রতিকার নেই তা' সহ্য করতেই হবে। যাইহোক্, কালীশঙ্করের সঙ্গে শিবানীর বিয়ে হয়ে গেল! আর শিবানী বিয়ের পরে কালীকে প্রথমেই বলে বস্‌লো, আমার এ্যাতো সুখ সইবে তো? বড় ভয় করছে যে।

সত্যই, ছায়া পূর্বগামিনী —"কামিং ইভেণ্ট্‌স্ কাষ্ট দেয়ার স্যাডোজ বিফোর"!

আট

বিশ্ববিখ্যাত জ্যরম্যান কবি গেটে লিখেছেন "লাইফ ইজ এ্যাক্‌সন, নট্ কন্‌টেম্‌প্লেশন," কিন্তু তাঁর এই বাণী সর্ববাদিসম্মত বলে মনে

হয় না। কাজের আগে চিন্তা আসবেই, না হলে কাজ হতে প্যারে না। তাই মনসা চিন্তয়েৎ কর্ম্ম। কর্ম্ম করতে গেলেই চিন্তা ক'রতে হবে। সুতরাং সেই চিন্তাকে কাজের অংশ থেকে বাদ দেওয়া যায় না; অর্থাৎ চিন্তাটাও কাজের মধ্যে পড়ে। দর্শন বা মনোবিজ্ঞানের বাঁধা-ধরা নিয়মে বিচার করতে গেলে দেখা যায় জীবনটা সর্ব্বসময়ে—সর্ব্বাবস্থায় কর্ম্মময়। কাজেই জ্যারম্যান কবির উক্ত বাণীটি সত্যবলে সর্ব্বান্তঃকরণে মেনে নেওয়া যায় না; তবে এর জাসটিফিকেশন শুধু মেফিসটোফেলিসের কথা! অবশ্য আমরা তাঁর ভুল ধরতে চাচ্ছি না। শুধু বল্‌তে চাই, কারলাইলের কথা—লাইফ ইজ ওয়ার্ক অর্থাৎ জীবন কর্ম্মময়। তবে কর্ম্মের মধ্যে পার্থক্য আছে, তাই আমরা বলি সুকর্ম্ম ও কুকর্ম্ম বা দুষ্কর্ম্ম আর এই 'সু' ও 'কু' এর সংঘর্ষ চলে আসছে পৃথিবীর আদিমকাল থেকে। কিন্তু এই সু বা কু স্বভাবজাত। সুতরাং মানুষের চিন্তাধারা স্বভাবানুসারেই বয়ে থাকে। তবে একটা কথা—মানুষ চিন্তা করে, কিন্তু পশু চিন্তা করে না! "আর্ক্‌স্ কেয়ার দি ক্রেপ্‌ফুল বার্ড ? ফ্রেট্‌স্ ডাউট্ দি মক্র্যাম্‌ড্ বীষ্ট ?" পশু বা পাখী পেট্ ভরলেই ঘুমিয়ে পড়ে—চিন্তার ধার ধারে না; কিন্তু মানুষ চিন্তা করে। তবে কারও সুচিন্তা—কারও বা কুচিন্তা, আর সু'ও কু'র ফলাফল ভেবে জন্মলাভ ক'রে দুশ্চিন্তা। চোর, জোচ্চোর, লম্পট, শয়তান প্রভৃতি দুষ্ট লোকেরা চিরদিনই কুচিন্তা নিয়ে কাল কাটায় আর যোগী, সাধু, ধার্ম্মিক, সত্যবাদী প্রভৃতি সৎলোকেরা সুচিন্তায় সময়ের সদ্ব্যবহার করেন।

আমাদের পরিচিত রাখালদাস রায় শুধু কুচিন্তায় সময় কাটিয়ে চলেছেন। তিনি ভেবেছেন এ পৃথিবীতে যেন তিনি 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' ক'রে এসেছেন, কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তো উঠে গেল! তবুও রাখালরায়ের জ্ঞান হোলো না। নবছরে যার জ্ঞান না হয়, তার নব্বুই বছরেও হয় না।

রাখালরায় সকালে উঠে তার সূর্য্যপুরের বাড়ীর বৈঠকখানায় বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল, এমন সময় রামচরণ চক্রবর্ত্তী এসে চেয়ারে

বসে বল্লে, কি ভাব্ছো, রায় ? জমিদারবংশ তো ধ্বংস ক'রে এনেছ। কালীশঙ্করের এখন যা' আছে তাতো অতি সামান্য। বাস্তু,ভিটে, শ'দেড়েক বিঘে ধানজমি, দীঘিটা আর গোটা চার পাঁচ আম কাঁঠালের বাগান। আবার শেষে দীঘিটার মাছও লুট্ করালে! যাই বল, রায়, তোমার বাহাদুরী আছে!

রাখাল—কি বাহাদুরী দেখ্লে ?

রামচরণ—এখনি জানতে পারবে, গ্রামের একদল লোক এখনি তোমার কাছে আস্ছে। তুমি চৌধুরীদের দীঘির মাছগুলো লুট করালে ? বড্ড বড়াবাড়ি!—এ্যাতো ভাল নয় ?

রামচরণের কথা শেষ হ'তে না হ'তে কালীশঙ্কর একদল ছাত্রের সঙ্গে সদানন্দবাবুকে সঙ্গে করে রাখালরায়ের বৈঠকখানায় হাজির হোলো। কালীশঙ্কর প্রথমেই বল্লে দাঁড়িয়ে থেকে, প্রণাম, রায় কাকা!

রাখাল রায়—এই যে, বাবা কালীশঙ্কর, আশীর্ব্বাদ করি। বিয়ে করেছো শিবানীকে—প্রোফেসর হয়েছ—ছেলে মেয়েও দুটী হয়েছে। খুব ভাল। তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ ? বোসো, বাবা; নায়েব মশাই, বসুন। রাখাল রায় ব্যবহারে পাকা—কেউ ধরতে পারবেনা তার আসল রূপ!

কালীশঙ্কর—বস্বার দরকার নেই—আমি এখনি যাবো। আপনাকে একটা কথা বল্তে এসেছি।

রাখাল—বল, বাবা, কিকথা!

কালী—আপনি অন্ততঃ তিরিশখানা গাঁয়ের লোককে ক্ষেপিয়ে দীঘির মাছ লুট করিয়েছেন—কেন ? প্রায় পাঁচ হাজার লোক জলে নেমে জাল-পলো-কোঁচ দিয়ে কমপক্ষে হাজার মণ মাছ ধরে নিয়ে গিয়েছে।

রাখাল—এ মিথ্যে কথা! ক'টাকার মাছ ফেলেছিলে ?

সদানন্দ—এ ফেলা মাছ নয়; বর্ষায় সব পুকুর ভেসে যাওয়ায় বড় বড় মাছ এসে দীঘিতে ঢুকেছিল—আধমণ—পনের সের—দশ সের;

পাঁচসেরের কম ছিল না। এমন সব মাছ আপনি হুকুম দিয়ে জোর করে লুট করিয়ে দিলেন! কেন বলুন তো?

রাখাল—ছাখো, কালী, মাছগুলো তোমাদের পয়সায় কেনা নয়—উট্‌কো মাছ বাইরে থেকে ভেসে এসেছে—তাই বলে কয়ে ডেকে ডুকে গরীবদের খেতে দিলাম—এতে অপরাধ কি?

কালীশঙ্কর—রায় কাকা, আপনি দাতাকর্ণ! শৈশব থেকে দেখে আস্‌ছি বরাবর বাবার মোসাহেবী ক'রে এসেছেন—এখনও মোসাহেবিয়ানা! বাবাকে ভয় দেখিয়ে আমার জীবনের বিনিময়ে লাখ টাকা আদায় করেছেন; তা বাদে জাল করে সমস্ত তালুক আত্মসাৎ করেছেন—বাবাকেও প্রাণে মেরেছেন, এখনও আপনার নজর বাকিটায়— ভাবছেন, কি করে সব নিয়ে আমাকে 'পপার' ক'রে ছেড়ে দেবেন—তাই না?

রাখাল—তুমি কি এইসব প্রলাপ বকার জন্যে কলকাতা থেকে ছুটে এসেছ? গেট আউট, আই সে।

কালীশঙ্কর—একেবারে গেট আউট! কাউয়ার্ড! আঁতে ঘা লেগেছে তাই দপ্‌ করে জ্বলে উঠেছেন! কিন্তু একদিন থপ্‌ ক'রে নিভ্‌তে হবে। সত্য একদিন মাথা চাড়া দিয়ে উঠবেই!

রামচরণ—ঠিক বলেছ, কালীশঙ্কর!

রাখাল—তুমি কি বল্‌তে চাও, চক্কোবর্ত্তী?

রামচরণ—পরে বোলবো—ধীরে ধীরে—আস্তে আস্তে, এখন নয়—এদের সাম্‌নে নয়; তারপরই কালীশঙ্করের দিকে তাকিয়ে বললেন, কালী, তুই বাবা, এখন যা; বিষবৃক্ষ একদিন ফলবেই।

কালীশঙ্কর রামচরণকে প্রণাম করে সকলকে নিয়ে চলে যেতে যেতে বল্লে, ট্রুথ উইল আউট সুনার অর লেটার।

রাখাল—এ্যাতো লোকের সাম্‌নে অপমান ক'রে গ্যালো! তুমিও উস্‌কে দিলে। আমি ওকে জেলে—একেবারে আন্দামানে পাঠাবো।

রামচরণ—তুমি তা' পার, রায়! তোমার হিম্মৎ আছে, আমিও তোমার পাল্লায় পড়ে মহাপাপ করেছি; এখন থেকে সেই পাপের

প্রায়শ্চিত্ত করে যাবো। এই বলে রামচরণ চক্রবর্ত্তী প্রস্থান করলেন।

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই তিন নিয়ে মানবজীবন। ভূত—যা গত হয়েছে—তা' ভেবে মাথা খারাপ করে কোন লাভ নেই। গতস্য শোচনা নাস্তি! কিন্তু মানুষ বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্যস্ত। শিক্ষা, দীক্ষা, বিয়ের বাঁধন, গ্রাসাচ্ছাদন, প্রসাধন, গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের এলাকায় আছে। কালীশঙ্কর ফিলজফিতে এম-এ পাস করে এক্সপেরিমেণ্ট্যাল সাইকোলজীতে রীসার্চ্চ করছিল। প্রোফেসারী ও রীসার্চ্চ স্কলার্শিপে যে টাকা পেতো তাতে কালীশঙ্করের সংসার স্বচ্ছন্দে চলে যেতো। এর ওপর তার দেশের বাড়ী থেকে চাল-ডাল, তরী-তরকারী ও মাঝে মাঝে মাছ সদানন্দবাবু নিয়ে আসতেন। সুতরাং কালীশঙ্করের সংসারে বিশেষ কোন অভাব ছিল না। শিবানী আগে দেশের বাড়ীতেই থাক্তো; পিতামাতার মৃত্যুর পর দিনকতক হোলো বাপের বাড়ী এসে ছিল স্বামীর সঙ্গে। কালীশঙ্কর কর্ত্তব্যকর্ম্ম ঠিকভাবেই করে যায়, তবে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান নিয়ে সে গভীর ভাবে চিন্তা করে। তার চিন্তাশীলতার আতিশয্য দেখে শিবানী একদিন প্রশ্ন ক'রে বোস্‌লো, তুমি এ্যাতো কি ভাবো বলতো? কালী—শুধু তোমাকেই ভাবি—তার বেশী না।

শিবানী—তোমার ঠাট্টা রাখো, মনের কথাটা খুলে বল।

কালী—সত্যিই তোমার কথা ভাবি! তোমার বিয়ে, তোমার ভালবাসা, তোমার ছেলে, তোমার মেয়ে, তোমার বি-এ, পাস, তোমার গিন্নেপণা, তোমায় চাকরী করতে না দেওয়া এ্যাণ্ড সো অন এ্যাণ্ড সো ফোর্থ। সুতরাং আমার সবকিছু তুমিময়।

শিবানী—তুমি তো বেশ শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে পার?

কালীশঙ্কর—ওটা একেবারে ভুল; বরং তার উল্টো।

শিবানী—তোমার হেঁয়ালী রাখো; লক্ষীটি, আসল কথাটা খুলে বল।

কালীশঙ্কর—তা'হলে আমার কথাটা নকল—তোমার পছন্দ হোলো না। তবে শোন আসল কথা—আশায় মরে চাষা। আমার

তো কিছু নেই! আমি বেনো জল—শ্বশুরের সম্পত্তি আমার আশা।

শিবানী—তবু বাজে কথা!

কালী—লোকের কথাটা বল্লাম। তাহলে আসল কথাটা শোনো, রাখাল রায় আমাকে শ্রীঘরে পাঠাবে—মানে একেবারে আন্দামানের সেলে বা জেলে!

শিবানী—এ্যাতোদূর আস্পর্দ্ধা! দীঘি লুট ক'রেও আশা মেটেনি। প্রতিবাদ করায় আঁতে ঘা লেগেছে?

কালী—তাই হবে!

শিবানী—এ্যাতো অধর্ম্ম সইবে?

কালী—ওতো মেয়েলি কথা! যারা অধর্ম্ম করে তারা সব সয়ে যায়; চোর চুরি করতে যাবার আগে মাকালীকে ডাকে—ভ্রষ্টা নারী দেহের লোভ দেখিয়ে কাজ হাঁসিল করে আবার সতীও সাজে—ভাড়াটে ভাড়া না দিয়ে নিরীহ বাড়ীওলার বুকে বসে দাড়ী ওপড়ায় অথচ ঠাকুর পূজো করে—ছাত্র মাষ্টারকে চাতুরীর জালে ফেলে উস্তোন ফুস্তোন ক'রে মারে আর ধর্ম্ম ও আইনের দোহাই দেয়। আবার মাষ্টারও ছাত্রকে ভুল শিখিয়ে বোকা বানিয়ে মাইনে নেয় আর টিউশন বজায় রাখ্‌তে ঠাকুরকে ডাকে। থিংস্‌ আর নট্‌ হোয়াট দে সীম! এ সবের বিচার অবশ্য হয়—তবে বিলম্বে। এখন ভাবছি তুমি আমার গলায় লোয়ার মালা পরিয়ে ভুল করে বসেছ!

শিবানী—এই ভুল যেন আমি জন্ম জন্ম ধরে করে যেতে পারি!

কালী—তবে তাই কর!

শিবানী—হ্যাখো, ললিতার আজ বাসি বিয়ের দিন; তুমি সকলের সঙ্গে বসে নেমন্তন্ন খেতে যেও না। তোমায় ওরা সবাই ডাক্‌বে—তুমি যেও না।

কালী—কারণ?

শিবানী—আছে। তুমি নীচেয় খেতে যেয়ো না।

শিবানীর কথা শেষ হতে না হতে কালীশঙ্করের ডাক্ পোড়লো। ললিতার ছোট বোন নমিতা এসে বললে, জামাইবাবু, আপনাকে সবাই ডাক্‌ছে; নীচেয় খেতে আসুন।

শিবানী নমিতাকে বল্‌লে, ঠাকুরকে এঘরে খাবার দিতে বল্‌গে যা। শিবানীর কথায় নমিতা নেমে গেল। কিন্তু মিনিট তিনেক পরেই ললিতার মা—রাখাল রায়ের শ্যালিকা—অন্নদাসুন্দরী এসে বল্লেন, কালীশঙ্কর, নীচেয় জামাইরা বসে রয়েছে; তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। এসো, বাবা, খাবে এসো।

কালীশঙ্কর অন্নদাসুন্দরীর কথা আর ঠেলতে পারলো না—শিবানীও অবস্থা বুঝে চুপ করে রইলো। সুতরাং কালী শিবানীকে 'কোন ভয় নেই' বলে আশ্বাস দিয়ে নীচেয় ডাইনিং হলে গিয়ে দাঁড়ালো—দেখলো সবাই অপেক্ষা করছে।

কালীশঙ্কর সকলের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করেই বুঝতে পারলো তাকে অপমান করবার জন্যেই নীচেয় আহ্বান করা হয়েছে। সে মনে মনে একটা আতঙ্কও পোষণ করছিল। যাইহোক, সে তার নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করবামাত্র একরকম চাপা হাসির শব্দ উত্থিত হোলো। তারপর কুটুম্বদের এক একজন এক একটী প্রশ্ন তুলে কালীশঙ্করের মনে আঘাত দিতে লাগলো। তাঁদের মধ্যে একজন খোলাখুলি ভাবে বল্লেন, আপনিও জামাই অথচ আপনার খাবার কলার পাতায় আর জল মাটীর গেলাসে; কিন্তু অন্য জামাইদের জন্যে থালা-গেলাস-বাটী সব রূপোর—আসনও সুন্দর!

এই কথাগুলো বলার ঢঙে হাসির রোল উঠলো আর তাতে কালীর মুখখানা রাঙা হয়ে গ্যালো! তবে কালী জবাব দিল—বল্লে, চেনা বামুনের আবার পৈতে! আর কলার পাতা—মাটীর গেলাস তো সোণার পাত্র! এই তো আমার মনে হয়। 'দি মাইণ্ড ইজ ইট্‌স ওন্ প্লেস এ্যাণ্ড ইন্ ইট্‌সেল্‌ফ ক্যান মেক এ হেভ্‌ন অফ হেল এ হেল্ অফ হেভ্‌ন'; তবে আমার শ্বশুর শাশুড়ী বেঁচে থাক্‌লে হয়তো আলাদা ব্যবস্থা হোতো!

কালাশঙ্করের জবারের পর আর কেউ ট্যাঁ ফুঁ কোরলো না। সকলেই খাওয়ায় মন দিল। কালী খেতে খেতে পাশের লোককে জিজ্ঞাসা কোরলো, রায়কাকাকে দেখছিনা কেন ? তিনি কি আসেন নি ?

দ্বিজেন জবাব দিল, মেসো মশাই একটা কাজে বেরিয়েছেন, পরে এসে খাবেন।

তারপর সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ হোলে আচমনকালে কালীশঙ্কর দেখতে পেলো একদল পুলিশ সঙ্গে করে তার রায়-কাকা গৃহে প্রবেশ কোরলো। রাখালরায় ও পুলিশ দলের যুগপৎ আবির্ভাবে কালীশঙ্করের মন বিষাক্ত হয়ে পোড়লো আর শিবানীর হৃদয় আতঙ্কে ভরে উঠলো।

আঁচিয়ে কালী ওপরে উঠতে যাচ্ছিল ; সিঁড়ির দু'তিন ধাপ উঠতে পুলিশ অফিসার রাখাল রায়ের ইসারায় কালীশঙ্করকে আহ্বান করে বল্লেন, আপনারই নাম কি কালীশঙ্কর চৌধুরী ?

কালী পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে উত্তর দিল, আজ্ঞে হাঁ। আগে চৌধুরীর সঙ্গে একটা প্রীফিক্স ছিল 'ঘোষ' ; এখন সেটা অবসোলিট্।

পুলিশ—আপনি যাবেন না—আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে।

কালী—ওয়ারেণ্ট ? কিসের ? এই বলে কালীশঙ্কর পুলিশ অফিসারের সামনে এসে দাঁড়ালো। পুলিশ অফিসার বল্লেন, আপনার বিরুদ্ধে তিনটী চার্জ্জ আছে। প্রথম ও প্রধান চার্জ্জ—পুলিশের গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপের ফলে পুলিশ কমিশনার আহত ; দ্বিতীয় চার্জ্জ—মিঃ রাখালদাস রায়ের নামে জাল দলিল তৈরী করে বহুটাকার দাবী করা ; আর তৃতীয় চার্জ্জ—মিঃ রায়ের দীঘির মাছ বহু গ্রামের লোক দিয়ে লুট করানো —দীজ আর অল ইনক্লুডেড ইন দি ওয়ারেণ্ট—এই দেখুন। তিনটী চার্জ্জের জন্যে মোট চোদ্দবছর দীপান্তর। অবশ্য 'হিয়ারিং হ'য়ে 'অর্ডার' হবে! সো ইউ আর আণ্ডার এ্যারেষ্ট। কালীশঙ্কর যেন আকাশ থেকে পোড়লো! শিবানী ভীতিসঙ্কুচিত হৃদয়ে দাঁড়িয়ে ওপর থেকে সব দেখছিল—শুনে কাঁদতে লাগ্লো।

আত্মীয়কুটুম্বেরা কালীশঙ্করের মুখের অবস্থা নিরীক্ষণ ক'রে বক্রূপের হাসি হেসে যেন তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলছিল—আর আমাদের

মনে হচ্ছিল নির্ম্মম-নিষ্ঠুর-বিবেকশূন্য-হৃদয়হীন-ধর্ম্মজ্ঞানহীন ধর্ম্মযাজক-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রজ্জ্বলিত চিতার লেলিহমান অগ্নিশিখার সামনে বহুশত্রুমিত্রপরিবেষ্টিত অবস্থায় দণ্ডায়মান যেন স্বয়ং রোজার বেকন!

ঠিক এই সময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে দাঁড়ালো রাখাল রায়ের ছেলে দুর্গাদাস রাম চরণ চক্রবর্ত্তীকে সঙ্গে নিয়ে! শিবানী ও কালীশঙ্কর দু'জনকে দেখে কতকটা সান্ত্বনা পেলো।

রামচরণ চক্রবর্ত্তী এসেই পুলিশ অফিসারকে বল্লেন, আপনাদের এই ওয়ারেণ্ট সাজানো মিথ্যা—এটা রাখাল রায়ের শেষকামড়।

রাখাল—ত্যাখো চকোর্ত্তী, পুলিশের সামনে আমাকে যা' তা' বোলোনা—তোমার ভাল হবে না।

রামচরণ—আমার মন্দ ক'রবে? কোরো! তবু ন্যাড়া আর বেলতলায় যাবে না।

দুর্গাদাস—দেখুন, সার, আপনাদের কাজে একটা মারাত্মক ভুল আছে। কালীশঙ্কর কোন দোষে দোষী নয়।

পুলিশ—আপনি কে?

দুর্গা—আই এ্যাম্ হোয়াট আই এ্যাম্—দী আন্‌ফরচুনেট্ সন্ অফ্ এ্যান্ আন্‌ফরচুনেট্ ফাদার!

পুলিশ—ও আই সী! কিন্তু পুলিশের গাড়ীতেবোমা ফেলা—পুলিশ কমিশনার আহত—এ অপরাধ অমার্জ্জনীয়—এতেই ইমিডিয়েট ট্রান্সপোর্টেশন অর্ডার হয়েছে; আই মাষ্ট ডু মাই ডিউটি। তবে আপনারা 'প্রোটেষ্ট' করতে পারেন। কিন্তু বুঝতে পারছিনা পুত্র হ'য়ে পিতার বিরুদ্ধে কথা বলছেন কেন?

দুর্গা—বল্‌ছি কর্ত্তব্যের খাতিরে; পিতার মাথার ঠিক নেই তাই।

রাখাল—বি,এ, পাশ করেও আকাট মুখ্যু! ছেলের কথা ছেড়ে দিন, স্যার। রাক্ষস ইন্দ্রজিতের যে জ্ঞান ছিল এর তাও নেই।

দুর্গা—বাবা, ইন্দ্রজিৎ ছিল রাক্ষস; কাজেই আসুরিক ধর্ম্মানুযায়ী

কাজ সে করেছিল। —পিতার লাম্পট্য সমর্থন করেছিল—পতিগতপ্রাণা সীতার লাঞ্ছনা—অপমান—নির্য্যাতন স্বচক্ষে দেখেও নীরবে সহ্য করেছিল —সত্যিকার বি,এ, ডিগ্রী নিলে কখনই পারতো না—ঘোরতর প্রতিবাদ জানাতো—দরকার হলে পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কোরতো। মানুষ কখনও অমানুষের অন্যায়—অনাচার—অত্যাচার মুখবুঁজে সহ্য করতে পারে না তা' সে পিতাই হোক্ আর পুত্রই হোক্। রাণা রায়মল্ল লম্পট পুত্র জয়মল্লের হত্যাকারী রাও সুরতনকে ধন্যবাদের সঙ্গে পুরস্কার দিয়েছিলেন,—রোমের ব্রুটস অপরাধী পুত্রকে ঘাতকের হাতে তুলে দিয়েছিলেন; আট বছরের ছেলে প্রহ্লাদ নিষ্ঠুর পিতা হিরণ্যকশিপুর জ্ঞানচক্ষু ফোটাতে চেষ্টা করেছিল কায়মনোবাক্যে সদুপদেশ দিয়ে; কিন্তু ভুবি ভোলবার নয়! সুতরাং চরমাবস্থায় ভগবান স্বয়ং সুকৌশলে অলৌকিক উপায়ে তার ধ্বংসসাধন করলেন নৃসিংহমূর্ত্তিতে! মনুষ্যত্ব যার আছে সে সত্যকে সত্য বলেই স্বীকার করবে— এ চিরন্তন সত্য! ম্যান্ মাষ্ট্ কল্ এ স্পেড্ এ স্পেড্।

কালীশঙ্কর একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বল্লে, ভাই, দুর্গাদাস লেট্ মি ইল্ড টু ফেট—আমি চলি; তোমরা আমার স্ত্রী আর ছেলে মেয়ে দুটোকে দেখো। অবশ্য আর্থিক সাহায্য দরকার হবেনা; সদানন্দ কাকাকে টেলিগ্রাম করে দাও। রামচরণকাকা, আপনাকে কিছুই বলবার নেই; শিবানীকে হয়তো গ্রামের বাড়ীতে গিয়ে থাক্‌তে হবে। আপনি তাকে মেয়ের মতই দেখবেন জানি। শেষে রাখলরায়কে লক্ষ্য করে কালীশঙ্কর বল্লে, তারপর আর কি বাকি, ইণ্ডিয়্যান ম্যাকিয়াভেলী? একটা কিংবদন্তী আছে মেয়ে মহলে "তোর শীল, তোর নোড়া, তোরই ভাঙি দাঁতের গোড়া"—দীঘিটাও তা'হলে আপনার? চমৎকার! তবে চৌধুরী বংশের দাঁত আর রাখেন নি—প্রায় সবই ভেঙে ফেলেছেন! আপনি না পারেন এমন কিছুই নেই—আন্‌গ্রেটফুল রেচ্! —এ কাট্‌থ্রোট, —এ্যান্ এ্যাসাসিন—এ স্কাউণ্ড্রেল! —আপনি ন্যাশন্যাল ডিস্‌গ্রেস্! তবু আপনার মঙ্গল কামনা করি। কিন্তু আপনার বিচার একদিন হবেই! সেইদিন আপনি বুঝতে পারবেন ভগবান আছেন!

পরমুহূর্ত্তে রোরুদ্যমানা শিবানীর দিকে জলভরা চোখে তাকিয়ে কালী বল্লে, চলি, শিবানী ; আন্দামান যাবার আগে কারাগারে দেখা কোরো। ওয়েল, লেট আস্ গো—এই বলে কালাশঙ্কর পুলিশের গাড়ীতে গিয়ে উঠলো !

দশ

জঘন্য মিথ্যার বীজ বপন ক'রে রাখালরায় যে বিশাল মহীরুহ সৃষ্টি করেছে তার ফল যে এত শীগগির ফলবে তা কেউ ভাবতে পারেনি ! বিনাদোষে—বিনাপরাধে স্বামীকে কারাবাস বরণ করে নিতে হবে—এই ভেবে শিবানী ভয়ে ও বেদনায় অভিভূত হয়ে পোড়লো ! বাড়ীর সকলের সামনে মিথ্যাচার্জ্জের দাবীতে কালীশঙ্করকে রাখালরায় ধরিয়ে দিল পুলিশের হাতে ! তার প্রীতি নেই—মায়া নেই—মমতা নেই—কৃতজ্ঞতা নেই—ধর্ম্মজ্ঞান নেই ! শুধু আছে তার নিষ্ঠুরতা—নির্ম্মমতা—হৃদয়হীনতা। শিবানী স্বচক্ষে সবকিছু দেখলো—সবকিছু শুনলো ! তাই সে নিশ্চলা—নিস্পন্দা—অশ্রুবিহীনা—বাকশক্তিরহিতা ! বাড়ীর আত্মীয়-স্বজন রাখালরায়কে নিয়ে ব্যস্ত। ভোজনোপবিষ্ট রাখালরায়কে বেষ্টন করে বাড়ীর অনেকে গল্পের ছলে কালীশঙ্করের কথা নিয়ে মজলিশ বসিয়েছে।

শিবানীর খুড়তুতো ভাই ছোটকাকার ছেলে বিভূতিভূষণ কলেজে না গিয়ে ভাগ্নে দিলীপশঙ্কর ও ভাগ্নী প্রতিভাকে নিয়ে খেলা করছিল—উদ্দেশ্য তাদের ভুলিয়ে রাখা—অর্থাৎ কালীশঙ্করের বিপদের কথা জানতে না দেওয়া। ললিতা এ্যাতক্ষণ জামাইবাবুর অর্থাৎ কালী-শঙ্করের ওপর রাখাল রায়ের জাতক্রোধের কথা ভেবে অস্থির হয়ে পড়েছিল—কি করবে ঠিক করতে না পেরে বসে বসে চোখের জল ফেলছিল। সে জানতো শিবানীর জন্যে এ বাড়াতে কেউ ভাবে না। হঠাৎ শিবানীর দিকে তাকিয়ে দেখলো সে একভাবে দাঁড়িয়ে আছে আড়ষ্ট হয়ে ; তাকে দেখে সে ছুটে দিলীপ শঙ্করকে কোলে নিয়ে

গিয়ে দিদির কোলে তুলে দিল—শিবানী ছেলেকে পেয়ে বুকে করে কেঁদে উঠলো—সর্ব্বহারা যেন অকুলপাথারে ভেলা দেখ্‌তে পেলো!

এগার

কালীশঙ্করকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পরেই শুনানার তারিখ পোড়লো—স্পেশাল ট্রাইবিউন্যাল'এ বিচার হোলো—কালীশঙ্কর কাউনসেল দিতে নিষেধ কোরলো—বিচারকের অনুমতি সত্বেও নিজেও কিছু ডিফেন্সে বললে না—জঁপল সারত্রের এগ্‌জিষ্টেন্‌সিয়্যালিজম্‌ আঁকড়ে ধ'রে রইলো—একা—পরিত্যক্ত—সহায়হীন অবস্থায় নৈরাশ্য-সাগরে গা ভাসিয়ে দিল—ইণ্ডিয়্যান পেনাল কোডের নির্ম্মমশাস্তি—চোদ্দবছর দীপান্তর—সে বিনাদোষে মাথা পেতেই নিল!

যথাসময়ে শিবানী বিচারকের অনুমতি নিয়ে স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে গেল কারাগারের মধ্যে। সদানন্দ সরকার তার সঙ্গে এসেছেন। শিবানীর চোখদুটি জলে ভরা—স্বামীর অবস্থা দেখে অশ্রুধারা গণ্ডদেশ বয়ে পড়তে লাগলো। কালীশঙ্কর নির্ভীক মনে প্রশান্তচিত্তে বলতে লাগলো, একি শিবানী! তুমিও কাঁদছো? কিন্তু তোমার ভেঙ্গে পড়া উচিত নয়; বি-এ পাস করেছ—বুঝে দেখো—এটা একটা ভীষণ ষড়যন্ত্রের ফল। ভয় করলে তো চলবে না—ধৈর্য্য ধর। ইউ মাষ্ট বি পেশ্যান্স ইনকারনেট্‌।

শিবানী বললে, ভয় আমি করিনে—সয়েও তো আছি! তবে ভরসা আমার কোথায়? বল্‌তে বল্‌তে চোখের জলে বুক ভেসে গেল।

কালী—ভরসা তোমার ছেলে দিলীপ—তাকে মানুষ করে তুলবে। যথা সময়ে আমিও ফিরে আসবো। এই কটা বছর বৈত নয়! দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

"ও উওম্যান ইন্‌ আওয়ার্স অফ ইস্‌
আনসারটেন কয় এ্যাণ্ড হার্ড-টু-প্লীজ;

হোয়েন পেন এ্যাণ্ড এ্যাঙ্গুইশ রিং দি ব্রাউ,
এ মিনিষ্টারিং এন্‌জেল্‌ দাউ!"

তারপর ঘড়িরদিকে তাকিয়ে বল্লে,—আর সময় নেই, এইবার এসো। কিন্তু খুব সাবধান! শয়তান রাখাল রায়ের চক্রান্তে আজ আমরা বিপন্ন—সর্ব্বস্বান্ত; কিন্তু এ বিপদ কেটে যাবে—সত্য প্রকাশ পাবেই।

"সত্য হেথা রুদ্ধশ্বাসসম, যদিও তা
একদিন উঠিবে গর্জ্জিয়া গম্ভীর জীমূতনাদে।"

এই কথাগুলি শেষহবামাত্র প্রহরী বন্দীর কারাগারের দরজা বন্ধ করে দিল আর শিবানী সাশ্রুনয়নে ধীরে ধীরে কারাগার থেকে বা'র হয়ে সদানন্দ বাবুর সঙ্গে চলে এলো। দৃশ্য বড়ই হৃদয়বিদারক! সূর্য্য আস্তে আস্তে বিদায় নিল পৃথিবীর বুক থেকে—ঘনিয়ে এলো রাতের গাঢ় অন্ধকার—চোখের জলে ভেসে গ্যালো পৃথিবীর বুকের বসনখানি!

বারো

শিবানী পুত্র ও কন্যাকে নিয়ে তারিণীপুরে এসেছে—সদানন্দবাবু তাদের দেখাশুনো করে থাকেন।

কালগতি ও বারিস্রোত কারও জন্যে অপেক্ষা করে না; তারা আপনমনে নিজের নিজের কাজ করে যায়। সুতরাং দেখতে দেখতে কাটিয়ে দিলো শিবানী ছ'টা বছর এক-দুই-তিন-চার করে দিন গুণতে গুণতে!

দিলীপশঙ্কর এখন দশ বছরের ছেলে—তারিণীপুর হাইস্কুলের নবম শ্রেণীতে পড়ে;—প্রত্যেক বছর সে প্রথম স্থান অধিকার করে ক্ল্যাশ প্রমোশন পায়। তার মেধা ও কৃতিত্বের জন্যে সে তার মার কাছে ঋণী। মায়ের অধ্যবসায়—মায়ের সহিষ্ণুতা—মায়ের আত্মনির্ভরতা—মায়ের স্নেহ-প্রবণতা তার জীবনের আদর্শ—কর্ম্মের প্রেরণা—ধর্ম্মের উদ্দীপনা। যা'কিছু ভাল, যা'কিছু প্রিয়, যা'কিছু মধুর, যা'কিছু সুন্দর তার নজরে

পড়েছে ছোট্ট জীবনের পথে চল্‌তে চল্‌তে তা'ই মনে হয়েছে যেন তা'র মায়ের আদর্শপ্রণোদিত—তাতেই দেখতে পেয়েছে তার মায়ের রূপ, গুণ, লালিত্য, মাধুর্য্য, কমনীয়তা এবং আরও কত কী! কিন্তু যখনই সে কোন মন্দ বা অপ্রিয়, কুৎসিৎ বা বীভৎস, বস্তু বা ব্যক্তি দেখতে পেয়েছে তখনই তার মন বিদ্রোহ করে উঠেছে—সে বার বার প্রশ্ন করেছে তার মাকে সদুত্তরের জন্যে এই বলে, মা, ও লোকটা এত মন্দ কেন? ওদের ব্যবহারটা এত কুচ্ছিৎ কেন? ওরা এত হিংসা করে কেন? অমুকের হাবভাবটা এত বিশ্রী কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি। যাইহোক্, এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে শিবানীকে অনেক বেগ পেতে হয়েছে; কারণ পুত্র দিলীপশঙ্কর যে সাধারণ ছেলে নয়—সেটা তিনি স্পষ্টকরেই বুঝে নিয়েছেন। কাজেই সার উইলিয়াম জোন্সের মায়ের মতন তাঁকে অবশেষে বলতে হয়েছে—রীড এ্যাণ্ড ইউ উইল নো।

দিলীপশঙ্কর আজও বুঝতে পারেনি যে তা'র পিতা কালীশঙ্কর সুদূর আন্দামানের জেলে বন্দী হয়ে আছে। তার ধারণা যে তার বাবা বিদেশে চাকরী করতে গিয়েছে। সে ছাখে তার মাকে পাড়ার অন্য মেয়েদের সঙ্গে তুলনা করে। পাড়ায় সেন, বোস, মল্লিক, মুখুয্যে, চাটুয্যে, বাঁড়ুয্যে, সরকার প্রভৃতি পরিবারের মেয়েরা ভালভাল গয়না কাপড় প'রে বেশ ফিটফাট থাকে আর তার মার দু'হাতে দুটো শাঁখা ও বাঁহাতে একটা নোয়া এবং পরণে মিলের শাড়ী—তাও জীর্ণ—গ্রন্থিযুক্ত। মায়ের বসনাদির দীনতা ও হৃদয়ের উদাসীনতা দেখে দিলীপ শঙ্করের চোখদুটো জলে ভ'রে যায়—মনে পড়ে যায় তীব্র ভাবে তা'র পিতার অনুপস্থিতির কথা! তাই সে কাতর হয়ে প্রশ্নকরে শিবানীকে, মা, এপাড়ার ওপাড়ার সব মেয়েই কেমন ভাল ভাল গয়না কাপড় পরে আর তুমি এত হীনবেশে থাক কেন? পুত্রের এই প্রশ্নে শিবানীর চোখ দিয়ে শুধু ঝর ঝর করে জল পড়ে আর সে বলে, তুই বি,এ,তে ফার্ষ্ট হলে আমি ভাল কাপড় চোপড় পোরবো। চোখে জল দেখে দিলীপ শঙ্কর তার মাকে আর কোন প্রশ্ন করেনা, কারণ সে মায়ের দুঃখ বুঝে নিয়েছে। তাই সে নানান্ কথায় মাকে ভুলিয়ে রাখতে

চেষ্টা করে—কখনও হাসায়—কখনও রাগায়—কখনও ভয় দেখায় আবার পরক্ষণেই নিজে হো হো করে হেসে ফেলে মা'র গলাধরে বলে, এযে আমার তামাসা, মা! তুমি বুঝতে পারনা? দিলীপশঙ্কর খেলা করতে করতে সঙ্গীদের ব'লে হঠাৎ চলে যায় সোজাসুজি তাদের বাড়ীতে মা'কে দেখতে—মাকে এক ঝলক দেখেই চট্ করে ফিরে আসে তার খেলার জায়গায়। একদিনের একটা হাস্যকর ঘটনা দিলীপের মনে মায়ের কথা স্মরণমাত্র উদিত হয়। ঘটনাটী এই—দিলীপদের বাড়ীর পিছনেই একটি পুকুর আছে; ঐ পুকুরে তার মা রোজ সন্ধ্যায় কাপড় কাচতে যান। দিলীপের ইচ্ছা হোলো মাকে ভূতের ভয় দেখাবে—উদ্দেশ্য সন্ধ্যায় মার পুকুর ঘাটে যাওয়া বন্ধ করা; তাই সে বল্লে, মা, পুকুর ধারে পেয়ারা গাছটায় একটা ভূত আছে শুনেছি; তুমি কাপড় কাচতে সন্ধ্যে বেলা আর যেও না। এর উত্তরে তার মা হেসে বল্লেন, ও বুঝিছি! আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস? আমি ভূতকে ভয় করিনে—মানুষকেই আমার ভয়। দিলীপ জবাব দিলে, ভয় দেখাবো কেন, মা? যা শুনেছি তাই বল্‌ছি।

তারপর দু'চার দিন কেটে গেলে ফের একদিন মাকে দিলীপ বলে বোসলো, আচ্ছা মা, তুমি বেলায় বেলায় কাপড় চোপড় কাচতে যেতে পার না?

এর উত্তরে তার মা বল্লেন, কেন ভূতের ভয়ে?

কালী—না, ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।

মা—লাগলই বা, মরে যাব ভেবেছিস?

কালী—আমার ভয় হয়, মা! তুমি মরে গেলে আমরা কার কাছে থাক্‌বো—কোথায় যাব, মা? কে আমাদের দেখ্‌বে, মা? এই ব'লে সত্যি সত্যি দিলীপ কেঁদে ফেললো!

দিলীপের কান্না দেখে প্রতিভাও কাঁদতে লাগলো। পুত্র ও কন্যার কান্না দেখে তার মা আঁচল দিয়ে দুজনের চোখ মুছিয়ে দিয়ে বল্লেন, আমি মোরবো না রে! যা পড়তে যা, সন্ধ্যে হয়ে এলো; আমি পুকুর থেকে চট্ করে গা'টা ধুয়ে আসি।

দিলীপশঙ্কর পড়তে যাওয়ার ছুতো ক'রে একখানা বড় কাপড় নিয়ে মায়ের অজ্ঞাতসারে পুকুরঘাটের কাছে পেয়ারা তলায় গিয়ে দাঁড়ালো ; খানিক পরে মাকে দূর থেকে আসতে দেখে কাপড়খানা সর্ব্বাঙ্গে ঢাকা দিয়ে ছোট চতুষ্পদ জন্তুর মত পেয়ারা তলার পথে চলতে লাগলো। দিলীপের মা অন্যমনস্ক হ'য়ে চলেছেন, এমন সময় হঠাৎ কে যেন সামনে গা মুড়ি দিয়ে চলেছে দেখে একটু থমকে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করলেন, কে রে !—কে রে ! দিলীপ নিঃশব্দে সেই অবস্থায় ঘাটের পথে চলতে লাগলো—একটীও কথা বললে না দেখে শিবানী একটু ভয় পেলেন ; কিন্তু দাঁড়িয়ে আতঙ্কযুক্তস্বরে ফের শুধালেন, কে রে ! চারিদিক নীরব-নিস্তব্ধ ! অন্ধকার !—যেন বস্ত্রাবৃত একটা জন্তুর মত কি চলেছে ! দিলীপশঙ্কর কোন জবাব দিল না—চলতে লাগলো সোজা ঘাটের দিকে। শিবানীর গা ছম্ ছম্ করতে লাগলো—তিনি আর এক পাও অগ্রসর না হ'য়ে পিছিয়ে বাড়ীর দিকে গেলেন।

মা ভয় পেয়ে বাড়ী ফিরে গ্যালো দেখেই দিলীপশঙ্কর দৌড়ে অন্যদিক দিয়ে বাড়ী গিয়ে নিজের পড়ার ঘরে বোসলো বইখানা খুলে। বাড়ীতে প্রবেশ করবার সময় সে শুনতে পেলো তার মা'র আতঙ্কের উচ্ছ্বাস—তিনি বাড়ীর ঝি মতিয়াকে খিড়কীর পুকুরঘাটের পেয়ারা-তলার কথাটা ভীত হ'য়ে বলছেন এবং সেইসঙ্গে পুত্রের কথাটাও যেন স্বীকার ক'রে নিচ্ছেন। এই সুযোগে দিলীপ দ্রুতগতিতে সেখানে গিয়ে মাকে শুধালো—যেন সে কিছুই জানে না এমনভাবে—, কি হয়েছে, মা ? তুমি কি ভয় পেয়েছ ?

মা বললেন, তুই যা বলেছিলি তাই যে দেখতে পেলাম ! বড় ভয় হোলো শেষে, তাই আর ঘাটে যেতে পারলাম না।

দিলীপ বললে, খুব ভাল করেছ, মা, না গিয়ে ! ভয়ে আমার বুকখানা কাঁপছে ! পরক্ষণেই মাকে জিজ্ঞাসা কোরলো, তুমিও ভূতকে ভয় করলে, মা ? তুমি যে বলেছিলে ভূতটুত মাননা ? এখন কি হোলো ? এই ব'লে দিলীপশঙ্কর খিল্ খিল্ ক'রে হাসতে লাগলো আর এমনভাব দেখাতে লাগলো যেন সে কিছুই জানে না।

ওরে দুষ্টুছেলে, তুই আমাকে ভূতের ভয় দেখালি! এই বলে শিবানী হাসিমুখে দিলীপের গালে একটা মৃদু চড় দিলেন—মতিয়া হাসতে লাগলো।

তেরো

স্বভাব যায় না ম'লে ইল্লৎ যায় না ধুলে। যার যা স্বভাব সে তা' ত্যাগ করতে পারে না। অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি। তাই বোধ হয় এই পৃথিবীর নাম সর্ব্বংসহা; কারণ পৃথিবীকে মানুষের ভালমন্দ সবকিছু স্বভাব সহ্য করতে হয় আর তা পৃথিবীর গা'সওয়া হয়ে গ্যাছে। যখন কোন কিছু পৃথিবীর অসহ্য হয় তখনি বোধ হয় দেখা যায় ভূমিকম্প, সাইক্লোন, টরনেডো, টাইড্যাল ওয়েভ, ভল্‌ক্যানিক ইরাপ্‌সান্ ইত্যাদি। সেইজন্যেই মনে হয় পৃথিবীটা মরুভূমি—বৃক্ষ নেই, লতা নেই, গুল্ম নেই,—আছে শুধু অনন্ত বালুকা রাশি আর তারই মধ্যে মানুষ সঙ্গীহীন-বন্ধুহীন-সহায়হীন! মানুষের সম্বল শুধু চোখের জল! প্রচণ্ড উত্তাপে যখন চোখের জল শুকিয়ে যায় তখন দেহের রক্ত টগ্‌বগ্ করে ফোটে—চোখে তা' জমে ওঠে—মানুষ ক্রোধে অন্ধ হয়—ক্ষেপে যায়—অন্যায়ের প্রতিবাদ করে দেহমন দিয়ে। তাই বোধ হয় মন্দের পাশেই ভালো, আঁধারের পাশেই আলো, মিথ্যার পাশেই সত্য, অধর্ম্মের পাশেই ধর্ম্ম দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করে। তাই বোধহয় পুত্র দুর্গাদাস পিতা রাখালদাস রায়ের সব অন্যায়ের প্রতিবাদ জানিয়ে বিরুদ্ধাচরণ করে চলেছে। মানবপ্রকৃতি যতই হীন হোক না কেন তার মধ্যে স্বগীয় গুণের কিছু না কিছু উপাদান থাক্‌বেই। সার ওয়ালটার র‍্যালে তাই বলেছেন "হিউম্যান নেচার, হাউয়েভার ডিগ্রেডেড, মাষ্ট হ্যাভ সম এলিমেণ্ট অফ্ ডিভিনিটি ইন্ ইট্‌সেলফ্"। কিন্তু রাখাল রায়ের প্রকৃতি বিশ্লেষণ ক'রে দেখ্‌লে প্রতীয়মান হয়, ওকথা মিথ্যা—পাগলের প্রলাপ। সত্যি, রাখাল রায়ের মত শয়তান এ দুনিয়ায় খুব কম আছে; তার যেমন আকৃতি

তেমনি প্রকৃতি। রাখাল রায়ের চেহারায় এমন একটা ভাব আছে যা দেখলেই মনে হবে লোকটা শয়তান—মুখে-মধু-বিষে-ভরা। কেউ বলবে না যে রাখাল রায় সিংহের মত বিক্রমশীল —শার্দ্দূলের মত দুর্দ্দান্ত। যে কেউ তার প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করবে সেই তাকে তুলনা করবে জোঁক, উকুন, ইঁদুর, গোখ্‌রো, কেউটে, শকুনি প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণীর সঙ্গে। তাই রাখাল রায়কে নিঃসঙ্কোচে বলা যায়, চোর—জোচ্চোর—জালিয়াত—প্রতারক—বিশ্বাসঘাতক—গুণ্ডার সর্দ্দার! ভগবান যখন ফ্যারাওয়ের অত্যাচারে মিশরদেশকে ধ্বংস করেছিলেন তখন তাতে বাঘ-সিংহী দিয়ে পাঠান নি—পাঠিয়েছিলেন উঁই, ব্যাঙ্‌, ইঁদুর, উকুন, গোখরো, কেউটে, পঙ্গপাল প্রভৃতি জঘন্যজীব। রাখালরায় ঠিক তাই; জালিয়াতিতে সিদ্ধহস্ত—জীবনে অনেক দলিল জাল করে সে অনেকের সর্ব্বনাশ করেছে; কিন্তু কখনও কেউ তাকে সন্দেহ করেনি—ক'রতেও পারেনি—ধরতেও পারেনি। গিরিজাশঙ্করের ধনসম্পত্তি নানানরকম ফন্দী এঁটে অপহরণ করলে তো ঐ শয়তান রাখাল রায়! কিন্তু কেউ কি এতাবৎকাল তা জানতে পেরেছে? জমিদারের একমাত্র পুত্র কালীশঙ্কর আজ নির্দ্দোষ হ'য়েও অপরাধী—বন্দী; পৌত্র প্রায় নিঃস্ব—নিঃসহায়; পুত্রবধূ শিবানী তার সংসার-সাহারায় বুকবেঁধে ওয়েসিসের আশায় দাঁড়িয়ে আছে; কিন্তু এসবের মূলে রাখাল রায়ের শয়তানী। মীরজাফর বাঙ্‌লার মসনদের লোভে সিরাজের সর্ব্বনাশ ক'রে যেমন ভাবে নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই ডেকে এনেছিল রাখালরায়ও জমিদারীর লোভে গিরিজাশঙ্করের সর্ব্বনাশ ক'রে ঠিক তেমনিভাবে নিজের সর্ব্বনাশের পথ নিজের ঘরেই তৈরী ক'রে রেখেছে। রাবণের মৃত্যুবান রাবণেরই ঘরে! গাছে যথাসময়ে ফুল ফোটে—বৃষ্টি যথাসময়ে পড়ে—সূর্য্য যথাসময়ে ওঠে—কোকিল যথাসময়ে ডাকে—চোর যথাসময়ে ধরা পড়ে—পাপের ফল যথাসময়ে ফলে—জ্ঞানের উন্মেষ যথাসময়ে হয়—জন্ম যথাসময়ে হ'য়ে থাকে—মৃত্যুও যথাসময়ে ঘটে। সুতরাং আমরা যতই হাঁক পাঁক করিনা কেন যা' হবার তা' হবে যথাসময়ে—এর প্রতিরোধের ব্যবস্থা

মানুষের হাতে নেই—আছে শুধু ভগবানের হাতে। রাখালরায় একেতো নীচমন নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে; তার ওপর সঙ্গদোষে আরও অধঃপাতে গ্যাছে। বাবুর সঙ্গীরা কেউ তাড়াখোর, কেউ মদখোর, কেউ কোকেনখোর, কেউ বা বড়তামাক প্রিয়।

আমরা পূর্ব্বেই জেনে রেখেছি জমিদার গিরিজাশঙ্করের সরলতার ওপর সুযোগ নিয়ে নৃশংসভাবে তাঁকে সর্ব্বস্বান্ত করে যারা ধনশালী হয় তারা ভদ্রবেশ ধারী হলেও গুণ্ডা বা ডাকাত ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে এটাও ঠিক কয়লার খনিতেও হীরে পাওয়া যায়—গহনকাননেও ফুল ফোটে—বিষধরের মাথাতেও মণি মেলে—ভীষণ মরুতেও ওয়েসিস্ আছে—অকুল পাথারেও মুক্তা জন্মে। যখন মন্দের মধ্যেও ভালো দেখতে পাওয়া যায় তখন রাখালদাস রায়ের ছেলে দুর্গাদাস রায় যে সত্যবাদী ও ধর্ম্মপরায়ণ হতে পারে সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। হিরণ্যকশিপুর পুত্র যেমন মহাযোগী প্রহ্লাদ, রাখাল-রায়ের ছেলে দুর্গাদাস তেমনি ধার্ম্মিক, নীতিবিদ্ ও সত্যাশ্রয়ী।

"সাঁচ বরোবর তপ্ নহি ঝুট্ বরোবর পাপ;
যাকে ভিতর সাঁচ্ হৈ তাকে ভিতর আপ্।"—কবীরের এই পরম বাণীকে জীবনের সার বলে সে মনে করে। আর তার কন্যা সাধনা—যাকে আমরা বালুকাময়ী উপত্যকাভূমিতে খেলাঘর বাঁধতে দেখেছি—সত্যই মূর্ত্তিমতী সাধনা!

সেদিন ছিল রবিবার; রাখালরায়ের ছেলে দুর্গাদাস সকালের ট্রেণে কল্‌কাতা থেকে এসেছে। বাড়ীতে এসে মাকে প্রণাম ক'রে ভেতরে পিতার ঘরের কাছে গিয়ে দেখলো একটি জাঁকালো আড্ডাঘর! —ভেতরে সকলেই মাতাল, রাখালরায়ও ছিল মদে চুর হয়ে! পুত্র দুর্গাদাস পিতার টলটলায়মান অবস্থা দেখে ঘৃণায় ফিরলো—দেখা দিল না। তারপরই সে "পল্লীরক্ষা সমিতি"র অঙ্গনে গিয়ে দেখলো পূর্ব্বকথানুযায়ী ইস্কুলের ছাত্রবৃন্দ জড়ো হয়েছে। এই "পল্লীরক্ষা সমিতি" দুর্গাদাসের চেষ্টায় গঠিত ও গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত। দুর্গাদাস রায় নিজে এই সমিতির প্রেসিডেণ্ট আর সেক্রেটারী ক্লাশ

ইলেভন-এর একটি ছাত্র—নাম বিশ্বজিৎ চৌধুরী—জমিদার বংশের জ্ঞাতি পুত্র।

দুর্গাদাস—আচ্ছা, বিশু, কালীশঙ্করের লেখা গানটা কি তোমরা রীহার্শ্যাল দিয়েছিলে ?

বিশ্বজিৎ—সেটা তো তৈরী হ'য়ে গ্যাছে, কাকা।

দুর্গাদাস—আচ্ছা, প্রোসেশন নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় গানটা গেয়ে চলো। কিন্তু আমাদের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে ঐ গানটা গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত গাইবে। যদি কেউ এসে বাধা দেয় তাহলে জবাব দেবে—আমার নাম করবে। কোন ভয় নেই—আমি তোমাদের পেছনেই থাক্‌বো।

বিশ্বজিৎ দুর্গাদাসের কথায় সাহস পেয়ে ছাত্রদল নিয়ে গানটা সমস্বরে গাইতে গাইতে বার হলো।

গানটা এই—

(হেথা) কেমনে গাহিব গান !
(হেথা) মানুষের মাঝে মানুষ নাহি যে !
নাহি যে দরদী প্রাণ !
(হেথা) অন্ধ, বধির দুর্ব্বল যারা,
পায় অবহেলা, অপমান তারা ;
(হেথা) দুয়ার বন্ধ, দূষিত গন্ধ !
—কণ্ঠে ওঠেনা তান !
(হেথা) নাহিক সত্য, নাহিক ধর্ম্ম,
নাহি অহিংসা, গীতার মর্ম্ম।
(হেথা) আছে পশুত্ব, ক্রীতদাসত্ব—
নাহি মহত্ত্বমান।
(হেথা) আছে বর্ব্বর, আছে ধড়ীবাজ,
ফন্দীতে সারে লুণ্ঠন কাজ ;
(হেথা) অঙ্গনা সাজে বার-অঙ্গনা,
হিয়া করি খান্ খান্ !
হেথা ছিল জানি 'ভারতবর্ষ'—
জ্ঞানের তীর্থ, মহা-আদর্শ।
লুপ্ত আজি তা' দুষ্ট প্লাবনে—
ছুটেছে পাপের বান।

গানটা রাখালরায়ের সঙ্গীরা শুন্‌লো—মদখেয়ে প্রায় সকলেই টলে পড়ছিল—রাখালরায় নিজে শুয়ে পড়েছিল—মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছিল। গান গাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় রাখালরায় আবদুল মিঞাকে বল্লে, গান গাইতে বারণ কর, আবদুল।

আবদুল—আপনারা গান গাবেন না—বাবু বারণ করচেন।

বিশ্বজিৎ—বাবুকে বল আমরা প্রেসিডেণ্টের কথায় গান গাইছি—তারপর ছাত্রদের বল্লে, গান থামিও না।

আবদুল ভেতরে গিয়ে প্রেসিডেণ্টের কথা বলতে রাখালরায় নিজে টল্‌তে টল্‌তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো—বল্লে, প্রেসিডেণ্টকে বল, আমার বাড়ীর সাম্‌নে এগান গাওয়া চলবে না—পুলিশ ডাক্‌বো।

বিশ্বজিৎ—গান আমরা গাইবই—প্রেসিডেণ্টের হুকুম!

রাখালরায় তখনি চীৎকার ক'রে ডাক্‌লো, হনুমান সিং।

হনুমান সিংয়ের ঘর গেটের পাশেই। সে তখন তার 'বেগ ইওর পারডন' গোঁফটা 'ডোণ্টকেয়ার' গোঁফে পরিণত করছিল। মনিবের ডাক্‌শুনে এসে বল্লে, জো হুজুর—।

রাখাল—সবকো ভাগায়ে দেও! হনুমান সিং দুর্গাদাসকে মিছিলের পেছনে দেখে বল্লে, হুজুর, দাদাবাবু হ্যায়।

রাখাল—তোম্‌ বুদ্ধু হ্যায়! দাদাবাবু কাল্‌কাতামে হ্যায়।

হনুমান সিং—নেহি হুজুর, থোড়া আগাড়ি কাল্‌কাতাসে আগিয়া।

দাদাবাবুর নাম শুনে রাখালরায়ের সঙ্গীরা বাইরে এসে মুক চাওয়াচায়ি করতে লাগলো; এমন সময় রামচরণ চক্রবর্ত্তী এসে বল্লে, কিহে, রায় তোমার ছেলে দুর্গাদাসকে দেখতে পাচ্ছ না? ঐ দেখ, দাঁড়িয়ে রয়েছে। আবদুল, বিপ্‌নে সর্দ্দার প্রভৃতি, 'আমরা চল্লাম' ব'লে তাড়াতাড়ি স'রে পোড়লো। "শালার ছেলেই আমার সর্ব্বনাশ করবে" আপন মনে এই বল্‌তে বল্‌তে রাখালরায় ভেতরে ঢুকলো।

চৌদ্দ

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল বা'র হোলো। দিলীপশঙ্কর প্রথমস্থান অধিকার করেছে—তারিণীপুর হাইস্কুল ক্যালকাটা ইউনিভারসিটির মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন পেয়েছে কালীশঙ্করের কৃতিত্বে—এত অল্প বয়সে কোন ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেয়নি—কোন ছাত্র এত নম্বরও পায়নি। দিলীপশঙ্কর অসাধারণ ও অদ্বিতীয় প্রতিভা নিয়ে জন্মেছে—এইসব কথা চারিদিকে প্রচারিত হোলো। যুগান্তর, বসুমতী, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, অমৃতবাজার পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা প্রভৃতি সকল কাগজে বড় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হোলো দিলীপের কৃতিত্ব। সেদিন সবচেয়ে বেশী আনন্দ হেলো কা'র? এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া বড় শক্ত। অপরের দুঃখে দুঃখ বা সাহানুভূতি প্রকাশ করা যত সহজ অপরের আনন্দে আনন্দ প্রকাশ করা তত সহজ নয়; কারণ, আনন্দ প্রকাশ করার পথে বাধা দেয় হিংসা বা ঈর্ষা। সাধারণতঃ দেখা যায় সন্তানের কল্যাণে বা উন্নতিতে নির্ম্মল আনন্দ প্রকাশ করে থাকেন তার জনক ও জননী। এক্ষেত্রে পিতা সুদূর আন্দামানের জেলে—মাতা পাশে থেকেও দুঃখ ও বেদনায় অভিভূতা! তা' হ'লেও দিলীপশঙ্করের অসামান্য সাফল্যে শিবানীর আনন্দের সীমা নেই! তবে দুর্গাদাসের মেয়ে (রাখালদাসের নাত্নী) সাধনার আনন্দ শিবানীর আনন্দের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। সাধনা ঠিক মূর্ত্তিমতী সাধনা—জন্মজন্মান্তর ধরে চলে আসছে যেন তা'র তপস্যা দিলীপশঙ্করকে পাবার জন্যে!

এগ্জামিনেশন রেজাল্ট বার হওয়ার দু'একদিন পরেই শিবানীর চিন্তার বিষয় হোলো দিলীপের আই, এ, পড়ার কথা। কোথায় থেকে সে আই, এ, বি, এ, পড়বে এই নিয়ে হোলো শিবানীর ভাবনা। প্রথমে শিবানী স্বামীকে চিঠি লিখলো—

প্রাণের দেবতা আমার,

জীবনে তোমাকে পেয়ে যে শান্তি বা আনন্দ তা' ভাগ্য-দোষে পুড়ে ছাই হ'য়ে গ্যালো! তাই বোধ হয় মাঝে মাঝে তোমায় জিগ্যেস করতাম—আমার এত সুখ সইবে তো? "বাস্‌বে ভালো অতি অধিক, ফল হবে গো জীবনে ধিক্"—এটা তোমারই লেখা—সত্যি হোলো আমারই জীবনে। তবু আমি আশা ছাড়িনি। ডান্টের কথা—"হোপ্ স্প্রিংস্ ইটারন্যাল্ ইন্ দি হিউম্যান ব্রেস্ট"; তাই আমার আশা! চিঠিতে মনের সব কথা প্রকাশ করতে পারছি না, কারণ সরকারী লোকতো এখানা না পড়ে ছাড়বে না! দুঃখের মধ্যে আমার পরম আনন্দ—খোকা ম্যাট্রিকুলেশনের সব রেকর্ড ব্রেক করেছে—তোমারি ছেলে তো! সে ফার্স্ট হ'য়েছে—অনেকগুলো স্কলারশিপ পাবে!

এবার প্রতিভা ও দিলীপকে নিয়ে আমায় কলকাতায় বাপের বাড়ী গিয়ে থাকতে হবে; কারণ আমাদের কলকাতার বাড়ীগুলো রাখালরায়ের কবলে। বাপ মাকে তো খেয়ে ফেলেছি—আপনার বলতেতো কেউ নেই। কেবল মেজ কাকা আর বিভূতি (ছোটকার ছেলে) যা' ভরসা! আর সব বাজে। বাবার যে অংশটুকু আছে সেটা মেজকাকার দখলে আছে। তবে আমায় বাড়ীভাড়াস্বরূপ মাসে মাসে কিছু কিছু করে পাঠিয়ে দিয়েছেন—ক'মাস থেকে তা বন্ধ। কল্‌কাতায় তিনজনের কি করে চল্‌বে তা কেজানে! সামান্য কিছু ক্যাপিট্যাল থাক্‌লে নায়েবকাকাকে দীঘির পাড়ে কলার চাষ করতে বলতাম: কথায় আছে—

তিনশ ষাট কলার গাছে, বাঁচার আশা লুকিয়ে আছে।
কাটবি কলা, থাকবে পাতা, আসবে তাতে কাপড়-ভাতা।

কিন্তু টাকা কোথায়! কিছু ধানের জমি বিক্রী করলে হোতো; কিন্তু রাখালরায়ের ভয়ে কেউ কিন্‌বে না। সুতরাং সর্ব্বংসহার মত সবকিছু সহ্য করতেই হবে!

যাইহোক্, তোমার কথা ভেবে ক'বছর কাটালাম। কিন্তু আর যেন পারছিনে! তোমার আসার পথের দিকে তাকিয়ে আছি—তাকাতে তাকাতে চোখ ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসে!

সত্যি, তোমার স্মৃতিই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে! তুমিই আমার ধ্যান—তুমিই আমার জ্ঞান—তুমিই আমার তপস্যার ফল! তাই বোধ হয় শৈশবে তোমাকে প্রথম দিন দেখেই আমি তোমার গলায় মালা পরিয়ে রেখেছিলাম।—সে যা'তা' মালা নয়!—লোহার মালা—খুব শক্ত! কোন অদৃশ্য শক্তি যেন সে কাজটা আমাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছিল। সেদিনের কথা মনে হলে আমার এখনও লজ্জা করে! আমার মহাদেব তো ধ্যানে মগ্ন ছিলেন! জোর করে মালা পরাতে মুখখানা রাগে গম্ভীর হয়ে গ্যালো! বাবা! সে দিনের কথা ভোলবার নয়!

তাই ভাবি সেই শৈশবকাল হ'তে আমার আত্মা তোমায় দিয়ে শুধু তোমার ওপর নির্ভর ক'রে আস্‌ছি! আবার যেদিন তোমাকে বাইরেও আমার বলে পেলাম সে দিন আমার বড় আনন্দ! না হ'লে আমার মত বুড়ো মেয়ে কোথায় সভায় বসে হাঁসে? সে হাঁসি বাজে বা ঠাট্টার হাঁসি নয়—প্রাণের গভীর আনন্দের হাঁসি!

তোমার মনে আছে নিশ্চই—বিয়ের পর প্রতিদিন রাত্রে তোমার পায়ের তলা চেটে ঘুম ভাঙিয়ে দিতাম—এই ভাবেই আমি তোমায় পূজো করতাম। পাড়ার সেন মশাইয়ের শ্বাশুড়ীর কথা মনে পড়ে? সোত্তোর বছরের বৃদ্ধা বলতেন, কালীশঙ্কর স্নান করে কলঘর থেকে বেরুলে ইচ্ছে করে ওর গা-হাত-পা চাটি!

এই সব স্মৃতি নিয়ে আমি বেঁচে আছি ও থাকবো। তুমি আমার দেবতা—আমার ভগবান! তুমি নিরপরাধ!—ফিরে তোমাকে আসতেই হবে! আবার আমাকে নাম ধরে ডাকবে! নইলে সব মিথ্যা! তুমি মিথ্যা—আমি মিথ্যা—সত্য মিথ্যা—ধর্ম্ম মিথ্যা—জগৎ মিথ্যা—ভগবান মিথ্যা!

আমাব ভালবাসা নিও—একথা আর লিখতে পারলাম না, কারণ আমার বলতে আর কিছুই নেই—আমি তোমাতে বিলীন হয়ে গেছি। তুমি কায়া, আমি ছায়া—

ইতি—তোমার 'শিবানী'।

চিঠিখানা শেষ ক'রে খামে পুরলো শিবানী, এমন সময় হঠাৎ দিলীপ এসে চিঠিখানা দেখে ঠিকানাটা পড়ে বল্লে, চিঠিটা ডাকে দিতে হবে নাকি, মা?

শিবানী উত্তর দিল, হাঁ, এই নে।

চিঠিখানা নিয়ে পকেটে রেখে দিলীপশঙ্কর যেন কিছু বল্‌বে ব'লে ইতস্ততঃ করছিল। তাই দেখে শিবানী বল্লে, খোকা, তুই কি কিছু বল্‌বি? দিলীপশঙ্করের ডাকনাম 'খোকা'।

দিলীপশঙ্কর—ছাখো, মা, অনেকদিন থেকে মনে ক'রে আস্‌ছি তোমাকে একটা কথা জিগ্যেস কোরবো; কিন্তু তা' পারিনি। পৃথিবীতে হাজার হাজার মা আছে; তাদের মধ্যে শুধু দেখেছি বিলাসিতা—স্বার্থচিন্তা—আত্মসুখপরায়ণতা। তুমি যদি তাদের মত হ'তে, মা, তাহ'লে খুব ভালো হোতো।—

দিলীপ আরও কি বল্‌তে যাচ্ছিল এমন সময় প্রতিভা মায়ের গলা জড়িয়ে ধ'রে দিলীপের কথা শুনতে না দিয়ে বল্লে, তুমি খোকার কথা শুন্‌বে না তো, মা? আমায় কল্‌কাতায় নিয়ে যাবে তো?

শিবানী দিলীপশঙ্করকে চেনে। পুত্র যা'কে কেন্দ্র ক'রে কথা তুল্‌লো মা তার অর্থ অন্তরে অনুভব কোরলো, সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রতিভার কথার উত্তর আগে দিতে হোলো—বল্লে, তোকে নিয়ে যাবো রে—নিয়ে যাবো! সাম্‌নে থেকে স'রে যা'—খোকার সঙ্গে কথা কইতে দে।

দিলীপশঙ্কর একটু চড়া গলায় দিদিকে বল্লে, ছাখো, দিদি, তোমার বুদ্ধির বলিহারী যাই! মা আমার সঙ্গে কল্‌কাতায় গেলে তুমি কোথায় থাক্‌বে তা' কি বুঝতে পার না, কচিখুকী?

প্রতিভা—ওরে দুষ্টু, তুই তাহ'লে আমাকে ঠাট্টা করেছিলি! আমি কি তোর ঠাট্টার যুগ্যি?

দিলীপ—নিশ্চই! তুমি ন্যাকা-বোকা-চ্যাপ্টামুখী-পিঁচুটি ময়না।

প্রতিভা কাঁদুনিস্বরে শিবানীকে ডেকে বল্লে, ছাখো, মা, খোকা আমায় যা' তা' বল্‌ছে।

শিবানী হেসে বল্লে—এ খোকার ঠাট্টা! বুঝতে পারিস্‌নে? তুই এখন খেল্‌গে যা।

ঠিক সেই সময় পাশের বাড়ীর একটি মেয়ে সীতা এসে প্রতিভাকে ডাক্‌লো। তখন উভয়ে ঘরে গিয়ে গল্প যুড়ে দিল।

প্রতিভার চলে যাওয়ার পর শিবানী বল্লে, কই রে, খোকা, কি বল্‌তে যাচ্ছিলি—বল্‌লিনে?

দিলীপ—কি বোল্‌বো, মা! সে কথা বল্লে তুমি কষ্ট পাবে।

শিবানী—না রে না! তুই কি বল্‌তে চাস্‌?

দিলীপ—তোমার হীনবেশ দেখে একদিন কি বলেছিলাম মনে আছে তো? সেদিন জলভরা-চোখে তুমি আমাকে বি, এ,তে ফাষ্ট´ হ'তে বলেছিলে। কিন্তু সেটা কি তোমার মনের কথা, মা? আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, আমি বি, এ,-তে ফাষ্ট´ কেন (?) —"ঈশানস্কলার" হবো; কিন্তু তা'তেও তোমার পোষাক বদ্‌লাবে না, মা। তখন তোমার বেদনার গভীরতা তলিয়ে বুঝতে পারি নি; এখন তা' পেরেছি আর তুমিও তা' জেনেছ, তাই এ চিঠিখানা আমার হাতে দিয়ে ডাকে ফেল্‌তে দিলে।

শিবানী—হাঁ, খোকা, ঠিক তাই।

দিলীপ—তুমি সবকিছু সহ্য করে চলেছ, মা; কিন্তু আমি পারছিনে।

শিবানী—তুই তো বালক! কি করতে পারিস্‌?

দিলীপ—কি পারি না পারি তুমি কি দেখ্‌তে চাও?

শিবানী—না; মানুষ ইচ্ছে ক'রলে অনেক কিছু অন্যায় করতে পারে—প্রতিশোধ নিতে পারে—প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে পারে মরিয়া হয়ে। কিন্তু তা' ঠিক নয়—আরো দুঃখ বাড়ে। হ্যামলেট তাই জ্বলে পুড়ে খাক্‌ হ'য়েও বলেছিল, "বাট....দি ড্রেড অফ্‌ সমথিং আফ্‌টার ডেথ্‌—দি আন্‌ডিস্‌কভার্ড কান্ট্রি ফ্রম্‌ হুজ্‌ বোর্ণ নো ট্রাভলার রিটার্নস্‌—পাজ্‌ল্‌স্‌ দি উইল্‌ এ্যাণ্ড মেক্‌স্‌ আস্‌ রাদার বেয়ার দোজ্‌ ইল্‌স্‌ উই হ্যাভ দ্যান ফ্লাই টু আদার্স´ উই নো নট্‌ অফ্‌!

দিলীপ—আচ্ছা, বলতো, মা, বাবা এমন কি গুরুতর অপরাধে অপরাধী যার জন্যে তিনি আজ আন্দামানে ?

শিবনী—তিনি নিরপরাধ ! —শিবানীর চোখ দুটো জলে ভরে গ্যালো।

দিলীপ—বাবা নিরপরাধ ? এতবড় অন্যায় তুমি মুখ বুজে সহ্য করে আসছো এত বছর ধ'রে ?

শিবানী—কি কোরবো বল্ ! আমি নিরূপায় ! শুধু তোর ভরসাতেই বুক বেঁধে আছি। তুই বিদ্বান হ'—ল' পড়—এর প্রতিকারের উপায় খুঁজে পাবি।

দিলীপ—তা'তে যে অনেক দেরী হ'য়ে যাবে, মা ! তুমি তো, মা, খেঁদী, বুঁদী, হাঁদীর মত সাধারণ মেয়ে নও। বি, এ, তো পাস করেছ —জ্ঞানও যথেষ্ট আছে। আর কোন অভিভাবক নেই জেনেও তুমি চুপ ক'রে আছো ?

শিবানী—উপায় নেই রে, খোকা ! আমি যে মেয়ে মানুষ ! তা'ছাড়া "বিউটী প্রোভোকেথ থীভ্স্ সুনার ছ্যান গোল্ড।" সর্ব্বদাই নিজেকে লুকিয়ে চলি ! প্রায়ই শ্রীবৎস চিন্তার কথা মনে পড়ে। তিনি বলে গ্যাছেন—রাখালরায় শয়তান ! খুব সাবধান ! "সত্য" একদিন না একদিন প্রকাশ পাবেই !

দিলীপ—ওতো দৈবের কথা, মা।

শিবানী—নচ দৈবাৎ পরং বলং। আর্ত্তকে রক্ষা ক'রতে দৈব একজনকে না একজনকে দাঁড় করিয়ে দেয়। যেমন হিব্রুদের ত্রাণকর্ত্তা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল সত্যবাদী—ধর্ম্মপরায়ণ মোজেস্।

দিলীপ—আমাদের জন্যে এমন কে আছে, মা ?

শিবানী—তিনি বলেছেন—সাধনার বাবা ! সাধনা ত ছেলেমানুষ ! তাহলেও সে অনেক বোঝে। আমাদের কথা নিয়ে দুর্গাদাসবাবু নাকি তাঁর বাবার সঙ্গে ভীষণ ঝগড়া করেছেন—সে অনেক কথা ! —সাধনা সব জানে।

দিলীপশঙ্কর মায়ের কথা বিশ্বাস করে নিল, কারণ তারিণীপুর ও সূর্য্যপুরের অনেক লোকের মুখে সে এমন অনেক কথা শুনে আসছে ;

আর তা' ছাড়া সাধনা নিজেও তাকে অনেক গুপ্ত কথা জানিয়েছে। দিলীপশঙ্কর একটু চুপ ক'রে থেকে বল্লে, তোমার কথা সত্যি, মা! সাধনা আমাকে অনেক কথা বলেছে।

শিবানী—ভগবান কাকে দিয়ে কখন কি করান তা' কেউ বলতে পারে না! যাই হোক্, তাড়াতাড়ি চিঠিটা ডাকে দিয়ে আয়, বাবা! ওতে তোর পাসের খবর রয়েছে। উনি কত দূরে—একা!—কত আনন্দ পাবেন!

দিলীপশঙ্কর আর দ্বিরুক্তি না ক'রে চিঠি ডাকে ফেল্‌তে গ্যালো।

পনের

যুগ বদ্‌লে গ্যাছে—যুগধর্ম্মানুসারে চল্—সাধারণ লোকের মুখে এই এক কথা! যুগের ধর্ম্ম কি?

"ত্যাগ-তপস্যা-ধ্যানধারণাদি—
যেগুলোকে বলে ধর্ম্মসার,
সেগুলো এখন তুলে রেখে দাও,
ধার যদি যুগধর্ম্মধার"।

অর্থাৎ সত্যকথা বল্‌বে না—সত্যপথে চল্‌বেনা—সদুপদেশ শুন্‌বে না—সৎসঙ্গে থাক্‌বে না—ঈশ্বর ব'লে কিছু মান্‌বে না—মুহূর্ত্তের আনন্দই পরম সুখ ...."টাইম এস্‌কেপস্—লিভ নাউ অর্ নেভার!" —আত্মসুখের জন্যে যদি সারা দুনিয়া জাহান্নামে যায় যাক্। মানুষের জীবন অনন্ত—"লীভ 'নাউ' ফর ডগ্‌স্ এ্যাণ্ড এপ্‌স্, ম্যান হ্যাজ 'ফর্‌এভার'"—একথা ভুল। দৈহিক সুখ যে কোন উপায়ে পার ভোগ করে নাও, পাপ স্পর্শ করবে না, কারণ আত্মা অমর—

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥—সুতরাং তাতে

পাপের ছোঁয়াচ লাগে না। রাজনীতির অর্থ চালাকী—ভাঁওতা—মিথ্যাচরণ—সত্যের অপলাপ—প্রাদেশিকতার উদ্ভব—সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষ! কাজেই চুরি, জোচ্চুরি, জালিয়াতী, হারলট্রি, কন্ধুবিনেজ,

হুলিগ্যানিজম্, ইল্লিসিট কনেক্শন্, ইন্সেস্টুয়স্লঃভ, ইন্সেন্-ডিয়্যারিজম্, পরশ্রীকাতরতা, পরছিদ্রান্বেষণ, পরস্ত্রীহরণ, নারীধর্ষণ, নরহত্যাসাধন ইত্যাকার যাবতীয় বীভৎস-জঘন্য-অমানুষিক-পৈশাচিক-অসুরিক কর্ম্ম এ যুগের ধর্ম্মগণ্ডীর মধ্যে পড়েছে! কিন্তু 'দু'একটি' আছে ভাল তাইতে জগৎ আজও আলো'! তাই বোধ হয় এখনও সূর্য্য ওঠে—চন্দ্র জাগে—তারকা জ্বলে—বাতাস বয়—জোয়ার আসে—ভাঁটা চলে—ফুল ফোটে—ফল ফলে—মানুষ মানুষকে ভালবাসে। দু'একটি ভাল না থাক্লে সংসার হোতো অরণ্য—থাক্তো শুধু জন্তু-জানোয়ার—মানুষ হ'য়ে থাকতো ওর‍্যাং ওট্যাং—যা সুমাত্রা ও বোর্ণীওর জঙ্গলে খালি দেখা যায়! পাপপুণ্য-বিচার থাক্তো না—থাক্তো শুধু আহার, নিদ্রা ও মৈথুন—যা বঙ্কিমচন্দ্রের কথা! সকলেই সব কিছু করে যেতো গায়ের জোরে—গলা টিপে মারতো—ঘরে আগুন দিতো—বাড়ী বিষ্ঠায় ভরাতে—দাঁড়াতে দেখলেই লাঠিবাজী কোর্তো—অর্থাৎ যা' কিছু কোর্তো তা'তে থাক্তো না সত্য—থাক্তো না ধর্ম্ম—থাক্তো না বিবেক—থাক্তো না সমাজ! এই দু'একটির মধ্যে পড়ে আমাদের পরিচিত দুর্গাদাস—সাধনার পিতা—রাখালরায়ের পুত্র—কালীশঙ্করের সতীর্থ। তবে সে কালীশঙ্করের মত মেধাবী বা প্রতিভাশালী নয়। যাইহোক, সে বি, এ, পাশ ক'রে কল্কাতায় কিল্বরণ কোং'র অফিসে একটা ভাল চাকরী নিয়েছে। তা'র চাকরীর আয় হাজার হবে; তাতেই তার নিজের ইচ্ছামত যাবতায় খরচা বেশ স্বচ্ছন্দেই চলে যায়। সংসার খরচের জন্যে তাকে ভাবতে হয় না। দুর্গাদাস প্রথমে ভেবেছিল চাকরী নেবে না—দেশের বাড়ীতে থেকে দশের সেবা করে জীবনটা কাটিয়ে দেবে। কিন্তু পিতা রাখালরায়ের কুটীল প্রকৃতি, প্যাঁচোয়া বুদ্ধি, নীচসংসর্গ প্রভৃতি দেখেশুনে আর বন্ধু কালীশঙ্করের মুক্তি-সাধন-চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করবার উদ্দেশ্যে কলকাতায় থাকা দরকার মনে করে সে চাকরী নিয়েছে। সে কল্কাতায় চাকরী করে, মাঝে মাঝে পুলিশ বিভাগে গিয়ে কালী-শঙ্করের খবর নিয়ে আসে, দরকার মত বাড়াতে আসে পুত্রকন্যাদির

অভাব—অভিযোগ মেটাবার জন্যে এবং স্বীয় কর্ত্তব্যকর্ম্মের কোন সূক্ষ্ম সূত্র পেলেই পিতাকে জেরা করে—পিতার কাছে কৈফিয়ৎ চায়।

সেদিন শনিবার; দুর্গাদাস সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কলকাতা থেকে এসেছে। হাতমুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে ভিতরকার একটী ঘরে খাটের ওপর বসে ডিকেন্সের "এ টেল অব টু সিটিজ" পড়ছে, এমন সময় পুত্র শিবদাস এসে বল্‌লে, বাবা, দিলীপ ম্যাট্রিকুলেশনে ফার্ষ্ট হয়ে অনেকগুলো বৃত্তি পেয়েছে; তাতে অনেক টাকা পাবে মাসে মাসে, কিন্তু আমি কিছুই পেলাম না! অথচ দিলীপ আমাদের ক্লাশে সবচেয়ে ছোট—ফার্ষ্ট হয়ে রেকর্ড পর্যন্ত ব্রেক্ করে ফেল্‌লো আর আমি মাত্র সেকেণ্ড ডিভিশনে পাস করলাম, এই বলে শিবদাস কাঁদ্‌তে লাগলো। দুর্গাদাস উৎসাহ দিয়ে পুত্রকে বল্‌লে, তুমিও চেষ্টা কর, ভাল হবে, কেঁদো না। বাইবেলে আছে "হি হু সিকেথ ফাইণ্ডেথ"।

এই সময় সাধনা হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এসে বল্লে, বাবা, দিলীপদা কল্‌কাতায় চলে যাবে।

দুর্গাদাস—কেন রে?

সাধনা—কেন তুমি জান না? ও মা!

ধর্ম্মদাস—কি করে জান্‌বো ব'ল্। আমি ত ক'লকাতায় ছিলাম।

সাধনা—দিলীপদা প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়বে কি না তাই। আর দিলীপদা গেলে মাসিমাকেও যেতে হবে; আর মাসিমা গেলে প্রতিভাদি কার কাছে থাক্‌বে? কাজেই তাকেও যেতে হবে।

দুর্গাদাস—তাহলে তোরা কি করবি? মাকে জিগ্যেস্ করগে যা, এই বলে দুর্গাদাস বই পড়তে আরম্ভ করে দিল।

সাধনা ও শিবদাস গোপনে পরামর্শ করেছিল তারাও তাদের মায়ের সঙ্গে কল্‌কাতায় মামার বাড়ীতে গিয়ে পড়বে; কারণ তাদের মামার বাড়ী ও কালীশঙ্করের মামার বাড়ী একই পাড়ায়—বাদুড়বাগানে। সুতরাং কল্‌কাতায় গেলে পরস্পরের সঙ্গে নিত্য দেখাসাক্ষাৎ হবে।

সাধনা দাদাকে নিয়ে সোজাসুজি মায়ের কাছে গিয়ে তাদের কলকাতায় থেকে পড়াশুনো ব্যাপারে বাবার কথাটা জানিয়ে দিল।

সাধনা সবকথা মাকে জানাতো—কোনকিছু লুকিয়ে রাখতো না; কিন্তু শিবদাস তার মাকে বড় ভয় কোরতো। যদি কিছু মাকে জানাবার দরকার বলে মনে হোতো তাহ'লে সাধনার সাহায্য নিতো। যাই হোক্, কল্যাণী পুত্রকন্যাকে বলে দিল দিলীপের মায়ের মত সেও কল্‌কাতায় গিয়ে তাদের লেখাপড়ার বন্দোবস্ত করবে।

ষোল

কালীশঙ্করের বাড়ী। বাড়ীটা দেখলেই মনে হবে তাতে কত প্রাচীন গৌরবের স্মৃতি জড়ানো রয়েছে। বাড়ীর সামনে গেটের পাশে প্রাচীরে গিরিজাশঙ্করের নাম খোদাই করে লেখাটা এখনও উজ্জ্বল হ'য়ে আছে। গেটের ভেতরে ফুলের বাগান। তারপর বৈঠকখানা—পূজোর দালান—শোবার ঘর—বসবার ঘর—চাকরবাকরদের ঘর—ওপরে ওঠ্‌বার জন্যে বড় প্রশস্ত সিঁড়ি—বড় বড় দরজা—জানালা ইত্যাদি এখনও বর্ত্তমান। ওপরের কামরাগুলো নীচেকার ধরণের—গদিআঁটা তক্তাপোষ—টেবিল চেয়ার—প্রকাণ্ড আরামকেদারা—বড় বড় আলমারি ইত্যাদি আসবাব এখনও বিরাজ করছে; কিন্তু বাড়ীর প্রত্যেকটী জিনিষ যেন নিরাশ হয়ে বল্‌ছে, আমাকে বিদেয় দাও। এতবড় বাড়ী কে পরিষ্কার করবে! কে ঝাড়ু দেবে! কে বা এসবের তত্ত্বাবধান করবে! বাড়ীতে চাকর নেই—চাকরাণী নেই,—বেয়ারা নেই,—পাইক নেই—বরকন্দাজ নেই! দেখাশুনো করবার জন্যে ম্যানেজার হিসেবে একজন মাত্র যিনি আছেন তিনি নায়েব মশাই সদানন্দ সরকার। তাঁকে তাঁর নিজের বাড়ীতে যেতে বলা হয়েছিল এখানকার কাজ ছেড়ে, কিন্তু তিনি যাননি মায়ার খাতিরে—কর্ত্তব্যের প্রেরণায়—ধর্ম্মবুদ্ধির প্ররোচনায়।

শিবানী ছেলেমেয়েকে নিয়ে কল্‌কাতায় বাপের বাড়ীতে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল; কারণ কল্‌কাতায় শ্বশুরের যে সব বাড়ী ছিল সে সব রাখালরায়ের কবলে। সুতরাং বাপের বাড়ীতে গিয়ে থাকতে হবে; কিন্তু সেখানেও বেশী ঘর নেই—মাত্র দু'খানা ঘর; একখানায় তার

খুড়তুতো ভাই থাকে—মাসে মাসে গোটা তিরিশেক করে টাকা ভাড়া দিয়ে এসেছে। কিছুকাল ধরে তাও বন্ধ। বাকি মাত্র একখানা খালি আছে—তাতেই গিয়ে থাক্‌তে হবে; পার্টিশন মামলা করেছে একজন শরীক—এখনও তার শেষনিষ্পত্তি হয়নি।

তারিণীপুরের জমিদারী তো রাখালরায় গ্রাস করে ফেলেছে! অবশিষ্ট যা কিছু আছে অর্থাৎ বাড়ী, বাগান, দীঘি ও ধানজমি যা'যা' আছে সে সব বিষয়ে কি করবে ভেবে শিবানী অস্থির হ'য়ে পড়েছে। সত্যি কথা বল্‌তে কি, বাস্তুভিটে বেচতে তার আদৌ ইচ্ছে নেই, কিন্তু অভাব, অনটন ও দুরবস্থার চাপে পড়ে তাকে তাও হয়তো বেচ্‌তে হবে। মানুষ অভাবে স্বভাব নষ্ট করে—এই কথাটা কি ঠিক? শিবানী ভাব্‌তে লাগলো! —ভেবে দেখলো মানুষ স্বভাবে অভাব সৃষ্টি করে আর সেই অভাব দূর করতে গিয়ে ভাবের ঘরে চুরি ক'রে বিপথে চ'লে স্বভাব কলুষিত করে—এই হচ্ছে খাঁটি কথা! ফ্র্যাক্‌সন্ অফ্ লাইফ ক্যান্ বী ইন্‌ক্রীজড্ নট সো মাচ্ বাই এ্যাডিং টু দি নিউম্যারেটর এ্যাজ্ বাই ডিমিনিশিং দি ডিনোমিনেটর। ইউনিট্ ডিভাইডেড বাই জিরো ইজ্ ইনফিনিট। সুতরাং সুখ পাওয়া যায় অভাব কমিয়ে—আরাম বাড়িয়ে নয়—ভোগস্পৃহা বৃদ্ধি করে নয়। এর পরই মনে পোড়লো শিবানীর বুনো রামনাথের স্ত্রীকে; খাদ্যাভাবে তেঁতুলপাতা সেদ্ধ ক'রে দিয়েছেন আর স্বামী তা' হাসিমুখে খেয়েছেন! তবু রাজার দান গ্রহণ ক'রে বড়মানুষী চাল দেখাননি। তারপরেই সার উইলিয়াম জোন্সের কথা মনে পোড়লো। তাঁর মা তাঁকে কত দুঃখে—কষ্টে লেখাপড়া শিখিয়েছেন! জোন্স কলকাতার হাইকোর্টের চীফ্‌জাষ্টিস্ হলেন—বিদেশী ইংরেজ হিন্দুশাস্ত্র মনুসংহিতার ট্রান্‌শ্লেসন করে হাইকোর্টে 'হিন্দুল' ব'লে চালালেন—কতখানি শ্রদ্ধা থাকলে একজন বিদেশীর ভাষা অনুবাদ করে এতটা সম্মান দিতে পারে! হিন্দুল'—মনুসংহিতা—মনুর অর্ডিন্যান্সেজ্—ডিভাইন কম্যাণ্ডমেণ্টস্—যোগসাধনার ফল—স্যার উইলিয়্যাম্ জোন্সের কীর্ত্তি!—যা'র প্রতিটি পাতা আজ টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে উনুনে ফেলে শিশুদের

দুধ গরম ক'রে পরম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি আমরা!—সুইসাইড্যাল পলিসি!

তারপর মনে এলো স্যার গুরুদাসের কথা; কত কষ্টে মানুষ হলেন—শেষে হলেন হাইকোর্টের জজ্। এইভাবে একে একে ভেসে এলো শিবানীর মনে রোমের ফিলেল ফো, জারম্যানির মিলিচিয়স্, সুইজারল্যাণ্ডের কাসাউবন, লণ্ডনের স্যামুয়েল জন্সন্ এবং আরও কত রিক্ত—নিঃস্ব—বিদ্যানুরাগী মনীষীদের কথা! এইসব ভেবে শিবানী বসতবাটী বিক্রী করবার ইচ্ছাটা মন থেকে একেবারে ছেঁটে ফেলে দিল। যদিও কালীশঙ্করের কোন অমত ছিল না—বাড়ী-ঘরদোর বেচে ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবার কথা সে লিখেছিল—তাহলেও শিবানী তা শুন্‌লো না। সে ভেবে ঠিক ক'রে ফেললো কল্‌কাতায় গিয়ে সংসার চালাবার ব্যবস্থা যেমন করে হোক্ সে নিজেই করে ফেল্‌বে। জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি—এই কথা মনে হবামাত্র শিবানী সদানন্দবাবুকে ডেকে পাঠালো দিলীপশঙ্করকে দিয়ে।

সদানন্দবাবু এসেই শিবানীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি আমাকে কি ডেকে পাঠিয়েছেন, বৌমা?

শিবানী—হ্যাঁ। আপনাকে দীঘি, বাগান, ধানজমি প্রভৃতি বেচবো বলে কিছুক্ষণ আগে জানিয়েছিলাম, কিন্তু ভেবে দেখলাম ওসব বেচ্‌তে নেই; সেই কথাটা আপনাকে জানাবো বলে ডেকে পাঠিয়েছি।

সদানন্দ—তা' সে ঠিক ভেবেছেন। কিন্তু কল্‌কাতায় থাকা, খাওয়া, খোকাবাবুর কলেজে ভর্ত্তি হওয়া, বইটই কেনা হবে কি করে?

শিবানী—সে কথা সত্যি! তাই ভাবছি দু' এক বিঘে ধান-জমি বিক্রী করলে হয় না?

সদানন্দ—তা'হলে তো ভালই হয়; কিন্তু উপস্থিত তা' কিন্‌বে কে? রাখালরায় সকলকে বারণ করে দিয়েছে আপনাদের জিনিষ কেউ যেন না কেনে। সবাই ভয়ে জড়সড়!

শিবানী—ওঃ তাই নাকি? আমাদের সর্ব্বস্ব নিয়েও পেট

ভরেনি, তাই ভেবেছে বাড়াঘরদোরগুলোও ওঁকে বিক্রী কোরবো। না, তা কিছুতেই হবে না। আপনি দেখুন তারিণীপুর ও সূর্য্যপুর ছাড়া অন্য কোন গ্রামে কেউ দুবিঘে ধানের জমি কিনতে চায় কিনা।

সদানন্দ—জমি কেনবার লোক অনেক আছে, বৌমা। কিন্তু রাখালরায় শয়তান, তার ভয়ে কেউ কিছু করতে বা বল্‌তে পারে না; কারণ দুরাত্মার ছলের অভাব নেই। তবে রাখালরায় নিজের ছেলের কাছে জব্দ। দুর্গাদাসবাবুকে বল্লেঃতিনি ঠিক ব্যবস্থা করে দেবেন।

শিবানী—না, তাঁকে কিছু বলবেন না। আমাদের জন্যে পিতাপুত্রের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটে—এ আমি চাইনে। তা ছাড়া দুর্গাদাসবাবু সাহায্য করতে চেয়েছিলেন, আমি তা' নিইনি—খোকাকে দিয়ে জানিয়ে দিইছি।

সদানন্দ—তাহ'লে এক কাজ করুন। আমার মেয়ের বিয়ে দেবো ব'লে অনেক দিন থেকে কিছু কিছু ক'রে জমিয়ে হাজার দুই টাকা রেখেছি। তা' থেকে আপনার দরকারমত যা ইচ্ছে নিতে পারেন।

শিবানী—তা' নেওয়া যায় না, কারণ আপনার দরকারে যদি তা' না দিতে পারি?

সদানন্দ—সে তখন দেখা যাবে।

শিবানী—না, এখনি তা' দেখে রাখতে হবে। কাজ করে ভাবার চেয়ে ভেবে কাজ করাই ভাল।

দিলীপশঙ্কর এতক্ষণধরে মায়ের সব কথাই শুনেছে এবং বুঝে দেখেছে যে তার মা কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার কষ্টের সঞ্চয় নিতে চায় না। সুতরাং সে মনে মনে নিজের কর্ত্তব্য স্থির ক'রে ফেললো—সহজভাবে ব'লে বোস্‌লো, মা, নায়েবমশাইকে এখন তো আমাদের কর্ম্মচারী ভাবা চলে না; উনি স্বেচ্ছায় আমাদের অভিভাবক হয়েছেন। কাজেই ওঁর কথা অমান্য করা যায় না। রাখালরায়ের শয়তানীর জন্যে আজ আমরা নানানরকমে বিপদগ্রস্ত; তাহ'লেও বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য। এক কাজ কর, মা, নায়েবমশাই যা' সহজে দিতে পারেন তা নিয়ে নাও; আর তা'র বদলে ওঁর নামে জমিটা ওয়াদাকরে বন্দকীখতে

রেজিষ্টারী করে দাও। এতে তোমার দুদিক ভেবেই কাজ করা হবে। আমাদের এখনকার অভাবটা মিটবে; ভবিষ্যতে ওঁর দরকার হলে উনি জমিটা বিক্রী করতে বা বাঁধা দিতে পারবেন। শিবানী পুত্রের কথায় সায় দিল; সদানন্দবাবুও ঘাড় নেড়ে বল্লেন, এইটুকু ছেলের এ্যাতো বুদ্ধি! আমি নিজে এ্যাতটা ভাবতে পারিনি।

সতের

আমরা শৈশব থেকে শুনে আস্‌ছি দ্বীপান্তর শাস্তির কথা! কিন্তু ভেবে দেখিনি কখনও এটা শাস্তি কি শান্তি। শহুরে মানুষের কথা—প্রকৃতি—ব্যবহার বিশ্লেষণ ক'রে দেখে মুক্ত আকাশের তলায়—মুক্ত বাতাসের স্পর্শে—মানব সমাজের বাইরে—বিশাল সমুদ্র-বক্ষস্থিত একটি ক্ষুদ্রদ্বীপের পরিবেশের মধ্যে থেকে যদি মনকে জিজ্ঞাসা করি "মন, তোমার কোন্‌টা ভাল লাগে? শহরের মানুষকে না আন্দামানের সশ্রম কারাদণ্ডকে?" তা'হ'লে মন তখনই চট্‌ করে এই জবাব দেবে "আন্দামানের কারাগার"!

কালীশঙ্কর প্রথম যে দিন আন্দামানের কারাগারে এসে দাঁড়ালো সে দিন তার ভাবনা হয়েছিল বিনাপরাধে এমন কঠোর শাস্তি সে কেমন ক'রে সহ্য করবে! কিন্তু সে ভাবনা তা'র চলে গ্যালো জেল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট'এর মধুর ব্যবহারে আর প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য্য দর্শনে। ওপরে অনন্ত নীলচন্দ্রাতপ আর সাম্‌নে বিরাট নীলপারাবার;—দূরে, বহুদূরে—আরও দূরে দেখা যায় শুধু ফেনিল তরঙ্গময় অপার বারিরাশি! ছোট ছোট বহুদ্বীপ ভেসে রয়েছে আন্দামানের উত্তরে, দক্ষিণে ও মধ্যস্থলে; এদের দর্শনে দর্শকের মনে এমন মধুর স্মৃতি এঁকে যায় যা' জীবনে কোনদিন মুছবে না! কালিদাসের রঘুবংশ মনে পড়ে! মনে পড়ে বায়রণের 'চাইল্ড হ্যারল্ড' —টেনিসনের 'পাসিং অফ্‌ আর্‌থর্‌'—স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান মাইথোলজির 'ঈগ্‌ড্র্যাসিল্‌'—শেলীর 'ওড্‌ টু দি ওয়েষ্ট্‌ উইণ্ড'—কীট্‌সের 'ওড্‌ টু

এ নাইটিংগেল'—বিশেষতঃ পরীর দেশে সাগরবক্ষস্থিত সম্মোহনজাল-বেষ্টিত প্রাসাদের বন্দিনী! আন্দামানের প্রধান সহর পোর্ট ব্লেয়ার যেন ছবির মত সৌন্দর্য্য-সম্ভারে বিভূষিত হ'য়ে আছে! বিশাল রন্ধ্রময় কারাগার! এই কারাগারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মেশানো রয়েছে স্বাধীনতা-সংগ্রামের মর্ম্মভেদী স্মৃতি! এই কারাগারেই কেটে গ্যাছে রাজনৈতিক অপরাধীদের দুঃখভারাক্রান্ত জীবন—এই কারাগারেই জীবনের কতকাংশ কাটিয়েছিল বাঙলার বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, উপেন ব্যানার্জ্জী, মহারাষ্ট্রের সাবারকর, পাঞ্জাবের ভাই পরমানন্দ এবং আরও কত! এই কারাগারের তিনতলায় আশ্রয় পেয়েছে আমাদের কালীশঙ্কর।

আমরা যে সময়ের কথা বল্ছি তা'র অনেক আগে জন হাওয়ার্ড কারাগার জীবনের কঠোরতার বিষয় উপলব্ধি করে নানা নির্য্যাতনের মধ্যে দিয়ে ইউরোপের সমস্ত কারাগার-ভবনের সংস্কার করিয়েছিলেন। জন হাওয়ার্ডের পূর্ব্বে ইউরোপের কারাগারগুলো ছিল নরকের চেয়েও জঘন্য; সেগুলো কয়েদীদের বাসোপযোগী করে তুললেন জন হাওয়ার্ড। তারপর ১৯১০ খৃষ্টাব্দে জন গল্স্ওয়ারথি তাঁর বিয়োগান্ত নাটক জাস্টিস্'এর সাহায্যে কারাগার জীবনের নির্ম্মম বীভৎসতার নগ্নরূপ সমগ্র ইউরোপের জনসাধারণের চোখের সাম্নে ধ'রে দেখালেন। তখনকার নতুন হোম সেক্রেটারী উইনষ্টন্ চার্চ্চিল ও প্রিজন্ কমিশনের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তা রাগল্‌স ব্রাইস্ জাস্টিস্ পড়ে বেদনা অনুভব করলেন—বুঝলেন দৈবপ্রপীড়িত অপরাধীর নির্জ্জন কারাবাস মঙ্গলজনক হ'তে পারে না—অপরাধীর মন ধীরে ধীরে বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত হতে পারে এবং তার ফলে পরিণামে ওকে কারাগার থেকে মুক্ত করে পাগলা-গারদে পাঠানোর প্রয়োজন হ'তে পারে। সুতরাং গল্স্ওয়ারথির আন্দোলনের ঢেউ শুধু ইউরোপেই নিবদ্ধ হ'য়ে রইলো না—সে ঢেউ ভারতবর্ষেও এসে পোড়লো। জন গল্স্ওয়াথির জীবন শেষ হয় ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সারা পৃথিবীতে

নির্জ্জন কারাবাসের আইন বদ্‌লে যায়। এই আইনের উদ্দেশ্য কয়েদীকেও মানুষ করে তুল্‌তে হবে; ক্ষণিকের ভুলের জন্যে কয়েদীর মনুষ্যত্ব-দ্বার রুদ্ধ করা অধর্ম্ম। কয়েদীও মানুষ; কাজেই মানুষের যখন হুঁস হয় তখন তার সৎপ্রবৃত্তি জেগে ওঠে—পশুত্ব চলে যায়—মনুষ্যত্বের উদ্ভব হয়—মিষ্টার হাইড্‌ পালিয়ে যায়—আর তার জায়গায় জেঁকে বসে ডক্টর জেকীল্‌।

আমাদের কালীশঙ্কর আন্দামান কারাগারের তেতালার এক রন্ধ্রে একা। এই নির্জ্জন কারাবাস যে মানুষের মনের ওপর তীব্র বিষের কাজ করে সে কথা এখন সারা জগতে মানুষের মনে ছড়িয়ে পড়েছে। হাওয়ার্ড ও গল্‌স্‌ওয়ারথির প্রাণপণ চেষ্টায় কারাগার ও কারা-বাসের যে উন্নতি হয়েছে তা' সর্ব্ববাদিসম্মত এবং তারই ফলে পরিবর্ত্তিত আইনের জোরে আন্দামান জেলের কর্ত্তৃপক্ষ আজ সুন্দর, সুশিক্ষিত যুবক কালীশঙ্করকে বন্দাদের সুশিক্ষা ও জ্ঞানোন্মেষের জন্যে অধ্যাপনাকার্য্যভার অর্পণ করেছেন। কালীশঙ্কর এখন আন্দামানের অধ্যাপক; দিনের মধ্যে এখন সে চার পাঁচ ঘণ্টা ধ'রে কয়েদীদের সামনে লেকচার দিয়ে থাকে। কালীশঙ্করের এই নতুন চাকরী জেল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মিষ্টার মোবার্লির খুব ভাল লেগেছে। আন্দামান দ্বীপে প্রেরিত কালাশঙ্করকে প্রথম দিন দেখেই তিনি জেলের অনেক অফিসারকে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, আমি অনেক জেলে ঘুরেছি—অনেক অপরাধীকে দেখেছি—শাস্তি দিইছি—ক্রিমিনোলজি, সাইকোলজি, ফিজিওগনমি প্রভৃতি খুব ভাল করে পড়েছি। কিন্তু কালীশঙ্করকে অপরাধী বলে মেনে নিতে ইচ্ছে হয় না—একে কয়েদীরূপে দেখতে আমার ভাল লাগে না। এর বিরুদ্ধে তিনটি চার্জ্জ—আমার মনে হয়, এসব মিথ্যা—সাজানো—কারণ আমি ফিজিওগনমি ভাল জানি—তাতে একে নিরাহ বলেই মনে করি। কিন্তু আমাদের চাকরীতো নোক্‌রী! কর্ত্তব্য ক'রতেই হবে! উপায় কি? কিন্তু ট্রুথ্‌ উইল্‌ আউট—বাইবেলের একথা মিথ্যা নয়—সত্য একদিন প্রকাশ পাবেই"।

কালীশঙ্কর সাহেবের সবকথা শুনে বল্লে, সত্য প্রকাশ পাবে—এ কথা সত্যি, সার! কিন্তু সে কবে? সবই তো অনিশ্চিতের গর্ভে!

মোবারলি—না, অদূর ভবিষ্যতে! ডোণ্ট্ ওরি, মাই বয়; সত্য শিব ও সুন্দর হ'য়ে তোমার সামনে একদিন দেখা দেবে। কোন ভয় নেই!

কালীশঙ্কর—ছাট্স্ হোয়াট আই বিলিভ, স্যার! ইউ আর মাই হোপ্, এ্যাজ্ ইজ্ ক্লিয়ার ফ্রম মাই হ্যাভিং বীন এ্যলাউড্ টু ওয়ার্ক এ্যাজ এ লেক্চারার ইভ্ন ইন্ দি প্রিজ্ন্। টু রেন ইজ্ ওয়ার্থ এ্যাম্বিশন্, দো ইন্ হেল্! হেল্ ইজ্ মিজারি অর সাফারিং; বাট্ হিয়ার আই এ্যাম ফ্রাড্ দেয়ারফ্রম্ বাই ইওর অগষ্ট সেল্ফ্।

মোবারলি—মাই অগষ্ট সেল্ফ? ইউ আর মিস্টেকন, ইয়ং ম্যান্। আমি জেল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট—চোর পাকিয়ে চৌকিদার! দয়া-মায়া-প্রীতি-মমতা ব'লে আমাদের কিছুই নেই। আমরা লৌহকপাট নাড়াচাড়া করি, কাজেই আমাদের প্রাণমনকে লোয়ার মতন করে গড়তে হয়। কিন্তু তা' হ'লেও আমরা মানুষ। তাই অমানুষের মধ্যে যখন মানুষের দেখা পাই তখন মানুষের কাজ না করে পারি নে। মনুষ্যত্বের এই ধর্ম্ম!—এর প্রমাণ তুমি পাবে রাখাল রায়ের ছেলে দুর্গাদাসের কাজে।

কালীশঙ্কর—আপনি কি করে জানলেন, স্যার?

মোবারলি—এর বেশী এখন জান্তে চেওনা; পরে সবই জান্বে।

আঠার

রাখালরায়ের বৈঠকখানা—সুন্দর-প্রশস্ত-সুসজ্জিত—আলোবাতাস-যুক্ত। বৈঠকখানার সঙ্গে অন্তঃপুরের কোন সম্বন্ধ নেই। সাম্নে রাস্তা—গ্রামের লোক যাতায়াত করে। রাখালরায় সাধারণতঃ ওপরের ঘরে বসে। লোক এলে বৈঠকখানায় যায়; অনেক রকমের লোক আসে—অনেক রকমের কথাও হয়—অনেক রকমের নেশাও চলে।

ইষ্টারের ছুটী। দুর্গাদাস কল্কাতা থেকে এসেছে—অন্দরমহলে আছে। তা'র উদ্দেশ্য পুত্রকলত্রাদিকে নিয়ে কল্কাতায় বাসা বাঁধ্বে।

পিতাপুত্রে দেখাশোনা বড় একটা হয় না। আসল কথা, এই রাখালরায়ের উচ্ছৃঙ্খলতা দেখে পত্নী মহামায়া অর্থাৎ দুর্গাদাসের জননী যখন কোন আপত্তি করে তখন সংসারে ভীষণ অশান্তির সৃষ্টি হয়—; রাখালরায় নেশার ঝোঁকে পত্নীকে প্রহার করে—কু কথা বলে—আবার চড়-কিল-লাথি মারতেও দ্বিধাবোধ করেন না। কিন্তু রাখাল-রায়কে মহামায়া যখন বলে—সব অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করে যাচ্ছি, আর না! এবার দুর্গাদাস এলেই সব বলে দেবো—তখন রাখালরায় মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মত নিস্তেজ—নির্জীব হ'য়ে যায় আর "ঘরের শত্রু বিভীষণ"—এই কথা ক'টী বিড় বিড় করে উচ্চারণ করতে করতে স্বস্থানে প্রস্থান করে। পুত্র দুর্গাদাসকে রাখালরায় যমের মত ভয় করে।

আজ রাখালরায়ের বৈঠকখানায় কতকগুলো লোক দলবেঁধে এসেছে তাদের আকস্মিক বিপদের কথা জানাতে। এদের মধ্যে আছে কয়েকটি ডাকসাইটে গুণ্ডা—গোবর্দ্ধন, আবদুল, দিলমহম্মদ, বিপ্‌নে সর্দ্দার ও কেনারাম পাকড়াশী। বিপ্‌নে সঁচবাৎ বলতে খুব মজবুৎ। ক'দিন আগে বিপ্‌নের সঙ্গে দুর্গাদাসের কথা হয়েছিল—কালীশঙ্কর যে নিরাপরাধ সে কথা বিপ্‌নে ও কেনারাম দুর্গাদাসের মুখথেকে শুনে নিয়েছে—আরও শুনেছে যে কালীশঙ্করের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিয়ে তা'কে আন্দামান থেকে খালাস করে আনতে সে বদ্ধপরিকর এবং সেই খালাসের সঙ্গে সঙ্গে রাখালরায়ের দলকে আন্দামানের শ্রীঘরে গিয়ে বাস করতে হবে। তাই ভয়ে রাখালরায়কে কিছু বলবার জন্যে সকলে দলবেঁধে এসেছে। রাখাল-রায়কে বাড়ীর ভেতর থেকে ঝগড়া করে আসতে দেখে কেনারাম বলে ফেললো, রায়মশাই, এবার আপনিও গেলেন—আমরাও গেলাম! বাঁচবার কোন রাস্তাই নেই। রাখালরায়—ভাবগতিক দেখে কতকটা তাই মনে হয় বটে, কিন্তু রাস্তা আছে।

বিপ্‌নে—কু-রাস্তা অনেক আছে, রায়মশাই, কিন্তু সু-রাস্তা আছে কি?

রাখাল—আরে, রাস্তা হ'লেই হোলো! আমাদের কাছে সু আর কু—একই কথা :

বিপ্‌নে—না রায়মশাই, আমরা কু-রাস্তায় আর যাবো না।

রাখালরায়—কারণ? কেনারাম এইবার উত্তর দিল; বললে, কারণ অতি সোজা; পরক্ষণেই গোবর্দ্ধনের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'রে বল্‌লে, এই গোব্‌রা, তুই কারণটা ব'লে দে তো!

বিপ্‌নে ও কেনারামের কথাগুলো গোবর্দ্ধন এতক্ষণ ধ'রে মন দিয়ে শুন্‌ছিল। এখন কেনারামের কথায় উৎসাহ পেয়ে জোর গলায় বল্‌তে লাগলো, কারণটা কি এখনও বুঝ্‌তে পারছেন না? তাহলে পষ্ট ক'রেই বলি; কারণ হচ্চে—আপনার-জোচ্চুরি-শয়তানী-জালিয়াতী ফেরেববাজী।

রাখাল—আর তোমরা কি সবাই ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির?

রাখালরায়ের কথার জবাব দিল আব্‌দুল; বল্লে, আমরা তো হাঁদা, মুখ্যু, নীরেট, গবেট—যা' বলেছেন তাই শুনেছি। আমাদের বোকা বানিয়ে আপনি সব কাজ হাঁসিল করেছেন, আমরা কুকুরের মত ফ্যানেতেই খুসী হইছি; ভাত, ডাল, মাছ, তরকারী তো আমাদের ভাগে পড়েনি—ভাগ্যেও জোটে নি কোন দিন অথচ কত বড় পাপ—কত বড় অন্যায় আমরা করেছি শুধু আপনারই জন্যে!

রাখালরায়—তাই নাকি? কিন্তু তোমরা কী বল্‌তে চাইছ? আমার জন্যে তোমরা পরের পাকাধানে মই দিয়েছ?

গোবর্দ্ধন চট্ করে উত্তর দিল, হাঁ, তাই দিইছি। আমরা আপনার ধাপ্পা—আপনার বড়ের চাল তখন বুঝ্‌তে পারিনি; তাই নিরীহ-নিরপরাধ-বিদ্বান দেবতুল্য কালীশঙ্কর আজ আন্দামানের জেলে আর আপনি জোচ্চোর-জালিয়াত-ফেরেববাজ-ডাকাতের সর্দ্দার হয়েও আজ সম্ভ্রান্ত-গুণবান-মহানুভব-বড়লোক সেজে বসে আছেন। চমৎকার! গোবরের গুব্‌রে পোকা আজ পদ্মফুলে বসে মধু আহরণ করছে!

গোবর্দ্ধন ওরফে গোব্‌রার শ্লেষব্যঞ্জক অপ্রিয় সত্যের প্রকাশভঙ্গী

দেখে রাখালরায় তেলেবেগুনে জ্বলে উঠ্‌লো—বল্লে, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আমি গুব্‌রে পোকা!

রামচরণ রাখালরায়ের সমবয়সী; ইস্কুলে একসঙ্গে পোড়তো—একসঙ্গে খেলা করতো—একসঙ্গে বেড়াতো। সুতরাং উভয়ের মধ্যে "তুমি" "তুমি" বলে সম্বোধন করা রেওয়াজ আছে। রামচরণ কিছুক্ষণ আগে চুপচাপ এসে বসেছিল—একটিও কথা কয়নি যদিও সে মনে-প্রাণে রাখালরায়ের সঙ্গ অনেক আগে থেকেই ত্যাগ করেছে। রামচরণ এইবার সুযোগ বুঝে বল্লে, ছাখো, রায়, এরা আমাকে অনুরোধ করে ডেকে এনেছে তোমার কাছে। গোব্‌রা তোমাকে গুব্‌রে পোকা বলেছে বলে তুমি রেগে টঙ্‌ হয়েছো। কিন্তু সত্যিই কি তুমি সামান্য গুব্‌রে পোকা না আরও কিছু? আমি তো তোমার মধ্যে অনেক কিছু দেখতে পেইছি, চাঁদ! শোনা যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নাকি অর্জ্জুনকে নিজের মধ্যে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন; কিন্তু আমি স্বচক্ষে যে তোমার বহুরূপ দেখিছি। —সে সবতো ভোলবার নয়, ভেইয়া!

কভু তুমি উই সেজেছ, কভু ইঁদুর, কাঁকড়াবিছে;
কভু বিষধরটি সেজে ছুব্‌লে দিলে নিছক-মিছে।
বহুরূপীর রূপটি মেখে রইলে তুমি সবার মাঝে!
আমি জানি তোমার সে 'জাল'—তাইতো ভাবি সকাল সাঁঝে।

রামচরণের এই বানানো শ্লোকটি শুনে রাখালরায় হতভম্ব হ'য়ে গ্যালো; বল্লে, রামচরণ তুমিও শেষে এদের দলে যোগ দিলে!

রামচরণ—কি কোরবো, বল! তুমিই যে আমায় বাধ্য করালে!

রাখালরায়—তার মানে?

রামচরণ—মানেতো পরিষ্কার! এই গোব্‌রা, মানেটা তুই ভাল করেই জানিস্‌—রায়কে বুঝিয়ে দে।

গোবর্দ্ধন—রায়মশাই, তোমার নীচতা-শঠতা-শয়তানী-কৃতঘ্নতা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে তোমার নিজের ছেলে। আমরা বাউণ্ডুলে-বদমায়েস্‌-গুণ্ডামার্কা শুধু অভাবের তাড়নায়; সামান্য কিছু পেলেই মদ খাবার লোভে আমরা খুন করতেও পেছপা

হই না। তোমরা ভদ্দরলোক—লেখাপড়া জানো; কেন আমাদের সুশিক্ষা দাও না? কেন একটু মদের লোভ দেখিয়ে আমাদের কুপথে নিয়ে যাও? কেন আমাদের দিয়ে নিরীহ লোকের সর্ব্বনাশ করাও! সত্যি, রায়সাহেব, দুর্গাদাস তোমার ছেলে—এ কথা আমাদের মন বিশ্বাস করতে চায় না।

রাখালরায়—ওঃ! ঘরের শত্রু বিভীষণ! "এতক্ষণে বুঝিলাম কেমনে সৌমিত্রি পশিল রক্ষঃপুরে!"

দুর্গাদাস আগে থেকেই গোপনে এসে দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে সব হট্টগোল শুনছিল। পিতা রাখালরায়ের মুখথেকে বিভীষণের কথা শুনে সকলের সাম্নে এসে দাঁড়ালো,—বল্লে, বাবা, ঘরের শত্রু কোনদিন বিভীষণ ছিলেন না—স্বয়ং দশানন! পরস্ত্রীহরণ মহাপাপ—শুধু এই কথাটি তিনি রাবণকে বোঝাতে চেয়েছিলেন; কিন্তু চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী! —ফলে বিভীষণ পেলেন পদাঘাত—দুঃখে-অপমানে-বেদনায় সত্যাশ্রয়ী বিভীষণ আসুরিকশক্তিমদমত্ত দশাননকে পরিত্যাগ ক'রে নররূপী নারায়ণ রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হলেন।

রামচরণ—রাখালরায়, শুন্‌লে ছেলের কথা? আগেই বলেছি, দুর্গাদাস যে তোমার ছেলে, এ কথা ভাবতেও পারিনে—বিশ্বাস তো দূরের কথা! আমি এখনও 'গুণ্ডা' নামে পরিচিত, কিন্তু বামুনের ছেলে! দুঃখে—অভাবে—বোঝবার ভুলে গুণ্ডার দলে মিশেছিলাম; অনেক আগেই আমার সে ভুল ভেঙ্গেছে দুর্গাদাসের মহত্ত্ব দেখে। কালীশঙ্কর মহাপ্রাণ—দীন-দুঃখীদের আশ্রয়—গিরিজাবাবুর কুলপ্রদীপ; সে আজ বিনাদোষে সবকিছু হারিয়ে বসে আছে তোমার চক্রান্তে, রায়! তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা আজ গরীবের দলে—তারা গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে—তাদের ভীষণ অভাব! তুমি তাদের কিছু জমি বেচতেও দিলে না—তাদের বাঁচ্‌তে দিতেও চাওনা!

রাখালরায় সকলের সমবেতচেষ্টার মাত্রা দেখে মুহূর্ত্তের জন্যে আতঙ্কযুক্ত হোলো, কিন্তু পরক্ষণেই স্বীয় বুদ্ধির সাহায্যে নিজেকে সাম্‌লে নিল। মুখে চোখে যে ভীতির নিদর্শন প্রকটিত হ'য়েছিল তা'

কৌশলে ঢেকে পুত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে কথার প্যাঁচ কশে বল্লে, রামচরণ, হিংসার বশে তোমরা আমার যে সর্ব্বনাশ করবার চেষ্টা কোরছো তা' হতে দেবো না—সে সব ব্যর্থ ক'রে দেবো। দুর্গাদাসকে তোমরা চিনতে পারনি, সে আমারই ছেলে—আমার সর্ব্বনাশ সে ক'রতে পারবে না; কারণ, আমি যা' কিছু করেছি তারই ভালর জন্যে!

দুর্গাদাস পিতার শঠতা সহজেই বুঝে নিল; তাই সে স্পষ্ট ভাষায় বলতে লাগলো, বাবা, আমারই ভালর জন্যে আপনি সব কিছু করেছেন? জমিদার গিরিজাশঙ্করের বন্ধু সেজে তাঁর গুপ্তধনের কথা জেনে নিয়ে আত্মসাৎ করা কি আমারই ভালর জন্যে? জমিদারের শিশু পুত্রকে কিড্‌ন্যাপ্‌ করে প্রচুর অর্থ-সংগ্রহ করা কি আমারই ভালর জন্যে? জমিদারীর দলিলপত্র জাল করে লাটে উঠিয়ে দিয়ে নীলেমের ডাকে ডেকে নেওয়া কি আমারই ভালর জন্যে? অন্যায়-অধর্ম্মের প্রতিবাদ ক'রে মা যেভাবে আপনার হাতে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপমান সহ্য করে আসছেন তাও কি আমারই ভালর জন্যে? আলেকজাণ্ডার তাঁর নিজের মায়ের প্রতি পিতা ফিলিপের দুর্ব্যাভার দেখে ক্রোধান্ধ হয়ে পড়েছিলেন—পিতাকে উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্যে ছুটে চলেছিলেন কিন্তু মায়ের সজল নয়নের অনুনয়ে তাঁকে মুখ বুঁজে চুপ ক'রে থাকতে হয়েছিল। আপনার গোঁয়ারতুমি—আপনার বর্ব্বরতা—আপনার উচ্ছৃঙ্খলতা দেখে শুনে আমার কি মনে হয় জানেন? মনে হয়, আপনাকে উপযুক্ত শাস্তি দিই, কিন্তু মনের এই ভাব থাকে শুধু ততক্ষণ যতক্ষণ ভাবি আপনি জুয়োচোর-লম্পট-জালিয়াত-হৃদয়হীন-শয়তান। কিন্তু যখনই মনে হয় আপনি আমার জন্মদাতা—পিতা তখনই যীশুখৃষ্টের মত বুকফাটা আর্ত্তনাদ নারবেই বুকের মধ্যে চীৎকার করে উঠে বলে "ইলয়, ইলয় লামা সাবাক্‌থানি!" জানবেন—

অধার্ম্মিকো নরো যো হি যস্য চাপ্যনৃতং ধনম্।
হিংসারতশ্চ যো নিত্যং নেহাসৌ সুখমেধতে॥ —মনুসংহিতা (৪।১৭০)

—মনুর কথানুসারে চল্‌তে চেষ্টা করুন।

রাখালরায় পুত্রের বাক্যবাণে বিদ্ধহয়ে ছটফট করতে লাগলো;

রাগে তার চোখদুটো লাল হয়ে উঠলো—মনে হতে লাগলো যেন আগুন ঠিক্‌রে পড়বে। যাইহোক, তাড়াতাড়ি নিজেকে সাম্‌লেনিয়ে ছেলেকে ডেকে বল্লে, ভাখ্‌ দুর্গাদাস, যা' রয়-সয় তা'ই ভাল; কথায় আছে "অতিবাড় বেড়োনা ঝড়ে ভেঙে যাবে, অতিখাটো হয়ো না ছাগলে মুড়িয়ে খাবে।" তাইবলি, আমার কাজের সমালোচনা না করে নিজের চর্কায় তেল দেওয়া ভাল।

দুর্গাদাস—বাবা, আপনি তো নিজের চর্কায় তেল দিচ্ছেন না! তাতেই তো আমার দুঃখ! যাদের সম্পত্তি-টাকাকড়ি আপনি আত্মসাৎ করে রেখেছেন তাদের সে সব ফিরিয়ে দিন। তাহলেই আপনার পরকাল রক্ষা পাবে—নিজের চর্কায় তেল দেওয়া হবে। তারপর আপনি ছদ্মবেশে বহুদূরে চলে যান,—কেবল আমাকে চিঠি লিখবেন ছদ্মনামে—আমি আপনাকে টাকা পাঠাবো আপনার দরকার মত; তারপর শেষে সব সুব্যবস্থ হ'লে আপনাকে আসতে বোল্‌বো—কালীশঙ্কর মহৎ—সে আপনাকে ক্ষমা করবে।

রামচরণ দুর্গাদাসের কথায় যেন একটা সরল-সুন্দর পথ খুঁজে পেলো—সাপও মরবে অথচ লাঠীও ভাঙ্‌বেনা! তাই সে দুর্গাদাসকে লক্ষ্য করে বল্লে, ঠিক বলেছ, দুর্গাদাস। তোমার অন্তরটা আঁকুপাঁকু ক'রে উঠছে তোমার বাবাকে বাঁচাবার জন্যে আর সেটা অস্বাভাবিক নয়। তারপরেই রাখালরায়ের দিকে তাকিয়ে রামচরণ মৃদুভাষায় বল্লে, রায়, আমি একেবারে নিরক্ষর নই। যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনংবালকাদপি! ছেলের কথাই শোনো—ভাল হবে।

রাখলরায়—তোমরা সব এখন যাও, আমায় একটু একা থাক্‌তে দাও।

দুর্গাদাস পিতার মনের অবস্থা বুঝে সকলকে স্ব-স্বগৃহে যাবার জন্যে অনুরোধ জানালো—বল্লে, আপনারা এখন আসুন, আমি বল্‌ছি, কারও কোন ভয় নেই—পরে কথা হবে। সকলের প্রস্থানের পর দুর্গাদাস পিতাকে বল্লে, বাবা, যা বলবার তা বলেছি, দয়া করে শুনবেন।

রাখালরায় পুত্রের সব কথাই শুনলো! চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী! রাখালরায় কতকটা ক্যাস্কার মত জবাব দিল হাতদিয়ে—দুর্গাদাসের গালে ঠাস্ করে এক চড় কষিয়ে দিয়ে বল্লে, দূর হয়ে যা আমার সাম্নে থেকে। আমি জানি কোথায় আমার ঘা। আই নো অন্ হুইচ্ সাইড্ মাই ব্রেড ইজ্ বাটার্ড!

পিতার আকস্মিক আচরণে দুর্গাদাস স্তম্ভিত হ'য়ে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়চিত্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

উনিশ

তারিণীপুর ছেড়ে যেতে হবে কল্কাতায় শিবানীকে পুত্রকন্যা নিয়ে। উদ্দেশ্য তার মহৎ—পুত্র ও কন্যাকে সুশিক্ষিত ক'রে তোলা; প্রতিভা তো স্কুলে পড়ছে—কল্কাতায় গিয়ে পড়বে এই যা! কিন্তু কালীশঙ্কর অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন; এটুকু ছেলের এখান থেকে ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করে কলেজে পড়া সম্ভব নয়—উচিতও নয়; ওর পড়াশুনোয় সাহায্য করা—ওর পড়ার সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া একান্ত দরকার। লেখাপড়া সাধনা! কিন্তু আজকাল সেইসাধনা নিছক জাঁক হয়ে পড়েছে!

"চক্চকে ভাল বাঁধা বইগুলো চাই।

পড়া দিতে গিয়ে, হায়, কিছু পারে নাই!"—আজকাল পোষাকের সাম্যভাব আছে—পুস্তকের প্রাচুর্য্য আছে—ল্যাবোরেটরীর জাঁকজমক আছে—বিশাল পাঠাগার গুঁড়ো করে পায়রার খোপ করবার হুকুম আছে—বিশ্ববিদ্যালয়কে এ্যাম্পুটেট্ করবার জন্যে কড়া নজর আছে—বার্কস্ স্পীচ্ না পড়ে বি-এ পাস করবার নিয়ম আছে—পড়ি আর না পড়ি—পড়াই আর না পড়াই কায়মনোবাক্যে 'গডিশো' আছে! বিশ্ববিদ্যালয়—আল্মামেটার—সীজারের 'ডোমাস্ পাব্লিকা'! যার পূর্ব্বগৌরব নিশ্চিহ্ন দেখে চোখ দিয়ে জল আপনিই গড়িয়ে পড়ে!

থ্যাকারের 'ভ্যানিটাস ভ্যানিটেটম্ মনে পড়ে—

ও! ভ্যানিটি অফ্ ভ্যানিটিজ!
হাউ ওয়েওয়ার্ড দি ডিক্রীজ্ অফ্ ফেট আর্!
হাউ ভেরী উইক্ দি ভেরী ওয়াইজ—
হাউ ভেরী স্মল দি ভেরী গ্রেট্ আর!

যাইহোক্, এসব শিবানীর মন মেনে নিতে পারে না। শিবানী ভাবে লেখাপড়া তো অনেকেই শেখে—পাস তো অনেকেই করে—কিন্তু সত্যিকার লেখাপড়া শেখে ক'জন! পাসের মত পাস করেই বা ক'টা ছেলে মেয়ে! আমি তো বি, এ, পাস করেছি, কিন্তু দিলীপ আমার পেটের ছেলে—ঐটুকু বয়েসে ম্যাট্রিক পাশ করে সে যা' জানে—তা'র যা' বুদ্ধি বা জ্ঞান তা'র তুলনায় আমিত মুখ্যু! নাঃ—নাঃ! ওকে এখান থেকে কল্‌কাতায় নিয়ে যেতেই হবে—প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি করাতেই হবে তা সে যত টাকাই লাগুক! আর তা' বাদে ওতো অনেকগুলো স্কলারশিপ পাবে! তা'তে ওর পড়ার খরচের অনেক সুবিধা হবে। ওর স্কলারশিপের টাকায় আমাকে যেন কোনদিন হাত দিতে না হয়! বকুলবাগানে যে বাড়ীটা অবশিষ্ট ছিল সেটা তো রাখালরায় গ্রাস করেছে মর্টগেজী দলিল দেখিয়ে! সুতরাং সে বাড়ীর ভাড়াও পাব না—তাতে থাক্‌তেও পাব না, অথচ ঐটার ভাড়ার টাকায় আমাদের সব খরচ মিটে যাবার কথা।—আন্দামান যাবার আগে এ কথা আমাকে জানিয়েছিলেন। রাখালরায় জাল করতে সিদ্ধহস্ত। কি ভয়াবহ লোক! সবকথাই লিখে জানিয়ে দিইছি। এই সব ভাবতে ভাবতে শিবানী দিলীপশঙ্কর ও প্রতিভার মাঝখানে শুয়ে পোড়লো ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে, কারণ খুব সকালে উঠ্‌তে হবে—বেলা দশটায় গাড়ী।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জেগেই শিবানী বিছানায় বসে পূর্ব্বদিকে মুখকরে স্তোত্রপাঠ করতে লাগলো—"ব্রহ্মামুরারী ত্রিপুরান্তকারী" ইত্যাদি। কিন্তু এর ভিতরকার শ্লোকটী—

"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকং নাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্॥"

—উচ্চারণ করতে গিয়েই মনে পোড়লো স্বামীর কথা! কালী-শঙ্করের মতে ঐ শ্লোকটী প্রক্ষিপ্তবাক্য। তাই শিবানী ঐ শ্লোকটী বলার পরই স্বামীর লেখা শ্লোকটী—

সতী-সীতা-সাবিত্রী-চিন্তা-শৈব্যা-দময়ন্তী-।
বেহুলাদি-স্মরণং হি মহাপুণ্য মর্জ্জনম্॥

—আবৃত্তি ক্োরলো। কালীশঙ্কর বোল্তো অহল্যা, দ্রৌপদী প্রভৃতিকে সতী, সীতা, সাবিত্রী, চিন্তা, শৈব্যা, দময়ন্তী ও বেহুলার আসনে বসানো যায় না। গোঁড়া হিন্দুরা আপত্তি করতে পারেন, কিন্তু শিবানী তা মেনে নিতে পারে না। খাঁটী দুধ ও পচা ঘোল সমান হতে পারে না।

যাইহোক, স্তোত্রপাঠ শেষ করে শিবানী মাটীতে নেমে এই গানটা গাইতে লাগলো একমনে—এটা কালীশঙ্করের লেখা—সবচেয়ে প্রিয়—

(১)

আদিপিতা, ভগবান!
একে বহু তুমি, বহু মাঝে এক
হ'য়ে আছো অনুমান!
লোকমুখে শুনি, বেদে কয় জানি—
তরুলতা ফুল করে কাণা-কাণি
আলো, জল, বায়ু, হৃদি, প্রাণ, মন
—সব কিছু তব দান!

(২)

পতিতের তুমি 'পতিতপাবন',
হিন্দুর তুমি 'হরি-নারায়ণ', ;
ছোট-বড় আদি যত নর-নারী
করে তব গুণগান।

(৩)

মগে ডেকে বলে, তুমি ফারাকারা,
'গড্' বলে ডাকে খৃষ্টান্ যারা,
'খোদা' নামে ডাকে পাঠান, মোগল,
কাজী ও মুসলমান।

(৪)

'ব্রহ্ম' তোমায় ব্রাহ্মোরা কয়,
জৈন সবার 'জিনা' পরিচয়,
বৌদ্ধেরা বলে 'অনস্থয়া' সার,
দুঃখী কয় 'দয়াবান'।

(৫)

মাঝি ডেকে যায়, 'বদোর বদোর',
'টাইটেন' নিয়ে চায়না বিভোর!
'জয় কালী' নামে কাপালিক যত
করে তোমা প্রণিধান।

(৬)

'আহুরা মাজদা', তুমি যে মহান্!
—এই বলে ডাকে জোরোয়াস্ট্রিয়ান্;
'সাব্‌ষ্ট্যান্‌সিয়া' স্পিনোজার কথা—
'ও'রসোল্' 'মার সান্!

(৭)

কীটসের তুমি মধুর 'বিউটী',
মানুষের তুমি আসল 'ডিউটী',
শেলী বলে 'লভ্', উইল্যাম্ 'থট্'
প্লেটো 'গুড্' বলে যান।

(৮)

সোপেনহায়েরের তুমি যে 'উইল'
হারবার্ট বলে, 'আন্‌নোয়েবিল'
ক্যাণ্টের তুমি 'ডিং-এ্যান্-সিচ্'
মানুষের তুমি 'মান'।

(৯)

প্লটিনস্ বলে 'এ্যানিমামণ্ডি',
শাক্তেরা ডাকে 'রুদ্রচণ্ডী',
'ব্রহ্মা'র রূপে করিছ সৃজন,
'বিষ্ণু' সবার প্রাণ।

(১০)

কোথা তুমি, ভগবান!
আমি যে তোমারে ডাকি এতক'রে
—নাহি কি গো তব কাণ?

(১১)

নাহিক দরদী, নাহি ভালবাসা,
জীবন হয়েছে দাবা-বড়ে-পাশা!
—এই কি তোমার মানব সমাজ?
—এই কি বরত্তমান?

(১২)

সবল চাহে যে করিতে আরাম,
দুর্ব্বল যারা কাঁদে অবিরাম;
আততায়ী পায় হানিছে কুঠার
—এই কি গো তব দান?

(১৩)

মানুষের মাঝে নাহি যে মিলন,
মানুষ করে যে মানুষে নিধন!
—অমানুষ জনে শিক্ষা-সাধনে
জাগাও ধরম-জ্ঞান!

গান গাওয়া শেষ হলে মাটীতে নেমে বাড়ীর ফটকে গিয়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিয়ে লক্ষ্মী নারায়ণের ছবি ও স্বামীর ফটো প্রণাম করে গরুর গোয়ালে প্রবেশ কোরলো শিবানী। সেখানে গিয়ে দেখ্‌লো দুটো গাই—রত্না ও নন্দা—জাবর কাট্‌তে কাট্‌তে বাছুরকে দুধ খাওয়াচ্ছে। শিবানীকে দেখে তারা জিভ্ বার করে তার হাত চাট্‌তে আরম্ভ করে দিল। রত্না ও নন্দা শিবানীকে বড় ভালবাসে! তাদের ছেড়ে যেতে হবে ভাব্‌তে গিয়ে শিবানীর চোখে এলো জল! শিবানী তাদের গায়ে—মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্লে, আবার আমি আস্‌বো; তোমরা ভালো হয়ে থেকো। কবে উনি মুক্তি পাবেন বল্‌তে পারো? আর যে সইতে পারছি না, মা!—এই বল্‌তে না বল্‌তে শিবানীর চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগলো আর রত্না ও নন্দা শিবানীর চোখের জল জিভ্ দিয়ে চেটে মুছিয়ে দিল!

এর পর শিবানী বেলা হচ্ছে দেখে গোয়াল থেকে বেরিয়ে পড়বে, এমন সময় দেখ্‌তে পেলো দূর থেকে একজন অন্ধ ভিখারীর হাত

ধরে একটা ছোট মেয়ে বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়ালো। প্রতিভা ও দিলীপ তখন বিছানা থেকে উঠে হাতমুখ ধুচ্ছিল। অন্ধ ভিখারীকে দেখে তারা দু'জনেই চীৎকার করে মাকে ডেকে বল্লে, মা, বোষ্টুম ঠাকুর এসেছে। শিবানী চেঁচিয়ে বল্লে, বস্‌তে বল, আমি যাচ্ছি।

একটু পরে শিবানী এসে জিগ্যেস কোরলো, বৃন্দাবন যে! এত সকালে কোথা থেকে ?

বৃন্দাবন উত্তর দিল, কাল তারাপুরের লোকেরা বলাবলি করছিল আজ নাকি আপনারা কল্‌কাতায় যাবেন। তাই শুনে অন্ধের প্রাণ কেঁদে উঠ্‌লো—তাই চলে এনু ; দাদাবাবুর কথা কেবলই মনে পড়ে। দাদাবাবু তো নরাকারে দেবতা—এমন লোকেরও এমন বিচার হয় ! সব রাখাল রায়ের কারসাজি ! সর্ব্বনেশে লোক এই রাখালরায়। কিন্তু, মা, বলে রাখনু,—রাখালরায়ের দুর্গতি সবাই দেখতে পাবে ! রাজার রাজা আছে—নিক্‌তির মাপে তাঁর বিচার ! শিবানী এসব কথার কোন জবাব না দিয়ে প্রতিভাকে বল্লে, প্রতিভা, বৃন্দাবনকে কিছু চাল ডালের সঙ্গে একটা টাকা দিয়ে দে—বাক্সে আছে।

বৃন্দাবন—আবার কবে দেখা হবে, মা ?

শিবানী—দেখা ঠিক হবে। আমরা গেলেও তুমি মাসহারা নিয়ে যাবে—নায়েব মশাই দেবেন। বছরে দুবার আসবো—পূজোয় আর গরমের ছুটীতে। বৃন্দাবন ভগবানের উদ্দেশে হাত জোড করে তার দাদাবাবুর মুক্তি-প্রার্থনায় কেঁদে প্রণাম জানালো। তারপর কন্যার হাত ধরে শিবানীকে প্রণাম ক'রে 'আসি মা' ব'লে প্রস্থান কোরলো।

ঠিক এই সময়ে ছ'জন ভিক্ষুক উঠোনে এসে দাঁড়ালো। এদের মধ্যে একজন পাগলী, একজন খোঁড়া, একজন বোবা, দুজন বোষ্টুমী ও একটী ছোট ছেলে ; এদের প্রত্যেকেই প্রতিমাসে দু'একবার এসে থাকে শিবানীদের বাড়ীতে ভিক্ষের জন্যে। কিন্তু আজ এরা এসে জুটেছে একদিনে একই সময়ে শিবানীদের চলে যাওয়ার কথা শুনে। যাইহোক, শিবানী প্রত্যেককে কিছু কিছু দিয়ে এবং ভবিষ্যতে বরাদ্দমত সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে বিদায় নিল। শুধু বিদায় নিতে পারলোনা

ছেলেটার কাছ থেকে। ছেলেটার নাম নিতাই—নিতাই নাছোড়বান্দা —সে দিলীপের সঙ্গে কল্‌কাতায় যাবেই—বল্লে, দাদাবাবু, আমাকে নিয়ে চল—মাকে বুঝিয়ে বল আমি তোমাকে না দেখে থাকতে পারবো না! দিলীপ উত্তর দিল, কেন পারবিনে? তুই কি আমাকে রোজ দেখ্‌তে আসিস্?

নিতাই জবাব দিল, হাঁ, নিশ্চই আসি।

দিলীপ—'নিশ্চই আসি' বল্লেই হোলো? এ-তোর মিথ্যে কথা। আর মিথ্যে হোক্, সত্যি হোক্—আমাকে দেখে লাভ কি তোর?

নিতাই—অতো লাভলোকসান্ বুঝিনে; শুধু তোমাকে লুকিয়ে দেখে যাই—না দেখলে বড় কষ্ট হয়—চোখ ফেটে জল আসে।

দিলীপ—এ তোর মন ভেজানো কথা! —এরকম কষ্ট হয় মাকে না দেখতে পেলে; তুই তোর মাকে দেখিস্‌নে বুঝি?

নিতাই—মা বাপ বল্‌তে আমার কেউ নেই।

দিলীপ—তাই নাকি? তবে কে আছে তোর?

নিতাই—শুধু এক দিদি আছে; তা' সে শ্বশুর বাড়ী।

দিলীপ—বেশ ত! দিদির কাছে গিয়ে থাক্‌বি।

নিতাই—হাঁ, দিদির কাছে গিয়ে থাক্‌বে না ছাই! দিদিকেই তারা পেটভরে খেতে দেয় না! তা'তে আবার আমি! পোড়াকপাল!

দিলীপ—তবে সেদিন কা'র টাকা হারিয়ে ফেলে মারখাবি ব'লে কাঁদছিলি?

নিতাই—মোড়োলদের। ও পাড়ায় যদু মোড়োলের বাড়ী আমি পেটভাতায় আছি। অনেক কাজ করতে হয়।

শিবানী এতক্ষণ ধ'রে দু'জনের কথাবার্ত্তা মন দিয়ে শুন্‌ছিল; এইবার কৌতূহল বশে জিগ্যেস কোরলো—হ্যারে, খোকা, কে এছেলেটা? এর সঙ্গে তোর জানাশুনো আছে বুঝি?

দিলীপ—জানাশুনো এমন কিছুই না। তবে গতবছর একটা মজার ব্যাপার ঘটেছিল; তাতেই ও আমাকে চিনে রেখেছে। তোমাকে এর কথা বলা হয়নি। গতবছরে যে দিন ক্লাশ প্রমোশন

পেলাম ফাষ্ট হ'য়ে সেদিন তুমি আমায় একটা টাকা দিয়েছিলে ইচ্ছামত খরচ ক'রে মিষ্টি খেতে। সেই টাকাটা এই ছেলেটাকে দিয়েছিলাম। ওঃ! সে কি কান্না, মা, ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে! জানো, মা, এর মনিবগিন্নী একে একটা টাকা দিয়েছিলেন বাজার থেকে কি সব জিনিষ আনতে। ও রাস্তা দিয়ে বাজারে যাচ্ছিল, এমন সময় পালপাড়ার একটা ধেড়ে ছোঁড়া কথায় কথায় জানতে পেরে ওর হাত থেকে টাকাটা কেড়ে নিয়ে পালালো আর ও রাস্তায় গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদে বুক ভাসাতে লাগলো; কারণ, ও বল্লে, সত্যিকথা কেউ বিশ্বাস তো করবেই না; উপরন্তু ওকে মেরে আধমরা ক'রে ছাড়বে। তাই শুনে টাকাটা ছেলেটাকে দিয়ে দিলাম। জানিনে এটা আমার অপরাধ কিনা। তুমি তো আমায় ইচ্ছামত খরচ করতে বলেছিলে, মা? তাই নিজে খাওয়ার চেয়ে ওকে ঐ অবস্থায় টাকাটা দেওয়া ভালো বলে মনে হোলো। বাইবেলে আছে—"হি হু গিভেথ টু দি পুয়োর লেণ্ডেথ টু দি লর্ড"। তবে বাইবেলের কথা আমি তখন ভাবিনি; পাছে তুমি বকো, এই ভেবে বাইবেলের কথায় এখন নিজেকে জাষ্টিফাই করছি।

শিবানী সব শুনে মুগ্ধ হোলো! দিলীপের কথার জবাব না দিয়ে তা'র মুখ চুম্বন করতে করতে আপন মনে ব'লে ফেললো, "চাইল্ড ইজ্ ফাদার অফ্ দি ম্যান্"! তারপর নিতাইকে বল্লে, তুই বাবা মাঝে মাঝে এসে কিছু কিছু পয়সা নিয়ে যাস্; আমাদের সঙ্গে গেলে, তোর অনেক কষ্ট হবে। দিলীপ লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে তোকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে।

দিলীপও মায়ের কথায় সায় দিয়ে বল্লে, সেই ভালোরে, নিতাই। আমাদের এখন কষ্টের সংসার—বুঝিছিস তো?

নিতাই কেঁদে ফেল্লো; বল্লে, আমি বেশী ভাত খাইনে, দাদাবাবু, তোমাদের পাতের সামান্য দুটী ভাত আমি নুন দিয়ে খেয়ে নেবো —তরকারী আমি চাই নে; আমি তো ওই খাই—মোড়োলবাড়ী আমাকে পাতথেকে কুড়িয়ে কুড়িয়েই তো খেতে দেয়!

নিতাইয়ের এই কথায় শিবানীর চোখে জল এলো ; বল্লে, এই পোড়া পেটের দায়েই কত লোক কত কী করে চলেছে ! যে দেশে প্রধানমন্ত্রীর দৈনিক খরচ পঁচিশ হাজার টাকা সে দেশে শতকরা নব্বুই জন একবেলা আধপেটা খেয়ে থাকে ; আবার কেউ কেউ তাও পায় না ! কেউ কারুকে কি উচ্ছিষ্ট অন্ন দিতে পারে ? ছি ! ছি ! ওহে মানুষ, তুমি যতবড়ই হও না কেন কুলে-শীলে-অর্থে-ঐশ্বর্য্যে, তোমার দর্প চূর্ণ হয়ে গ্যাছে চিরদিনের মত ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট তারিখ থেকে ! আর বোধ হয় তুমি মাথাতুলে দাঁড়াতে পারবে না। পাবলিক ক্যালামিটি ইজ এ মাইটী লেভ্‌লার— বার্কের একথা মিথ্যে নয়।—পয়সার লোভে সবকিছু খুইয়ে বসে আছো—তুমি বস্তীকে ঘেন্না কর, গরীবকে মিথ্যাদোষে অপমান কর, নিঃসহায় শিশুর ওপর অত্যাচার কর, ফন্দী এঁটে বিধবাকে ফাঁকি দাও, নাবালকের বিষয় অপহরণ করতে যাও, সম্পত্তির লোভে পত্নীকে পরপুরুষের কাছে ছেড়ে দাও আর সেই পত্নী হ্যামলেটের মায়ের মত পেত্নী সেজে বাণীর ঝঙ্কারে সতীত্বের হুঙ্কার দিয়ে অংখারে মট্ মট্ করে ! অহঙ্কার পতনের আগে আগে চলে—এই কথাটা শুধু মনে রেখো, তাহ'লে মঙ্গল হবে। অহঙ্কার পাপ—অধর্ম্ম—শুধু ধ্বংসের পথে নিয়ে যায় ; তাই মনু বলেছেন—

অধর্ম্মেণৈধতেতাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততো সপত্নান জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥

(—মনুসংহিতা—৪।১৭৪)

তাই বলি—! অহঙ্কারী—এখনও সাবধান হও—সাম্‌লে চল। সময় আছে।

এইসব মাথামুণ্ডু আপনমনে বল্‌তে বল্‌তে শিবানী যাবার জন্যে গোছগাছ করছিল। যাকে কেন্দ্র করে চিন্তার ঝড় উঠেছিল তার কথা উল্লেখ করে শিবানী বল্লে, খোকা, ছেলেটাকে নিয়ে যাই—কেমন ? ভাগ্যে যা' আছে তা' হবেই। আমরা যদি দুমুঠো খেতে পাই ওকে তা'থেকে কিছু দিতে পারবিনে ?

দিলীপ—নিশ্চই পারবো, মা !

বিশ

যে সত্যিকার মানুষ সে মানুষের কল্যাণ কামনা করে থাকে—মানুষকে মানুষ করবার প্রয়াস পায়—মানুষের সমাজে মানুষ করা কাজ ভালভাবে চল্‌তে দেখলেই সুখী হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য দেশের! দেশ এখন অমানুষে ভরে গ্যাছে! সকলেই বলছে, মিথ্যার যুগ; মিথ্যার আশ্রয় না নিলে পেটে অন্ন জুটবেনা।

কিন্তু সত্যিই কি আজকালকার যুগে সত্যকে বলি দিয়ে মিথ্যার বুলি মুখে করে অমানুষের দরজায় গিয়ে হাঁক্‌তে হবে, ভিক্ষাং দেহি! —ছি! ছি! দুর্গাদাস এইসব ভাবছিল পিতার আচরণে ব্যথা পেয়ে। দুর্গাদাস ধর্ম্মপ্রাণ—সে কি চেয়েছিল? ভাঙাঘর জোড়া লাগাতে—আঁধার ঘরে আলো জ্বালতে—অন্যায়ের গতিরোধ ক'রে যোগ্যপুত্রের কাজ করতে? কিন্তু তার মনে এখন কর্ত্তব্যের দ্বন্দ্ব বেধে গ্যাছে! সে ভাবছে কি করি—কি ক'রলে দুদিক বজায় রাখা যায়! কোন্ উপায় অবলম্বন কর্‌লে সাপও মরে অথচ লাঠিও না ভাঙে! স্বর্গীয় জমিদার গিরিজাশঙ্করের জমিদারীর সমস্ত কাগজপত্র, কলকাতার বাড়ীর দলিল, সঞ্চিত ধনের চিঠি প্রভৃতি সাধনার বুদ্ধির জোরে এখন দুর্গাদাসের হস্তগত। এই সবের সঙ্গে রাখাল রায়ের জাল দলিলগুলো মেশানো থাকায় দুর্গাদাসের মনে এক বীভৎস-ভয়াবহ ভাবের চাঞ্চল্য দুর্নিবার গতিতে বয়ে চলেছে! দুর্গাদাস এখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়চিত্তে অশ্রুভরা নেত্রে ভাব্‌ছে এইভাবে—পিতা স্বর্গ—পিতা ধর্ম্ম অথচ সেই পিতা এত নীচ—এত ছোট! আবার চোখের জল ফেল্‌ছে সেই পিতারই জন্যে! সত্যপ্রকাশ করতেই হবে—মহাপ্রাণ কালীশঙ্করকে মুক্ত করতেই হবে! কিন্তু তার ফলে পিতার শাস্তি—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর—এ অনিবার্য্য! যদি তা না হয় তাহলে চরম শাস্তি—ভগবানের মার—পূর্ণ বাতুলতা!

দুশ্চিন্তাপ্রপীড়িত দুর্গাদাস ঘরের মধ্যে পায়চারী করছে, এমন সময় পত্নী কল্যাণী দূর থেকে দেখতে পেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে বললে, তোমার কি হয়েছে বল তো ? ঘরে এমন ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছো কেন ?

দুর্গাদাস—হবে আর কি ? আমাকে ভূতে পেয়েছে !

কল্যাণী—ও আবার কি কথা !

দুর্গাদাস—যা' সত্যি তাই বল্‌ছি।

কল্যাণী—কি যা তা বোক্‌ছো।

দুর্গাদাস—ভূতে পেলে মানুষ যা'তা'ই বকে।

কল্যাণী—তবে তুমি যা'তা'ই বক—আমি চল্লাম।

দুর্গাদাস—না, না যেতে হবে না। বোসো, সব বল্‌ছি।

তারপর দুজনে টেবিলের পাশে দুখানা চেয়ারে বোস্‌লো। দুর্গাদাস পিতার সমস্ত অন্যায় আচরণের কথা স্ত্রীকে বিশদভাবে বলে জিগ্যেস কোরলো, এখন কি করা যায় বলতো ? একটা নিরীহ পরিবারের প্রতি এতবড় অন্যায়—এত বড় অত্যাচার আর তো মুখ বুঁজে সহ্য করতে পারছি না !

কল্যাণী—এতদিন ধ'রে তো সহ্য ক'রে এসেছ ! বাকি কটা দিনও সহ্য করতে পারবে।

দুর্গাদাস—তা'র মানে ?

কল্যাণী—মানে তো শক্ত নয়। "শরীরের নাম মহাশয় যাহা সহাও তা'ই সয়।" ধরিত্রী তো সব সয়ে যাচ্ছেন, তাই তো তাঁর নাম সর্ব্বংসহা ! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যাদের ওপর অত্যাচার হয়েছে বা হচ্ছে তারা তো বেশ মুখ বুঁজে সহ্য ক'রে যাচ্ছে ! তা তোমার এ্যাতো মাথাব্যথা কেন ? কল্যাণীর শেষ কথাটায় যেন শ্লেষব্যঞ্জকস্বর বেজে উঠলো !

দুর্গাদাস—ওদের সহ্য করা ছাড়া উপায় কি ? কে প্রতিবাদ করবে ? আমার হয়তো মাথা আছে তাই এত ব্যথা !

কল্যাণী—ও মা ! তোমার মাথা আছে বুঝি !—থাকলেও তা গোবরভরা !

দুর্গাদাস—তোমার আজ কি হোলো ? তুমি যে আমাকে যা খুসী তাই বলে যাচ্ছো।

কল্যাণী—তোমার মাথা আছে শুনে বল্‌তে হচ্ছে। মাথা যদি থাক্‌তো তা'হলে দুঃখিনীর ওপর চরম অত্যাচারের গুজব তোমার কাছে ধরা পোড়তো।

দুর্গাদাস—কা'র কথা বোল্‌ছো ?

কল্যাণী—কা'র কথা আবার ! শিবানীর কথা—দিলীপের মায়ের কথা।

দুর্গাদাস—কি হয়েছে তাঁর ?

কল্যাণী—কি হয়নি তা'র শুনি ? রাজরাণী আজ ভিখারিণী ! কল্‌কাতার বাড়ী গ্যালো, জমিদারী গ্যালো, নিরপরাধ স্বামী গ্যালো সুদূর আন্দামানে, ছেলেটা পাস কোরলো—ফার্ষ্ট হোলো ! কিন্তু পড়াবার পয়সা নেই ; শেষ সম্বল—পুকুর, বাগান, ধানজমি আর বাস্তুভিটে—বিক্রী করতে চাইলো—তাতেও প্রচণ্ড বাধা ! ভয়ে কেউ কিন্‌লো না—শেষে দেশ ছেড়ে চোল্‌লো অকুল পাথারে ঝাঁপ দিতে দুটো বাচ্চাকে নিয়ে ! বলতো এসব কা'র চক্রান্তে ঘোট্‌লো ? সব জেনে শুনেও তুমি চুপ চাপ বসে আছো !

দুর্গাদাস—চুপ চাপ বসে দুর্গাদাস থাক্‌তে পারে না জেনো। বাবাকে না জানিয়ে সকলকে লুকিয়ে আমি দিলীপদের কত সাহায্য করতে গেছি তা তুমি জান না। কিন্তু দিলীপের মা তা নেয় নি ; বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল তা আমার দেয়া। ভুল ধারণা তোমার ! চুপ চাপ বসে নেই ; সব প্রমাণ আমার হাতের মধ্যে পেইছি ! তবে কিছু সময় লাগবে। আর ভাবছি বাবাকে কি করে বাঁচাই !

কল্যাণী—তুমি বাঁচাতে পারবে না। কথায়বলে, যে মরবে আপন দোষে কি করবে তা'র হরিহরদাসে ! একটা কথা বল্‌ছি, কিছু মনে কোরো না। 'ভগবানের মার দুনিয়ার বার'। বাবা বোধ হয় পাগল হ'য়ে যাবেন। তোমাকে চড় মারার পর থেকে ওঁর মনের মধ্যে ঝড়

বয়ে চলেছে আর মাঝে মাঝে আবল তাবল বকছেন; কিন্তু দুষ্ট বুদ্ধি এখনও ঘাড়ে চেপে বসে আছে।

দুর্গাদাস—তোমার ধারণা ভুল নয়! আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বেই। মানুষ হিংসায়—অসূয়ায় এমনি করেই নষ্ট হয়।

কল্যাণী—কালীরা আজ কল্‌কাতায় গ্যাছে শুনলাম। মা, দুটো ছোট-ছেলে মেয়ে নিয়ে গ্যালো—কারও সাহায্য নিল না। মনটায় শান্তি পাচ্ছি না। যাবার পথে বুড়োবটতলার কাছে তো ভয়! একবার নিজে খোঁজ নাও, নয় কারুকে পাঠিয়ে সন্ধান নাও। আমার ভয় হচ্ছে!

দুর্গাদাস—কই, এতক্ষণ তো একথা জানাওনি? আচ্ছা, চল্লাম রামচরণ কাকাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

একুশ

"লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু"—এটা শাস্ত্রের বচন। কিন্তু মানুষ এখন শাস্ত্র মান্‌তে চায় না, তাই শাস্ত্র বাধ্য হচ্ছে মানুষকে মান্‌তে। অবশ্য সে মানুষ মানুষের মত মানুষ বলে গণ্য হয়তো তবে! কাজেই মহাজনের কথা এসে পড়ছে! মহাজনেরা যা বলেন তাই শাস্ত্র বাক্য হয়ে দাঁড়ায়। পাপের বেতন মৃত্যু—এ কথা চিরদিনের সত্য। এ-সত্য সত্য যুগেও ছিল, ত্রেতা যুগেও ছিল, দ্বাপর যুগেও ছিল আবার এখন কলিযুগেও আছে ও থাকবে। সত্য অপরিবর্ত্তনীয়। সুতরাং পাপের ফল সকলকেই ভোগ করতে হয়, হয়েছে ও হবে। পাপ করে কারও রেহাই নেই; রাবণ রেহাই পায়নি, শিশুপাল রেহাই পায়নি, হিরণ্যকশিপু রেহাই পায়নি, দুর্য্যোধন রেহাই পায়নি, দুঃশাসন রেহাই পায়নি, সেক্সটাস কুইন্‌টাস রেহাই পায়নি, মেরী এ্যান্‌টয়নেট রেহাই পায়নি, নিকোলাস দি সেকেণ্ড রেহাই পায়নি, আইকম্যান রেহাই পায়নি, ফ্র্যাঙ্ক জ্যাক্‌সন রেহাই পায়নি, এ্যাডল্ফাস্‌ মেনডীয়ার্স রেহাই পায়নি; এই রকম আরও কতজন অন্যায় ক'রে—বিশ্ব-বিচারকের বিচারদণ্ড

থেকে বেকসুর খালাস পায়নি। পৃথিবীর ইতিহাস এ-সত্যের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; তবে পাপের বেতন অনেক সময় মৃত্যু না হ'য়ে রোগ বা যন্ত্রনায় পরিণত হয় আর তা নিয়তির চেয়েও নিষ্ঠুর—অগ্নির চেয়েও নির্ম্মম—মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর! অহল্যা ইন্দ্রকে চিনেও চিন্‌তে চান্‌নি—গৌতমের অভিশাপে পাষাণে পরিণত হ'লেন! দ্রৌপদীর সতীত্বের দর্প দেখে কৃষ্ণ অবাক্ হতেন! পাঁচটা স্বামী তাঁর—। এস্‌কিমো বা টিবেটান নারীর মতই প্রায়! তা'তেও তৃপ্তি নেই! কর্ণকে চাই!—আম জোড়া লাগলো সবশেষে সত্যকথা বল্‌তে! দ্রৌপদীর সতীত্ব ভেঙে চুরমার হোলো! পত্নী জোসেফাইনের দিনে-রাতে বেশ্যাবৃত্তি দেখে নেপোলীয়নের হৃদয় জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে গেল—ফলে মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত ম্যালমাইশন প্রাসাদে বন্দিনী হ'য়ে থাক্‌তে হোলো! লেডী হ্যামিলটন স্বামীত্যাগ ক'রে লর্ড নেলসনের উপপত্নী সাজলেন আর লেডী নেল্‌সনের বুকফাঠা চীৎকার সুরু হোলো—ওঃ কি সে মর্ম্মবেদনা! তারপর ট্রাফ্‌ল্‌গার যুদ্ধ—নেল্‌সনের মৃত্যু! আর লেডী হ্যামিলটন একেবারে উন্মাদ! ভীরুশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ-সেন! —মাত্র সতের জন যবনের বাঙলায় প্রবেশ দেখে না খেয়ে পাছদরজা দিয়ে 'হরি' 'হরি' বলে নৌকায় পলায়ন করলেন। কিন্তু ছিয়ানব্বুই বছরের বৃদ্ধ ড্যাণ্ডোলো রীতিমত যুদ্ধে শত্রুকে তাড়িয়ে বাইজ্যান্‌টিয়ম্ দখল করে ভেনিসের গৌরব হ'য়ে রইলেন আর সেনরাজ হ'য়ে রইলেন বাঙলার দুরপনেয় কলঙ্ক! মূর্খ জয়চাঁদ খাল কেটে কুমীর এনে নিজের জামাইকে কৌশলজাল বিস্তার ক'রে ধরে তার মুখে দিলেন, কিন্তু শেষে সেই কুমীর তাঁকেও গিলে ফেল্‌লো! মীরজাফর সিরাজের সাম্‌নে কোরাণ ছুঁয়ে শপথ ক'রলেন—অবিশ্বাসের কাজ করবেন না; কিন্তু তা' ক'রলেন—বিষময় ফল পেলেন—ভগবানের মার! ক্লাইব "মায়ে-তাড়ানো বাপে-খেদানো" ছেলে—তিনবার গুলি ছুড়লেন নিজের বুকে—সব ফস্‌কে গ্যালো!—শেষে "একটা বড় কিছু কোরবো" বলে লাফ্ দিয়ে উঠলেন!—বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপন করলেন বিশ্বাস-ঘাতকতায়! ইংলণ্ডের লোক তাঁকে দু'আঙুল দিয়ে দেখাতো পথে-

ঘাটে-হাটে-মাঠে আর বোলতো 'ট্রেটর'!—বুড়ো বয়সে অনুশোচনায় আত্মহত্যা করলেন এই ব'লে 'যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর!' তারপর পুঞ্জীভূত পাপে পাপে বাঙালীর নীরব আর্ত্তনাদ!

"সাধে কি বাঙালী মোরা চিরপরাধীন?
সাধে কি বিদেশী আসি' দলি' পদভরে
কেড়ে লয় সিংহাসন, করে প্রতিদিন
অপমান শত শত চক্ষের উপরে?"

—এ নবীন সেনের বুকের ব্যথা—আত্মগ্লানি!

কিন্তু এখনও বাঙালীর জ্ঞানচক্ষু ফুট্‌লো না! তবুও সত্য বলতে হয়—

"ভারতের সেরা আমি যে বাঙ্‌লা—এ কথা তোমরা গিয়েছ ভুলে;
স্বাধীনতা বলে কর যা' গর্ব্ব,—জেনো আমি আছি তাহারি মূলে।"

মোগল্ সম্রাটরা বিশেষতঃ আকবর ও ঔরঙ্গজেব বাঙলার নাম দিয়েছিলেন "সমুদয় মানবজাতির স্বর্গতুল্য বঙ্গভূমি!" কিন্তু আধুনিক প্রোপাগ্যাণ্ডা প্রচার করে চলেছে সাজানো মিথ্যা!

তবে বিলেতের ছেলে মাইকেল এড্‌ওয়ার্ডস্ সত্যের দরজা পৃথিবীর সাম্‌নে একেবারে খুলে দিয়েছেন—তিনি লিখেছেন—"দেয়ার ওয়াজ ওন্‌লি ওয়ান ম্যান্ ইন্ ইণ্ডিয়া হু ওয়াজ ইকোয়াল টু দি গ্র্যাণ্ডার অব্ ইভেণ্টস্ এ্যাণ্ড হ্যাড এ ক্লিয়ারকাট ভিশন্ অব্ রিয়েলিটিজ। ইন্ এ সেন্স ইণ্ডিয়া ওজ্ মোর টু নেতাজী বোস দ্যান্ টু এনি আদার ম্যান ইভন্ দো হি সীম্‌ড্ টু বী এ ফেলিওর"। কিন্তু নেতাজী আজ কোথায়—!!! নেতাজীকে আমরা 'সুভাষ দি গ্রেট' বলে থাকি!

যাইহোক্, পাপের ফল ঠিক ফলে—ঠিক ভোগ করতে হয়! —যেমন বাঙলা ভোগ করছে—জারম্যানিও ভোগ করছে।

এখন দেখা যাক্ আবদুল্লার মনে কি আছে—সে কি মতলবে দিলীপদের গাড়ীভাড়া দেওয়ার কথা দিয়েছে—হ্যামলেট ঠিকই বলেছিল হোরেশিওকে—

দর্শনে যাহা আছে—স্বপন সে—বাজে ;
স্বরূগে মরতে, জেনো, তারো বেশী রাজে।

আবদুল্লা এসেছে দিলীপ, প্রতিভা, শিবানী ও নিতাইকে নিজের ছইঘেরা গরুর গাড়ীতে করে হামিদপুর ষ্টেশনে পৌঁছে দেবার জন্যে। সদানন্দবাবু শিবানীদের সঙ্গে যেতে চাইলেন ষ্টেশন পর্য্যন্ত; কিন্তু শিবানী বারণ কোরলো শুধু গৃহকর্ম্মের বিলিব্যবস্থার জন্যে। পথে তো কোন ভয়ের কারণই নেই! শুধু মাঠের মধ্যিখানে রাস্তার ওপরে বুড়োবটতলায় সন্ধ্যের পর একটু-আধটু গা ছম্ ছম্ করে এই যা! তবে দিনে দিনে সেখান দিয়ে যাওয়া হবে অথবা অন্য পথ দিয়েও যাওয়া যেতে পারে নির্বিঘ্নে—নিরাপদে; কাজেই ওসব বালাইয়ের কোন সম্ভাবনাই নেই।

যাইহোক্, আবদুল্লা শিবানীকে ভরসা দিয়ে বল্লে, কোন ভয় নেই, বৌঠাকরুণ; আমার গাড়ীতে নির্ভাবনায় চলুন। এই কথা বলতে গিয়ে সে ঢোক্ গিললো। আবদুল্লার কথা শেষ হ'তে না, হ'তে একজন বোষ্টুম হন্তদন্ত হ'য়ে এসে বল্লে, মা, অনেকদূর থেকে ছুটতে ছুট্তে আস্ছি আপনার সঙ্গে দেখা কোরবো ব'লে। যাক্, আপনার যাবার সময়েই আমি এসে পড়েছি—ভাগ্যিস্ দেখা পেলাম!

বোষ্টুমকে দেখে দিলীপ বল্লে, তুমি যখন এসেছ তখন সেই গান্টা শুনিয়ে দাও।

বোষ্টুমের নাম ত্রিলোকনাথ; বল্লে, কোন্ গান্টা, খোকাবাবু?

গানের কথা শুনে শিবানী বল্লে, এখন গান শুন্তে গেলে যেতে দেরী হ'য়ে যাবে যে, খোকা!

দিলীপ মাকে আশ্বাস দিয়ে বল্লে, দু'চার মিনিটে কি আর দেরী হবে, মা! তুমি বলনা, মা, সেই কলিকালের গানটা গাইতে।

ত্রিলোকনাথ দিলীপের কথার ইঙ্গিতে বুঝে নিয়ে জবাব দিল, ও! দাদাবাবুর লেখা সেই গান্টা! গাচ্ছি! গাচ্ছি! ওটা অনেকেই শুন্তে চায়। এই বলে ত্রিলোকনাথ বেহালা বাজিয়ে গানটা আরম্ভ কোরলো।—

কলিকাল হোলো কাল
জীবনেরি সঙ্গে !
কলিকালে চলে লোক
কতকী যে রঙ্গে !
কেউ সাজে মহারাজা
দশ বিশ হাজারে ;
কেউ সাজে মন্ত্রী গো
কথা ছেড়ে বাজারে !
কেউ বলে বাপ-মাকে
খানসামা-ঝিয়ারী,
কেউ পরকীয়া প্রেমে
মজে হয় পিয়ারী ;
কেউ করে 'ডাইভোর্স'
কালি মেখে অঙ্গে ।

কারো বউ খায় কসে
রাবড়ী, রাজভোগ ;
কারো বউ অনশনে
ভোগে যে দুর্যোগ !
মা যেগো ময়নাচোখী—
কথা তার সয়না ;
কুলটা দেবীর খোঁটা
আনে কত গয়না !
অদ্ভুত বাঙলার
কাঞ্চন, কামিনী—
সব কিছু ভেসে যায়
প্রণয়-তরঙ্গে !

মা যার পায়না সুতো
ছেঁড়া কাঁথা সিঙুতে
সেই করে কাপ্তেনী
সবাইকে ডিঙুতে ;
ঘরের ঘরণী যারা
তারা যায় মাঠে গো !
—'ফুটবল', 'হকি' বোঝে ?
হেসে প্রাণ ফাটে গো !
আইবড় মেয়ে ঘরে
কারো নেই চিন্তা !
মা থাকে আঁতুড় ঘরে—
বাবা গায় ধিন্‌তা !
—দেখে শুনে মন বলে,
পার কর গঙ্গে !

মুখে' ভালবাসি'ব'লে
অভিসারে যায় যে
সেই হোলো গিন্নিমা
—বড় সে'ই কুকাজে !
আকাশে তারার দল
ভেবে পায় যাতনা !
চোরাকারবারী বলে,—
টাকাইতো সাধনা !
যাহা কিছু উদ্‌ঘুটে
নোংরা কারবার
করে আজ অমানুষ
সরকারী বঙ্গে ।

দু'একটি আছে ভালো—
তাই দেখি আলো রে !
তা'নইলে যেতো সব
আঁধারের ভেতোরে !

গানটা শেষ করেই ত্রিলোকনাথ বল্লে, আমি জাতে বোষ্টুম—আমাকে ভিক্ষা ক'রে খেতে হয়—; তাই বাবু আমাকে গোটাকয়েক গান লিখে দিয়েছিলেন। ওঃ! কি বোলবো, মা! তাঁর লেখা গান গাইলে লোকে ধন্য ধন্য ক'রে বলে, এ গান কার লেখা? এত সুন্দর রচনা তো দেখ্‌তে পাওয়া যায় না! এইরকম আরও কতকী ব'লে আমাকে অস্থির ক'রে তোলে!

ত্রিলোকনাথের কথা শুনে দিলীপশঙ্কর আহ্লাদে আটখানা হয়ে বল্লে, বাবার লেখা গান! বোষ্টুম ঠাকুরকে কলকাতায় যেতে বলে দাও, মা। সেখানে গিয়ে গান গাইলে অনেক বক্‌শিশ পাবে।

শিবানী ত্রিলোকনাথকে একটা টাকা দিয়ে বল্লে, পরে তুমি কলকাতায় গিয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা কোরো; আমার বিশ্বাস সেখানে তুমি বেশী রোজগার করতে পারবে তোমার গান শুনিয়ে। আচ্ছা, এখন এসো।

প্রণামান্তে ত্রিলোকনাথ নিজের কুটীরাভিমুখে প্রস্থান কোরলো আর শিবানীদের নিয়ে আবদুল্লার গাড়ীর যাত্রা হামিদপুর ষ্টেশনের দিকে শুরু হোলো।

একে তো শিবানীদের বাড়া থেকে বেরুতেই দেরী হয়ে গ্যালো,—তার ওপর আবদুল্লার গাড়ীর গরুদুটো ঢিমেতেতালায় চল্‌তে লাগলো। সুতরাং পথে হোলো দেরী। বুড়োবটতলার পথে না গিয়ে অন্যপথ দিয়ে ঘুরে যেতে পারতো আবদুল্লা, তা'হলে কারও মনে ভীতির সঞ্চার হোতো না। কিন্তু সে ইচ্ছে করেই বুড়োবটতলার পথ দিয়ে গাড়ী চালাতে লাগলো এই বলে, সোজাপথে শীগ্‌গির পৌঁছুবো আর আমি আছি ভয় কি? তবু শিবানীর অন্তর কেঁপে উঠলো! সে নারায়ণকে ডাক্‌তে লাগলো মনে মনে আর মাঝে মাঝে প্রতিভা ও নিতাই কাঁদতে লাগলো ভয়ে—কালী ও শিবানী আবদুল্লাকে গাড়ী ফেরাতে বল্লে। তখন সে রাগে গর গর করে তড়পাতে লাগলো; শেষে বল্লে, ভয় কি? খোদা আছে।

তখন বেলা প্রায় পাঁচটা। সূর্য্যদেব আকাশের পশ্চিমদিকে হেলে

পড়েছেন। দু'তিন মাইলের মধ্যে কোন লোক দেখা যায় না—চারিদিকে ধূ-ধূ করছে মাঠ—রাস্তার ধারেই বুড়োবটগাছ আর তার পাশে এক বিশাল দীঘি—নাম 'বর্জ্জনা'—স্বচ্ছ—সুন্দর জল! দীঘির জলের চারিদিক পদ্মফুল ও পাতায় ঘেরা—অপূর্ব্ব সে দৃশ্য! কিংবদন্তি আছে—

যদি পেরুলি বর্জ্জনা
(তবে) হাতমুখ ধুয়ে ঘর যানা;
যদি না পেরুলি বর্জ্জনা
(তবে) দাম চাপা দিয়ে ঘুম যানা।

এই দীঘির জলে কত লোকের মাথার খুলি আছে—কত নিরীহ পথিক সর্ব্বস্ব হারিয়ে গভীর আর্ত্তনাদে প্রিয়জনের কথা ভাবতে ভাবতে জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছে! এই কিংবদন্তির কথা ভেবেই অনেকের ভয়ে গা ছম্ ছম্ করে।

বটগাছটা যে কত কালের তা কেউ ঠিক করে বল্‌তে পারে না—অনুমান হাজার বছরের ওপর এর বয়েস। গাছটার গুঁড়ি এত মোটা যে না দেখলে বিশ্বাস হয় না; এর ডালপালার চারিদিক দিয়ে শেকড় বেরিয়ে জটা পাকিয়ে মাটীতে গেড়ে বসেছে। রাস্তার ধারে কয়েক বিঘে জমির ওপর শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে বটগাছটী দাঁড়িয়ে আছে। এমন এক সময় ছিল যখন লোকে দিনে—দুপুরে এই বুড়োবটতলার নিকট দিয়ে যাওয়া আসা করতে আতঙ্কে শিউরে উঠতো!

আগেকার ভয় বা আতঙ্ক ব্রিটিশ আমল থেকে চ'লে গিয়েছে অনেক পরিমাণে। এখন বুড়োবটতলার নামে লোকের গা ছম্‌ছম্ করে পূর্ব্বের অবস্থা ভেবে; কিন্তু সে রকম কিছু ভয় নেই। গভীর রাতে হয়তো দু'চার জন দুষ্ট লোক ছিঁচ্‌কে চোরের কাজ করতে পারে বুড়োবটতলার রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে; আমরা কখনও গভীর রাতে ওধার দিয়ে যাইনি। তবে মাঝে মাঝে শোনা যায় কোন কোন নিরীহ সঙ্গীহীন পথিক বিপদগ্রস্ত হ'য়ে ঘড়ি, আংটি ও মনিব্যাগ দিয়ে—

প্রাণনিয়ে স্ব স্ব গৃহে উপস্থিত হ'তে পেরেছে; আবার এমনও শোনা গ্যাছে ঐ নির্জ্জন প্রান্তরে গভীর নিশীথে দস্যুদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হ'য়েও কোন কোন চতুর, বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী পথিক আশানন্দ ঢেঁকির মত তাদের দু'চারজনকে লাঠির আঘাতে কাৎকরে ফেলে নির্ব্বিঘ্নে ঘরে গিয়ে পৌঁছেছে।

সেকাল আর একাল! অনেক প্রভেদ! ইংরেজরা আমাদের ক্ষতি করেছে—একথা সত্যি নয়। সত্যি এই—আমরা আমাদের যতটা ক্ষতি করেছি ততটা আর কেউ করেনি। আমাদের দেশের মীরজাফর, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ, ভবানন্দ, দেবী সিং, নরেন গোঁসাই, গঙ্গাগোবিন্দসিং, প্রভৃতি যে ক্ষতি—যে দুর্নামের কাজ ক'রে গ্যাছে সে রকম নিশ্চয়ই ক্লাইব বা ওয়ারেণ হেষ্টিংস্‌ও করেনি। কারুকে দোষ দেবার আগে নিজের অপরাধটা ভাল ক'রে বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে হয়। নিজেদের দোষত্রুটি প্রকাশ বা বিচার না ক'রে লুকিয়ে রাখা বা ভালসাজা অন্যায়—অধর্ম্ম। পুনর্বসতিতে লক্ষ লক্ষ টাকা চুরি হ'য়ে গ্যাছে—চিরদিন ধরে এদেশে বাস ক'রেও লোকে উদ্বাস্তু সেজে যাবতীয় সাহায্য নিচ্ছে ফাঁকি দিয়ে আর সরকারী তবিল তছরূপ ক'রে কর্ম্মচারী শুধু কর্ম্মত্যাগ ক'রে স্বদেশে ফিরে যাচ্ছে নিঃসঙ্কোচে—আর বাড়ীতে বসে ভাব্‌ছে—বল্‌ছে—কাজ কর্‌ছে স্মরণ করে ওমার' এর কথা—

আঃ ফিল্‌ দি কাপ :—হোয়াট্‌ বুট্‌স্‌ ইট্‌ টু রিপিট
হাউ টাইম ইজ্‌ স্লিপিং আন্‌ডারনিথ্‌ আওয়ার ফিট;
আন্‌বরণ্‌ টুমরো এ্যাণ্ড ডেড্‌ ইয়েস্‌টারডে;
হোয়াই ফ্রেট্‌ এ্যাবাউট্‌ দেম্‌ ইফ্‌ টুডে বি সুইট?
টুমরো?—হোয়াই, টুমরো আই মে বী
মাইসেল্‌ফ্‌ উইথ্‌ ইয়েস্‌টার্‌ডেজ্‌ সেভেন্‌ থাউজেণ্ড ইয়ার্স।

আমাদের দেশে ঘোরতর পাপ—ভীষণতম অন্যায়—জঘন্যতম অপরাধ করলেও কারও ইম্‌পিচ্‌মেণ্ট হয় না!

রাষ্ট্রনীতি—পাবলিক্‌ ওপিনিয়ন্‌ ইজ্‌ এ সভারেন ইন্‌ এ রিপাব্‌লিক্‌—

কিন্তু কে তা মান্‌ছে! —এ বাণী শব্দতরঙ্গে ভাসতে ভাস্‌তে কোন্‌ শূন্যে বিলীন হয়ে যায়!

যাক, আমরা বুড়োবটতলার কাছে এসে আবদুল্লার রকমসকম দেখে দেশের অনেক কথা লিখে ফেলেছি। আবদুল্লার বুকের পাটা অতটা হ'তে পারতো না যদি না থাক্‌তো তা'র পেছনে এক নিষ্ঠুর-নির্ম্মম-দুর্দ্দান্ত-শয়তানী খুঁটি—রাখালদাস রায়! রাখাল রায়—সাপের চেয়েও খল, বাঘের চেয়েও হিংস্র, শ্যেনপাখীর চেয়েও শিকারী। আবদুল্লা রাখাল রায়ের কাছে ট্রেনিং নিয়েই এসেছে! রাখাল রায়ের প্রতিশ্রুতি—বক্‌শিশ—পাঁচহাজার টাকার কথা আবদুল্লার মনে আনন্দের নৃত্য করে বেড়াচ্ছে! কালীশঙ্করের হাতে কত উপকার সে পেয়েছে—কত রকমে সে তার অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে একদিন তাঁর কাছে! এখন সে সব কথা ভুলে গিয়েছে! রাখাল রায় প্রলোভন দেখিয়েছে—পাঁচহাজার টাকা পুরস্কার, যদি সে শিবানীকে ছলে, বলে বা কৌশলে ধরে রাখালরায়ের হাতে দিতে পারে। কাজেই আবদুল্লা আজ মরিয়া!—পাঁচহাজার টাকার লোভ সে সাম্‌লাতে পারলো না। চট্‌ করে গাড়ী থামিয়ে গরু দুটোকে রাস্তার পাশে চরতে দিয়ে সে যে মুহূর্ত্তে শিবানীর হাত ধরতে গ্যালো সেই মুহূর্ত্তেই দিলীপশঙ্কর তা'র সম্মুখস্থিত গরুতাড়ানো পাঁচনটা দিয়ে সজোরে এক ঘা' কষিয়ে দিল। আবদুল্লা "উঃ বাবা" ব'লে ডানহাত-খানা বাঁ হাত দিয়ে ধ'রে একটু পেছিয়ে গ্যালো বটে, কিন্তু কিছুতেই তার কুৎসিৎ কামনা ত্যাগ কোরলো না। গাড়ীতে ছিল ছই বাঁধা একটা দড়া; গায়ের ফতুয়ার পকেট থেকে ছুরি বা'র ক'রে সেটা কেটে নিয়ে গাড়ীর সম্মুখে উপবিষ্ট দিলীপশঙ্করকে বাঁধবার জন্যে ধরতে গ্যালো দেখে শিবানী দলিতা ফণিণীর মত গর্জ্জন ক'রে উঠলো; বল্‌লে, খবরদার, শয়তান, আমার ছেলের গায়ে হাত দেবেনা। তুমি কি খোদাকেও বিশ্বাস করনা?

আবদুল্লা একটু থতমত খেয়ে উত্তরে বল্‌লে, খুব বিশ্বাস করি। খোদাই তো করাচ্ছে আমাকে দিয়ে এই কাজ! দু'হাজারতো পেয়েই

গেছি ! বাকি তিন হাজার পাবো কাজ খতম হলে ; এই কথা বলার পরই দিলীপ ও প্রতিভাকে ধরে গাড়ীর চাকায় বেঁধে ফেল্‌লো ; ধ'রে বাঁধতে যে সময় লাগে তা'র মধ্যে নিতাই ছইয়ের পেছন দিক দিয়ে নেমে পড়েই রাস্তার ধার থেকে একখানা ভাঙা ইঁট কুড়িয়ে নিয়ে আবদুল্লার গায়ে ছুড়ে মারতেই সে পিছন দিকে লাফিয়ে পোড়লো ; নিতাই তো বালক ! দিলীপশঙ্করেরই মত। সুতরাং সহজেই তাকে ধ'রে বেঁধে দিলীপশঙ্করের পাশে রেখে দিল। ছেলেদুটোর ও কন্যার বন্ধনাবস্থা দেখে আর তাদের কান্নার শব্দ শুনে সহায়হীনা শিবানী চীৎকার না ক'রে—নিরাশ না হ'য়ে সজল নয়নে গললগ্নীকৃতবাসে অস্ফুটস্বরে স্বামীর স্বামী, পিতার পিতা, জগৎপিতা নারায়ণকে ডাকতে লাগ্‌লো ; ভাব্‌লো—দর্পহারী মধুসূদন ছাড়া এ বিপদে আর কেউ তাকে রক্ষা ক'রতে পারবে না। ঠাকুরকে ডাক্‌তে ডাক্‌তে মনে পোড়লো তা'র বিষ্ণুশর্ম্মার শ্লোকের কথা—"বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য"—

এই কথা মনে উদয় হ'তে না হ'তে তা'র সাম্‌নে আবদুল্লা এসে দাঁড়ালো। শিবানী মনে মনে কৌশলজাল তৈরী ক'রে বল্লে, আবদুল্লা, সরো ; গাড়ী থেকে আমাকে নামতে দাও ; তারপর তোমার কথা শুন্‌বো।

শিবানী গাড়ী থেকে নেমেই বল্‌লে, শোনো, আবদুল্লা ; কাজ ক'রে ভাবার চেয়ে আগে ভাবা ভালো নয় কি ? রাখালরায়ের কথায় তুমি আমায় ধ'রে নিয়ে যাবে,—বেশ ; কিন্তু আমায় যদি জ্যান্ত না পাও তা'হলে কি কোরবে ?

আবদুল্লা উত্তর দিল, কি আর করবো ! বাকি তিনহাজার মাঠে মারা যাবে—এই যা' !

শিবানী আশ্বাস দিয়ে বল্লে, তিনহাজার তুমি পাবে—আমি দেবো। তোমার মা বা বোন্ ভেবে আমায় ছেড়ে দাও—তোমার ভাল হবে।

আবদুল্লা যেন আকাশ থেকে পোড়লো শিবানীর কথা শুনে। বল্লে, ছেড়ে দেবো ! হাঁ, ছেড়ে দিতে পারি, কিন্তু রায়মশাই তাহলে আমার ভিটেতে ঘুঘু চরাবেন, না—না, তা' হয় না। তোমায় আমি

রায় মশায়ের হাতে দেবো না। বেশ সুখে রাখ্‌বো—তোমায় যে ভালবেসে ফেলেছি!

শিবানী একটু মুচ্‌কি হেসে বল্লে, তাই নাকি! কিন্তু এ গাঁয়ে থাক্‌তে পারবে আমাকে নিয়ে? তোমার বৌ ছেলে কোথা যাবে?

আবদুল্লা—তালাক দিয়ে দেবো আর একটা সাঙাতও জুটিয়ে দেবো; তোমাকে নিয়ে অন্য গাঁয়ে যেতে হবে—এ গাঁয়ে থাকা চল্‌বে না।

শিবানী—আচ্ছা, তাই যেও। এখন ছাখো তো গিয়ে—রাস্তায় দূরে যেন কারা আস্‌ছে।

শিবানীর এই কথায় আশ্বস্ত হ'য়ে রাস্তায় দেখ্‌তে গ্যালো আবদুল্লা—তার মনে একটু ভয়ও হোলো যদি কেউ এসে পড়ে এই ভেবে!

আবদুল্লার রাস্তায়.যাওয়া দেখেই শিবানী গাড়ীর ছইয়ের সম্মুখভাগ থেকে কৌশলে একটা বাঁশের ডাণ্ডা বা'র করে নিয়ে পাশে রেখে পুত্র, কন্যা ও নিতাইয়ের হাত-পা-বাঁধা দড়িটা খুল্‌তে লাগ্‌লো। আবদুল্লা রাস্তায় গিয়ে কপালে হাত দিয়ে দূরে তাকালো; কিন্তু কাউকে দেখ্‌তে পেলো না। পরক্ষণেই পেছন দিকে তাকিয়ে শিবানীর কাজ দেখে দৌড়ে চ'লে এসেই রাগে "তবে রে মাগী! আমার সঙ্গে চালাকী!" বলেই তার হাত ধোরলো। "এতদূর স্পর্দ্ধা!" ব'লেই শিবানী হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পাশ থেকে বাঁশের ডাণ্ডাটা তুলে ধ'রে আবদুল্লার পিঠে এক ঘা মরিয়া হ'য়ে বসিয়ে দিয়ে বল্লে, নেমকহারাম, বেইমান, মা বোনের সঙ্গে কেমন ব্যাভার ক'রতে হয় তা' জানো না? এরপরেই হাতজোড় করে কাতরস্বরে ডাক্‌লো, নারায়ণ, তুমি আমার সতীত্ব রক্ষা করো-আর কিছু চাই না!

যাই হোক্‌, বাঁশের সেই আঘাতে আবদুল্লার ক্রোধ ক্রমে ভীষণ থেকে ভীষণতম হ'য়ে উঠ্‌লো! আর তখনি দূরে তাকিয়ে দেখ্‌লো সরকারী রাস্তায় কিছুদূর অন্তর কতকগুলো ক'রে ইট্‌ মেরামতী কাজের জন্যে জড়ো করা আছে। আবদুল্লা দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হ'য়ে পোড়লো—সে চট্‌ ক'রে ভেবে নিল, শিবানীকে একেবারে মেরেই ফেল্‌বে! সূর্য্যের আলো কমে এসেছে তখন—জনশূন্য রাস্তা—জনশূন্য প্রান্তর—শব্দশূন্য

আকাশ—বাতাস—কেউ কোথাও নেই। নিতাই হতভম্ব মেরে চুপচাপ ব'সে আছে; প্রতিভা কাঁদ্‌ছে; তবে দিলীপ মনে মনে ঈশ্বরের নাম জপ করছে আর সজলনয়নে বল্‌ছে, দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন তুমিই তো ক'রে থাকো, ঠাকুর! রক্ষা কর, দেবতা, আমার মা'কে!

আবদুল্লা আজ মরিয়া—ডেস্‌পারেডো! শিবানীকে আবদুল্লা আজ ইট্ দিয়ে গুঁড়ো করবে! তার সঙ্গে চাতুরী, প্রতারণা! মনের কথা চেঁচিয়ে প্রকাশ না ক'রে আবদুল্লা ছুটে চ'লে গ্যালো রাস্তার সেই স্তুপীকৃত ইটের দিকে। ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হ'য়ে কোনদিকে দৃক্‌পাত না ক'রে যে মুহূর্ত্তে সে একখানা বড় থান ইট ডানহাত দিয়ে তুলে নিতে গ্যালো সেই মুহূর্ত্তে ফোঁস ক'রে কি একটা কামড়ালো—অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ ক'রতে ক'রতে তার সামনের দিকে দেখ্‌লো একটা গোখ্‌রো সাপ ফণা বিস্তার ক'রে তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর 'ফোঁস' 'ফোঁস' শব্দে গর্জ্জন করে যেন বল্‌ছে, শয়তান, আমি তোর যম! সতীর সতীত্ব রক্ষা করি আমি এমনি ক'রে!

পরিত্রাণায় সাধুনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে-যুগে॥—আমার একথা মিথ্যে নয়। আবদুল্লা আর নড়তে পারলো না—খোদার বিচার ব'লে চোখ দুটো বুঁজে সেইখানেই শুয়ে পোড়লো! সাপটাও সেখান থেকে অন্তর্হিত হোলো!

ইতিমধ্যে শিবানী সকলের বাঁধন খুলে দিয়ে দূরথেকে আবদুল্লার অবস্থা নিরীক্ষণ করছিল। 'খোদার বিচার' ব'লে আবদুল্লাকে ইট-গাদায় শুয়ে পড়তে দেখে সেইদিকে শিবানী, প্রতিভা, কালী ও নিতাইকে নিয়ে ছুটে গ্যালো। তারা সেখানে অন্য কিছুই দেখ্‌তে পেলো না। শিবানী কোন কথা বল্‌লে না—চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো আবদুল্লার সর্ব্বাঙ্গ নীল দেখে আর তার বেদনাভরা কাতরাণি শুনে।

এইসময় অল্পদূরে একখানা ঘোড়ার গাড়ী দেখা গ্যালো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে গাড়ীখানা এসে ইটগাদার কাছে দাঁড়ালো। শিবানী দুর্গাদাসদের গাড়ী দূর থেকে দেখেই চিনেছিল। দুর্গাদাস ও রামচরণ

গাড়ী থেকে নেমে সেখানে এসে দাঁড়াতেই শিবানী মাথার কাপড়টা টেনে দিয়ে একটু পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। আবদুল্লার অস্ফুট কাতরোক্তি শুনে দিলীপকে জিজ্ঞাসা কোরলো দুর্গাদাস, দিলীপ, তোমরা তো আবদুল্লার গাড়ীতে কলকাতায় যাবার জন্যে ষ্টেশনে যাচ্ছিলে। তা' হঠাৎ এর কি হোলো?

দুর্গাদাসের কণ্ঠস্বরে আবদুল্লার তন্দ্রাভাব একটু কেটে গ্যালো; সে চোখ মেলে দুর্গাদাসের দিকে তাকিয়ে অস্পষ্টস্বরে বল্লে, নছীবে যা' ছিল তাই হোলো, দাদাবাবু! গোখ্রো সাপ পাঠিয়ে খোদা বিচার করলে! খোদার বিচার ঠিক বিচার! চল্লাম জাহান্নামে! দাদাবাবু, আমরা গরীব—অভাবে স্বভাব নষ্ট করি। রায়মশাই—আপনার বাবা—আমাকে পাঁচহাজার টাকার লোভ দেখিয়ে দু'হাজার দিলেন; বাকি কাজ হাঁসিল হ'লে দেবেন বল্লেন। কি কাজ তা' মা লক্ষীর মুখে শুনুন—খোকাবাবুর মুখেও শুনুন; আপনারাও বোধহয় সব বুঝে সুঝে ছুটে এসেছেন। মা-সাক্ষাৎ দেবী! লক্ষী! মা'কে বেইজ্জত করতে গেলাম—ছিঃ ছিঃ! তোবা, তোবা! আমি বেইমান—নেমোখারাম—খোদার বিচার! মায়ের বিচার! তবে যাবার আগে, দাদাবাবু, একটা কথা বলে যাই—সকলকে বলবেন। রায়মশাইয়ের মত ভদ্রলোকেরাই মানুষকে মানুষ না করে গুণ্ডা তৈরী ক'রে ফ্যালেন। মুখ্যুমানুষ টাকার লোভে গুণ্ডা সেজে বসে—পাপ ক'রে সাজা পায়, কিন্তু ভদ্রলোকেরা পেছনে থাকেন—কেউ জান্‌তে পারে না। তাঁরা এ না ক'রে যদি মুখ্যুদের একটু বুঝিয়ে দেন—একটু শিক্ষা—দেন—একটু জ্ঞানের আলো তাদের সামনে জ্বেলে ধরেন তাহলে তারা গুণ্ডা না হয়ে মানুষ হবার সুযোগ পায় আর তাতে দেশেরও মঙ্গল হয়। অনেক কথা কইতে পেলাম—আর না! চল্লাম, মা—চল্লাম, দাদাবাবু! আপনারা আমার ছেলে বৌকে দেখ্‌বেন—তারা না খেতে পেয়ে যেন শুকিয়ে না মরে!

এই কথাগুলো বলার পর আবদুল্লার প্রাণবায়ু বহির্গত হোলো।

আবদুল্লার মৃত্যুতে সকলেরই দুঃখ হোলো, কিন্তু শিবানা আপনভোলা হ'য়ে ঈশ্বরের নাম জপ করছিল !

রামচরণ নীরবতা ভঙ্গ করে ব'ল্লে, দুর্গাদাস, তুমি বৌমাকে বল আজকের দিনটা তো ভালভাবে কাট্‌লো না! তাই বলি, আজ আর কল্‌কাতায় গিয়ে কাজ নেই। তুমি বৌমাদের গাড়ী করে বাড়ী নিয়ে যাও। পরে একটা ভাল দিন দেখে ওঁরা যেন কল্‌কাতায় যান। আর এক কাজ কর, সেখপাড়ায় গিয়ে আবদুল্লার এই খবরটা দিয়ে দাও; ওর আত্মীয়েরা এসে কবরের ব্যবস্থা করুক। আমি ততক্ষণ এখানেই অপেক্ষা করি।

রামচরণের উপদেশমত দুর্গাদাস দিলীপশঙ্করদের গাড়ীতে চ'ড়ে বস্‌তে বল্লে; কিন্তু শিবানী দিলীপের হাত ধরে রাখালরায়ের ভয়ে জড়সড় হ'য়ে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করতে লাগলো। দুর্গাদাসও তার পিতার ভয়ে রামচরণকে বল্‌তে বাধ্য হোলো, কাকা, বাবা এতে বোধ হয় তেলে বেগুণে জ্বলে যাবেন; তাতে দিলীপের মা ভয় পাচ্ছেন।

রামচরণ শিবানীকে উদ্দেশ ক'রে জানিয়ে দিল, কোন ভয় নেই, বৌমা; ওদের নিয়ে গাড়ীতে উঠে বোসো। আমার ওপরে কথা কইতে পারে এ দিগরে এখনও কেউ জন্মায়নি। আর তা' ছাড়া রাখালরায় ছেলেকে যমের মত ভয় করে। এই কথায় শিবানী ভরসা পেয়ে পুত্র কন্যাদিকে নিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌লো; দুর্গাদাস কোচ-ম্যানের পাশে ওপরে গিয়ে বোস্‌লো আর ঘোড়াদুটো তীরবেগে ছুট্‌লো।

বাইশ

নিরীহ—নিরপরাধ—প্রিয়দর্শন—সুশিক্ষিত যুবক একজন ভদ্র-বেশধারী শয়তানের চক্রান্তজালে পড়ে মহামান্য আদালতের বিচারে অপরাধী হয়ে বাঙ্‌লাদেশ থেকে সাতশ' মাইল দূরে বঙ্গোপসাগরের আন্দামান দ্বীপে গ্যাছে জেল খাটতে আর তার কোন প্রতিকার নেই—

প্রতিবাদ নেই—প্রতিরোধ নেই। নিরপরাধের জেল! অপরাধী যদি সত্যিই অপরাধী হয়ে এমন নির্ম্মম শাস্তির যোগ্য হয় তাহলে তা'তে স্বস্তি আছে—তৃপ্তি আছে—সান্ত্বনা আছে; কিন্তু কালীশঙ্করের অপরাধ মানুষের মিথ্যার মাধ্যমে কূটবুদ্ধিদ্বারা সুসজ্জিত—চতুরতার কায়দায় সুগঠিত—চক্রান্তকালিমায় কলঙ্কিত। কালীশঙ্কর মাঝে মাঝে অন্ধকার কারাকক্ষে বসে নিজের নির্দ্দোষিতার কথা ভাবে—মহান বিচারালয়ের বিচারপদ্ধতির কথা ভেবে নিজের বিবেককে জিজ্ঞাসা করে, এ কি বিচার? তা'র প্রশ্নে বিবেক টমাস্ বেকেটের মত নিজের কণ্ঠ রোধ ক'রে নির্ব্বাক হ'য়ে যায়—হৃদয় এপিক্‌টিটসের মত ভীষণতম যন্ত্রনায় নিম্নতম স্বরে ব্যথা প্রকাশ করে—প্রাণ দুঃসহ বেদনায় অস্থির হয়ে আলুলায়িতকুন্তলা রোরুদ্যমানা লিউক্রেসিয়ার ন্যায় 'হা হতোহস্মি' ব'লে বুকফাটা চীৎকার ক'রে কপালে করাঘাত করতে থাকে আর মন ক্রোধান্ধ হয়ে দন্তে দন্ত এঁটে ঘর্ষণ ক'রতে ক'রতে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই তারিখে ব্যাসটিল কারাগার ধ্বংসের পূর্ব্বে ভীমা—ভয়ঙ্করী ম্যাডাম ডীফার্জ্জ্' এর মত হুহুঙ্কার রবে বল্‌তে চায়, কেন?—কেন? এর প্রতিশোধ চাই! কালীশঙ্কর জেলে বসে আপনমনে এমনি কত কি ভাবে! আর সে ভাবনার কোন কূলকিনারা নেই! মোবারলি সাহেব তাকে নির্দ্দোষ—নিরপরাধ ব'লে চিনে নিয়েছেন আর তাঁর সেই চিনেনেওয়াটায় প্রমাণ হয় তিনি সত্যিকার ফিজিওগ্‌নমিষ্ট। মুখের চেহারা দেখে মানুষের প্রকৃতি নির্ণয় করা বড় সহজকাজ নয়! কিন্তু সে বিষয়ে জেল সুপারইন্‌টেন্‌ডেন্ট্ সত্যই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এবং তা'র ফলে কালীশঙ্কর তাঁর মনে ও প্রাণে যে স্থান অধিকার ক'রে বসেছে তাতে অন্যান্য রাজবন্দীদের হিংসাপরায়ণ হওয়া অসম্ভব নয়—অস্বাভাবিকও নয়। পৃথিবী আজ হিংসায় ভরা! যেখানেই যাই বা যে দিকেই তাকাই সেইখানেই বা সেই দিকেই দেখতে পাই একজন অপরকে হিংসার চক্ষে দেখছে। অধম উত্তমকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না—নিকৃষ্ট উৎকৃষ্টকে সহ্য করতে পারে না—মূর্খ প্রতিবেশী বিদ্বান প্রতিবেশীর ছায়া মাড়াতে চায় না—সামান্য অসামান্যকে দেখে শান্তি

পায় না—আপ্‌ষ্টার্ট চোরাবাজারের গরমে মিথ্যা রচনা করে ধর্ম্মভীরু প্রতিবেশীর নামে নালিশ ঠুকে দেয়; তাই দেখতে পাই শিক্ষাক্ষেত্রে হিংসা—কর্ম্মক্ষেত্রে হিংসা—তীর্থক্ষেত্রে হিংসা—ধর্ম্মক্ষেত্রে হিংসা—ব্যবসাক্ষেত্রে হিংসা! আর এই হিংসার ফলে রামরাবণে যুদ্ধ, দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ, দুঃশাসনের রক্তপান, ইন্‌কুইজিসন্‌, অটো-ডা-ফী, বারথোলোমিউ ডে, দী গ্রেট্‌ ক্যালকাটা কিলিং ইত্যাদি, ইত্যাদি। পৃথিবীর ইতিহাসের দু'একটা পাতা খুলে দেখলেই বুঝতে পারা যায় এই হিংস্রুক হাম্‌বাগদের মন বলে কিছু নেই; এদের পাপের মাত্রা পূর্ণ—হৃদয়ের ঘর শূন্য—ধর্ম্ম বলতে আছে ধাপ্পা। শেষে দেখা যায় এরা হিংসানলে জ্বলে পুড়ে গিয়ে পাপের কবলে প'ড়ে হয় পাগল, নয় অন্ধ, নয় বোবা, নয় কালা, নয় পক্ষাঘাতগ্রস্ত, নয় কুষ্ঠব্যাধিভরা রোগী!

আন্দামানের খুনে আসামীরা নিজেদের অপরাধ ও বন্দীত্বের কথা ভুলে এখন মোবারলি সাহেবকে একচোখো ব'লে ধ'রে নিয়েছে। তাদের বিশ্বাস কালীশঙ্কর তাদেরই মত একজন ক্রিমিন্যাল। তবে সে কেন নিরপরাধ ব'লে পরিগণিত হবে?—জেল সুপারইন্‌টেণ্ডেণ্টের প্রিয় পাত্র হ'য়ে কেন তাদের মাথার ওপর চ'ড়ে অধ্যাপক সেজে বসে থাকবে?—কেন সে তাদের মত খোয়া ভাঙ্‌বে না?—বাগান খুঁড়্‌বে না?—ঘানি টান্‌বে না? যাইহোক্‌, কালীশঙ্কর মোবারলি সাহেবকে পিতৃতুল্য মনে করে ভগবানের নির্দ্দেশ ভেবে। সাহেবের ভালবাসা ও সহানুভূতি না থাক্‌লে তা'কে হয়ত অনেক রকমে কষ্ট পেতে হো'তো এই অচেনা ও অজানাদের মধ্যে প'ড়ে। কিন্তু সে যখন অপরাধীদের হিংসার কথা মনে মনে তোলাপাড়া করে তখন ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে তৃতীয় জর্জ্জের বীভৎস মূর্ত্তি আর সূর্য্যপুরের শয়তান রাখালরায়! পাপের ফল পাপীকে পেতেই হবে! তৃতীয় জর্জ্জকেও ফল পেতে হয়েছিল ষাট-বছর রাজত্বের পর। রাখালরায়কেও ফল পেতে হবে। গাছে ফল ফলে বিধাতার বিধানে, রাবণ বধ হয়েছিল বিধাতার বিধানে, কুরুবংশ ধ্বংস হয়েছিল বিধাতার বিধানে, ফরাসী বিপ্লব ঘটেছিল বিধাতার বিধানে, রুশবিপ্লব ঘটেছিল বিধাতার বিধানে, শুধু ভারতবর্ষে

বিধাতার বিধান নেই। লাথি মার, ঝাঁটা মার, জুতো মার, ঘরে আগুন দাও, নারীধর্ষণ কর, শিশুহত্যা কর, যা খুসী তাই কর, কোন প্রতিবাদ হবে না—বিধাতা নড়বে না—বিধানও ধামা চাপা পড়বে!

তবে প্রশ্ন এই—কালীশঙ্করের মনে জর্জ্জ্দি থার্ড ও রাখালরায়ের কথা ভেসে ওঠে কেন সুদূর কারাগারে? এ 'কেন'র উত্তর ইতিহাস। হেগেলের এপিগ্রাম বড় ভয়ঙ্কর! তিনি বলেন, "উই লার্ন ওন্‌লি ফ্রম্ হিষ্ট্রি ছাট্ ম্যানকাইণ্ড লার্নস্ নথিং ফ্রম্ হিষ্ট্রি!" তবে মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখা যাবে পৃথিবীর ইতিবৃত্তের প্রত্যেক রক্তাক্ত পৃষ্ঠা এই 'কেন'র সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কালীশঙ্করের বিশ্বাস—অন্যায়, অধর্ম্ম, অবিচার বা অত্যাচার না করলে মানুষের কখনও অধঃপতন হতে পারে না; তাই সে এটা সাধারণ শ্রেণীভুক্ত করে নিয়ে তৃতীয় জর্জ্জের দুর্গতির সম্ভাবনাটা রাখালরায়ের জীবনে দেখা দিতে পারে ভেবে নিয়েছে। হিংসাদ্বেষের ফল বিষময়—এর প্রমাণ ভুরি ভুরি আছে। তৃতীয় জর্জ্জ ষাট বছর রাজত্ব করেছিলেন আর সেই রাজত্বের শেষের দশ বছর ধরে হ'য়ে ছিলেন একেবারে অন্ধ—একেবারে কালা—একেবারে পাগল! বিশ্বের মানব জানে তাঁর রোগের বিষয়। তিনিই আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়েছিলেন—রোম্যান্ ক্যাথলিক্‌দের রাজনৈতিক অধিকার দেননি—স্বার্থসিদ্ধির জন্যে ঘুষের ব্যবস্থা করেছিলেন—জয়ের খাতিরে গুণ্ডা লাগিয়ে নরহত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করতেন না; এইরূপে তিনি অনেক রকমের পাপ করেছিলেন স্বেচ্ছায়। হিংসায় তিনি ফক্সকে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না—রেণল্ডস্‌কে আদৌ পছন্দ করতেন না—বার্কের কথা তাঁর কাছে বিষের মত লাগতো। এক কথায় তিনি প্রতিভাশালী লোককে অনাদর করতেন। কিন্তু সামান্য বা মাঝামাঝি রকমের বুদ্ধি-শুদ্ধিওলা লোক ছিল তাঁর প্রিয় পাত্র; সেইজন্যে বেন্‌জামিন্ ওয়েষ্ট ছিল তাঁর প্রিয় চিত্রকর—জেম্‌স্ বিয়েটী ছিল তাঁর মনের মত কবি।

যাইহোক্, কালীশঙ্করের দিনগুলো ভাবনা-চিন্তার মধ্যে দিয়ে কেটে যায়; অবশ্য জেলের নির্দ্দিষ্ট কাজগুলোও তা'কে নিয়মানুসারে ক'রে

যেতে হয়। দিলীপশঙ্করের পাসের খবর সে পত্নী শিবানীর চিঠিতেই পেয়েছে এবং তাদের অভাব-অনটনের কথা চিন্তা ক'রে মূক হয়ে গ্যাছে। জেলের কর্তৃপক্ষদের তরফ থেকে স্ত্রীর চিঠির উত্তর দেবার অনুমতি সে নিয়ে রেখেছে; তবে তাঁরা বিশেষ ক'রে বলে রেখেছেন চিঠি সংক্ষিপ্ত হওয়া চাই আর তা'র ভাষা হবে সরল। জেলে বন্দী অবস্থায় বাড়াতে চিঠি লেখবার অনুমতি সাধারণতঃ কেউ পায় না, কিন্তু কালীশঙ্কর তা' পেয়েছে কেবল মোবারলি সাহেবের অনুকম্পায়।

যাইহোক, কালীশঙ্কর লিখলো—

"ওঁ" কারাগার,
আন্দামানদ্বীপ।
প্রাণের শিবানী আমার, তাং—

তোমার ক্ষুদ্র একখানি চিঠি পেয়ে আমার কি মনে হচ্ছে জানো? মনে হচ্ছে যেন স্বর্গের মন্দাকিনী আমার এই রন্ধ্রময় কারাগারে অমৃতধারা বয়ে নিয়ে এসেছে আর সেই অমৃত পান করে আমার হৃদয় আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠেছে! কর্তৃপক্ষের হুকুম চিঠির উত্তর খুব সহজ, সরল ও সংক্ষিপ্ত হবে; কাজেই বেশী কিছু লিখতে পারছি না। তুমি বুদ্ধিমতী—অবস্থা বুঝে নিও।

তুমি কল্‌কাতায় গিয়ে খোকার পড়ার ব্যবস্থা কর; হয়তো প্রথমে একটু বাধা পাবে, কিন্তু ক্রমে সব বাধা দূর হয়ে যাবে। "লেটআস্ বি ইন্‌ফ্লেক্সিব্‌ল্ এ্যাণ্ড ফরচুন উইল এ্যাট লাস্ট চেঞ্জ ইন আওয়ার ফেভার।"

এখানে জীবন কিভাবে কাটাচ্ছি তা'র একটু আভাস তোমায় জানিয়ে চিঠিখানা শেষ কোরবো।

তুমি হয়তো ভাবছো আমি কারাগারে খুব কষ্ট পাচ্ছি, কিন্তু তা' নয়। বিরহবেদনা ছাড়া অন্য কোন কষ্ট নেই। যক্ষের মত অনেক কথা বলে যাই মেঘের দিকে তাকিয়ে। আমি এই রন্ধ্রময়

কারাগারে স্বহস্তে ভাত রেঁধে খাই; এখানকার রন্ধনশালার ঘ্যাঁট দু' তিন দিন খাইনি দেখে মোবারলি সাহেব আমার রাঁধবার সব ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন। তিনি আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন আর তাঁর স্নেহের মধ্যে দেখতে পাই ঈশ্বরের মহিমা! অপূর্ব্ব এ অনুভূতি! সে যাক্। পাখী ও বেরালকে খেতে দিই দেখে সাহেব রোজ কিছু বেশী চাল ও ডাল দেবার হুকুম জারি করেছেন। পাখীগুলো আমায় ভালবাসে—আমার আশেপাশে ঘোরে—বিছানায় বসে—খাবার জন্যে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে—আমি অবাক্ হয়ে দেখি! সকালে উঠে স্নানাদি সেরে কাজে যাই; পরে এসে পায়রা, শালিক, অ্যালবাট্রস প্রভৃতি পাখীদের বারান্দায় চাল ডাল ছড়িয়ে খেতে দিয়ে ভাত ফুটিয়ে খেয়ে আবার কাজ করতে যাই। পাখীদের মধ্যে দেখতে পাই অপূর্ব্ব মায়া-মমতা-ভালবাসা! কখনও কখনও খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি—ঠোঁট দিয়ে কামড়াকামড়ি—দরদভরা সুন্দর সে দৃশ্য! সন্ধ্যের পর কয়েদীদের পড়াই। তবে দুর্ভাগ্য এই যে এখানেও মানুষের মধ্যে হিংসা! দ্বীপ থেকে দেখতে পাই সমুদ্রের অনন্ত জলরাশি তরঙ্গায়িত হয়ে উঠ্‌ছে ও পড়ছে—মনে হয় যেন বিশ্বনিয়ন্তার চরণে প্রণতি জানাচ্ছে! সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে ভিক্টর হুগো ও তাঁর ছেলের কথা মনে পড়ে! অপূর্ব্ব সমুদ্রের দৃশ্য! সূর্য্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখতে বড় ভাল লাগে। নিরালায় তোমায় যেন কাছে পাই—তোমার সঙ্গে কথা কই—আর সেই সঙ্গে ঈশ্বরের সত্ত্বা অনুভব করি। উত্তাল তরঙ্গমালাসঙ্কুল সাগরের বুকে দাঁড়িয়ে আমার সেই লেখা গানটা প্রায় রোজ গেয়ে যাই—

(ওগো) সুন্দর প্রিয়তম!
যে দিকে তাকাই দেখিতে যে পাই
তব রূপ অনুপম।
ওই যে অসীম-অপার-জলধি
ললিত লহরী তুলি' নিরবধি
গাহিছে তোমার বন্দনা-গীতি
করি' কোটী কোটী নম!

ওই যে আকাশ তরুলতাফুল
তব প্রেমরসে মগন—আকুল!
তাই, প্রেমময়, তোমারি চরণ
জীবন-শরণ মম।
অঞ্জলি ভরি' ভকতি-কুসুমে
করি' তিরপিত হিয়া
পূজিব তোমার চরণ-দুখানি
আপনারে ডালি দিয়া;
নেবে না কি তুমি এ দীনের পূজা?
হবে না তা' মনোরম?

তবে মাঝে মাঝে কেন জানিনা—নেপোলিয়নের কথা মনে জাগে। ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর তাঁকে বন্দী ক'রে সেণ্ট হেলেনার নির্জন দ্বীপে রাখা হয়েছিল—'বোনা' বা 'কর্সিক্যান ওগার' হয়েছিল তাঁর নাম—বালক থ্যাকারে কলকাতা থেকে ইংল্যাণ্ডে যাবার সময় তাঁকে দেখে গিয়েছিল এই পথে। নেপোলিয়ন সাত বছর বেঁচে ছিলেন ঐ দ্বীপে—নিছক একা! তিনি বই পড়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন—ডিউক অব ওয়েলিংটন তাঁকে বই পড়তেও দেননি! সাত বছর পরে বড় কষ্টে তাঁর মৃত্যু হোলো। মানুষ যা' করে তার ফল পায়—"এ্যাজ ইউ সো সো ইউ মাষ্ট রীপ।" পরের মন্দ করবার জন্যে যে গর্ত্ত খুঁড়ে রাখে সে নিজেই সেই গর্ত্তে প'ড়ে গিয়ে প্রাণ হারায়।

আফ্রিকার সেণ্ট ডোমিঙ্গো দ্বীপের বীর নেগ্রোসর্দ্দার লুভারচার স্বাধীন হয়েও স্বাধীনতা হারালেন নেপোলিয়নের অবিচারে ও অত্যাচারে—জোর ক'রে ধ'রে তাঁকে পাঠালেন প্যারিসের অন্ধকারময় কারাগারে—সেখানেই গভীর মর্ম্মব্যথায় প্রপীড়িত হয়ে দেহত্যাগ করলেন বীর্য্যবান লুভারচার—মনে মনে অভিশাপ দিলেন নেপোলিয়নকে; অভিশপ্ত নেপোলিয়ন ব্যথায়—বেদনায়—অনুতাপে প্রাণ হারালেন আটলান্টিক মহাসাগরের ক্ষুদ্র জনশূন্য দ্বীপ সেণ্ট হেলেনায়! ভগবানের বিচার! —নিকৃতির ওজনে!

যেমন তুমি পীড়ন ক'রে দিচ্ছ আঘাত মানুষ' পরে,
তেমনি তুমি ফলটি পাবে নিকৃতিমাপে ওজন দরে।

তুমি হয়তো ভাবছো বিনাদোষে জেল খেটেও আমি এখনও ঈশ্বরের নাম মুখে আনি কেন। আমার অনুরোধ তুমি এরকম ভেবো না। আমার জেল হয়েছে অমানুষের অমানুষিকতায়—কোন্ পাপে তা জানা নেই। 'পূর্ব্বজন্মকৃতং কর্ম্ম তদ্দৈব মিতি কথ্যতে' সুতরাং ভগবানকে দোষ দেওয়া যায় না। তিনি যা' করেন তা মঙ্গলের জন্যে। মোবারলি সাহেব বলেন, শীগগির নাকি মুক্তি পাবো; তবে না আঁচালে বিশ্বাস নেই। কিন্তু সত্যের জয় হবেই—একথাও সত্যি।

আজ এই পর্য্যন্ত! আশীষ নিও। ইতি—

—কালীশঙ্কর।

তেইশ

"আমার এই দুঃখের কথা বোলবো কারে, সই,
যার ধন তার ধন নয়, নেপো মারে দই।"

—এই কিংবদন্তিটা মুখব্যাদান ক'রে শিবানীকে যেন ভ্যাঙ্‌চাতে লাগলো যখন সে পিত্রালয়ে এসে দেখ্‌লো তা'র পিতার সম্পত্তি বলতে কিছুই নেই—সব বেদখল হ'য়ে গিয়েছে। শিবানীতো অবাক্! চোরে চুরি ক'রবেই, ডাকাতে ডাকাতি ক'রবেই, কুলটা প্রবঞ্চনা ক'রবেই, কুটিল কুটীলতা প্রকাশ ক'রবেই, মিথ্যুক মিথ্যে কথা বল্‌বেই, কারণ যা'র যা' স্বভাব সে তা' ক'রবেই—এ স্বভাবের পরিবর্ত্তন নেই—এর নড়চড় হয় না। কাজেই পিত্রালয়ের অংশ বেদখল হ'য়ে যাওয়ায় অবাক্ হবার মত কিছুই নেই। কিন্তু বিবেক মাথা চাড়া দিয়ে উঠে প্রাণ ও মনকে উত্তেজিত ক'রে মুখ দিয়ে প্রতিবাদ ক'রতে বল্লে, তবু শিবানী চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো—মুটেটা বাক্স বিছানাদির মোট ঘাড়ে ক'রে গৃহস্থের ব্যাভারে মর্ম্মাহত হয়ে ব'ল্লে, দোসরা

মোকামমে চলিয়ে, মাইজি। প্রতিভা, দিলীপ ও নিতাই এতক্ষণ নির্ব্বাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল; মুটেটার কথা শুনে দিলীপ মায়ের হাতটা ধ'রে বল্লে, হ্যাঁ, মা, তাই চল, অন্য কা'রও বাড়া গিয়ে আজ থেকে কাল একখানা ঘর ভাড়া করে নেবো। শিবানী 'ছেলের কথার প্রতিবাদ ক'রে বল্লে, না, খোকা, তা' হয় না। এই বাড়ীতেই আমাদের থাক্তে হবে—এতে আমাদের অধিকার আছে।

শিবানীর এই কথায় তা'র জ্যাড়তুতো ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথ সামনে এসে জবাব দিল একটু রুক্ষস্বরে, এ বাড়ীতে তোমাদের কোন অধিকার নেই।

শিবানী কঠিনস্বরে বল্লে, কেন? বাবার অংশের ঘর কি হোলো? —যার জন্যে মাসে মাসে কিছু কিছু ক'রে ভাড়া হিসেবে পাঠাতে? শেষে ক'মাস থেকে কিছুই পাঠাওনি।

দ্বিজেন্দ্রনাথ—কেন পাঠাইনি তা'র খবর রাখো?

শিবানী—খবর দিলে তো রাখবো!

দ্বিজেন্দ্রনাথের মা অন্নদাসুন্দরী অর্থাৎ শিবানীর জ্যাঠাইমা সাম্নে এসে হাত নেড়ে বল্লেন, জানাবো আর কাকে! তুমি তো ছেলের ফাষ্ট হওয়াতে মেতে ছিলে, মা! সে যাইহোক্, এখন জেনে নাও তোমার বাবার অংশ রাখাল রায় কিনে নিয়েছে—রেজেষ্টারী করা দলিল দেখিয়ে গ্যাছে। সেই থেকে তোমায় আর টাকা দেওয়া হয়নি।

শিবানী—সে কি কথা? এখানেও রাখাল রায়! জোচ্চোর—জালিয়াৎ—বেইমান,—এই রাখাল রায়!

দ্বিজেন্দ্রনাথ—ছাখো শিবানী, মুখ সাম্লে কথা বলো। রাখাল রায় আমার মেসোমশাই—তা জানো?

শিবানী—নিশ্চই জানি! তোমার মেসো আমার সর্ব্বস্ব চুরি করেছে—তুমি কি জাননা?

দিলীপশঙ্কর বালক হলেও বুদ্ধিমান—ঠিক ক্রাইটনের মত; মায়ের মুখখানা হাত দিয়ে ধ'রে পুরোভাগে রেখে বল্লে, ছাখো, মা, ইট ইজ নো ইউস্ আরগুইং—ইট ইজ টু বি এস্‌টবলিষ্ট্ বাই 'ল'।

দ্বিজেন্দ্রনাথ—ওঃ বড় যে ইন্‌জিরি ঝাড়ছিস্! দু'পাতা ইন্‌জিরি পড়েই সায়েব বনে গেলি—পাড়া গেঁয়ে ভুত! দিলীপ জবাব দিল, এ রাস্‌টিক ইজ এ হিউম্যান বিয়িং এ্যাণ্ড নট এ ঘোষ্ট, এ্যাজ ইউ আর। দ্বিজেন—কি বল্লি? আমি ঘোষ্ট?

দিলীপ—ইয়েস, ইট্ ইজ ক্লিয়ার ফ্রম ইওর কনডাক্ট! এবার শিবানী বল্লে, খোকা, চুপ কর্, বাবা। এখন কোথায় যাবো—বল্ দেখি? প্রতিভা বল্লে, আমরা কোথাও যাঁবো না—এটা দাদার বাড়ী—এখানেই থাকবো। দ্বিজেন্দ্রনাথ তার উত্তর দিল, ছুঁড়ির আস্পর্দ্ধা কম নয় তো! দাদার বাড়া আর নেই—এখন মেশো-মশাইয়ের বাড়ী। তোমরা যে চুলোয় ইচ্ছে সেই চুলোয় যাও।

দ্বিজেন্দ্রনাথ জ্যাড়তুতো ভাই—বয়সেও বড় শিবানীর চেয়ে। দাদার মায়া-মমতাহীন বাক্যবাণে বিদ্ধ হয়ে শিবানীর মন ছট্‌ফট্ ক'রতে লাগলো; শুধু বল্লে, হাতী হাবোড়ে প'ড়লে ব্যাঙেও লাথি মারে! তবে জেনো, এসা দিন নেহি রহেগা। চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে, দুখানি চ সুখানি চ। যার দৌলতে বি-এ পাশ করলে তার ছেলে-মেয়েকে এ্যাতো হেনস্তা! সম্পত্তির লোভে তুমি সব করতে পার! সে যাই হোক, আমি কোন চুলোয় যাব না।

দ্বিজেন্দ্রনাথ—যা ইচ্ছে কর। আমি আর কিছু বলবো না।

শিবানী—আজ রাতটা থেকে কাল চলে যাবো। "গ্র্যাটিচিউড ইজ দি মেমারি অব্ দি হার্ট"—তুমি তা' ফিরে পেয়েছ! ধন্যবাদ!

উভয়ের এইরকম কথোপকথন শুনে দ্বিজেনের ভাই জিতেন্দ্রনাথ নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বল্লে, আঃ, দাদা, সোজা বলে দাও—এ বাড়াতে তোমার অংশ নেই, বিক্রী হ'য়ে গ্যাছে। এখানে থাকা হবে না।

শিবানী—বিক্রী হয়ে গ্যাছে কি না তা' কোর্টে বিচার হবে।

জিতেন—বিচার তো হ'য়ে গ্যাছে! বাবু তাই আন্দামানের শ্রীঘরে আছেন; এই ব'লে জিতেন হো-হো ক'রে হাসতে লাগলো

আর সেই সঙ্গে হেসে উঠ্‌লো তা'র মা অন্নদাসুন্দরী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ।

দিলীপ ক্রোধে ও অপমানে জবাব দিল, হার্টলেস্ ফুল্‌স্! ইউ কাণ্ট্ সেন্স দি মিনিং অব্ হোয়াট ইউ সে। মা, এদের এই অট্টহাসি দেখে কি মনে হচ্ছে জান? প্রাচীন 'রোমের গ্ল্যাডিয়েটোরিয়্যাল ফাইট্‌স—বাঘসিংহীর সঙ্গে মানুষের লড়াই এ্যারিনার মাঝে—মানুষ ধড়াধ্বড় পড়ছে আর মরছে—শুধু শক্তিশালী বীর ক্ষত-বিক্ষত দেহে টাকা কুড়চ্ছে আর মানুষরূপী জানোয়ার এ্যাম্‌ফিথিয়েটারের সিটে বসে মজা দেখ্‌ছে—গল্‌গল্ করে গিল্‌ছে—হেসে কুটী কুটী হচ্ছে! স্বর্গ আর নরক আমার চোখের সাম্‌নে ভাস্‌ছে, মা! এখান থেকে চলো—এ দৃশ্য আর দেখতে পারছিনে! —এরাও এক একটী রাখাল রায়!

দিলীপশঙ্করের কথা শুনে জিতেন বিদ্রূপব্যঞ্জক স্বরে বল্লে, ওঃ বাবা! বাঁশের চেয়ে যে কঞ্চি শক্ত দেখ্‌ছি!

শিবানী জিতেনের চেয়ে বড—বল্লে, কঞ্চি একটু শক্তই হয়, জিতুবাবু। শিবানী তা'র উপস্থিত অবস্থা সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি ক'বে স্পষ্ট ভাষায় জানালো, বাড়ার অংশ দখল করতে আসিনি আজ; অবশ্য পরে দখল চাই। আজকের রাতটা এখানে কাটাতেই হবে: কাল সকালে চ'লে যাব। হাজার হোক্, আমি তো তোমার বোন, তবে খুড়তুতো এই যা! আর দিলীপ তোমার ভাগনে! কাজেই থাক্‌তে না দিয়ে পারো কি?

'ভাগনের নাম শুনে জিতেন উত্তর দিল মুখ ভেঙ্‌চে দাঁতে দাঁত দিয়ে—ঠিক যেন কিছু চিবুতে চিবুতে বল্লে, যম, জামাই, ভাগ্‌নে তিন নয় আপনার! ভাগ্‌নের গলায় দড়ি! অমন ভাগ্‌নে রাস্তায় গড়াগড়ি যাচ্ছে!

জিতেনের মর্ম্মবিদারক টিট্‌কীরীর বাণে শিবানীর চোখ দুটে জলে ভ'রে গ্যালো; তার মুখ দিয়ে শুধু বেদনার সুরে বা'র হ'য়ে এলো, ভগবান, এ্যাতো দর্প! অহংকার পতনের আগে আগে চলে!

'মানুষ' কেন বড়াই করে ? অহঙ্কারে ? কিসেরতরে ?
উল্কাসম যাহার গতি ? মেঘের মত আকাশ'পরে ?
বিদ্যুৎ সে ক্ষণস্থায়ী— বুদ্‌বুদ্‌ সে জলের বুকে—
ঢেউ যেন সে—পড়ছে ঝ'রে ! মরণ-শেষে নিচ্ছে রুকে।

এই তো জীবন ! এর মানেটা বুঝে দ্যাখ্‌ ! আন্দামানের শ্রীঘরে আমার যে 'বাবু' আছেন বল্লি এটা তাঁরই লেখা !

শিবানী রাগে—দুঃখে—ব্যথায়—অভিমানে কাঁপছিল। এরপরেই সে মাথায় হাত দিয়ে বসে পোড়লো আর তা' দেখে প্রতিভা ও নিতাই কেঁদে ফেললো। কিন্তু দিলীপ চীৎকার করে ব'ল্ল, আন্‌কালচার্ড্‌ ব্রুট্‌ ! ডিভাইন রিট্রিবিউশন ইজ্‌ ইন্‌ স্টোর ফর ইউ !

গভীরতম দুঃখে—নিবিড়তম বেদনায় মানুষ কথা কইতে পারে না—নীরবে আর্ত্তনাদ করে। দৈহিক যাতনায় কেউ কাতরস্বরে চীৎকার করে—আবার কেউ কেউ নীরবে সব সহ্য করে, কিন্তু মনে মনে ভগবানের নাম চিন্তা করে—তাঁর কাছে অন্তরের আবেদন জানায়। পৃথিবীর ইতিহাসে এর অনেক উদাহরণ আছে। মর্ম্মান্তিক ব্যথায় সতী দেহত্যাগ করেছিলেন,—সীতা পাতালে প্রবেশ করেছিলেন—চিন্তা কুষ্ঠব্যাধি ভিক্ষা করে নিয়েছিলেন—সাবিত্রী যমরাজের কাছে অন্তরের দুঃখ জানিয়েছিলেন। কঠোরতম অত্যাচারে বা গভীরতম বেদনায় নানাদেশে নানান্‌ রকমের লোক নানান্‌ ভাবে মানসিক অবস্থা প্রকাশ ক'রে গ্যাছেন। মর্ম্মন্তুদ যাতনায় যীশুখৃষ্ট ঈশ্বরকে ডেকে বলেছিলেন, ইলয়, ইলয়, লামা সাবাক্‌থানি !—জোয়ান অব আর্ক কাতরভাবে সেন্ট মাইকেলকে ডেকেছিলেন—কনফিউসিয়স্‌ ঠিকভাবে মরতে চেয়েছিলেন—স্যামুয়েল ফেল্‌পস্‌ পার্থিব মহত্ত্ব থেকে বিদায় নিয়েছিলেন—চার্লস দি ফার্ষ্ট মনে রাখ্‌তে বলেছিলেন—নেপোলিয়ন মাতৃভূমি ফ্রান্সের প্রতি গভীর প্রেম প্রকাশ করেছিলেন—নেলসন কর্ত্তব্য শেষ করে ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন—সার ওয়ালটার র‍্যালে ঘাতককে কুঠারাঘাত ক'রতে হাসিমুখে অনুরোধ জানিয়েছিলেন—ড্যানটন তাঁ'র কল্পিত

মস্তকটী জনসাধারণকে দেখাতে বলেছিলেন—সক্রেটিস ক্রিটোকে তাঁর ইস্কুল্যাপিয়সের দেনা শোধ করতে বলেছিলেন—স্যাটিমার মরবার আগে আক্ষেপ ক'রে বলেছিলেন, "হায়, পুড়ে মরা কেমন যদি লিখে যেতে পারতুম—!" মার্টিন্ লু'থার বলেছিলেন, মানুষের বাড়ী ছেড়ে সুরধামে চলেছি; এই রকম আ'রও কত লোক কত কী ব'লে দেহত্যাগ করেছেন। বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ বিভিন্ন প্রকারে অন্তরের নিবিড়তম বেদনা প্রকাশ ক'রে গ্যাছেন চরমাবস্থায়! কাজেই শিবানীর হৃদয় ব্যথায় ভ'রে গ্যালো জিতেনের শ্লেষবাক্যে—নিরপরাধ ভগিনীপতির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ না করে বিদ্রূপবাণ প্রয়োগ করায়—ভাগনের রাস্তায় গড়াগড়ি যাওয়ার কথায়! যাইহোক, শিবানী যেন মুস্ড়ে পোড়লো! প্রতিভা, নিতাই ও দিলীপ তা' দেখে কাঁদ্তে লাগলো! দিলীপ মায়ের মুখখানা ধ'রে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে চোখের জলে বল্লে, মা, এখান থেকে চলো, মা, আমি কল্কাতায় পোড়বো না; গ্রামে থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারী ক'রে কৃষ্ণনগর কলেজে পোড়বো। মা গো! ওঠো, স্কলারশিপের টাকায় আমার পড়া হয়ে যাবে।

দ্বিজেন্দ্রনাথের ছোট বোন ললিতা সেইদিন দুপুরবেলা হঠাৎ কোন একটা বিশেষ প্রয়োজনে শিশুপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে পিত্রালয়ে এসেছিল। প্রয়োজন মিটে যাওয়ার পর সন্ধ্যার সময় শ্বশুরবাড়ী প্রত্যাবর্ত্তনের জন্যে আয়োজন করছিল ঘরের মধ্যে থেকে। শিবানী ও তা'র মাতা ও ভ্রাতাদের মধ্যে যে সব কথাবার্ত্তা চলছিল গেটের সাম্নে তা'তে সে কোন কাণ দেয়নি—বুঝতেও পারেনি। ললিতার ছোট ভাই জিতেন যখন অন্য ঘর থেকে বেরিয়ে আন্দামানের কথা তুলে টিটকীরি দিয়ে উঠ্লো আর সকলের অট্টহাসির শব্দ শুনলো তখন হঠাৎ শিবানীর কথা তা'র মনে পোড়লো। অবশ্য শিবানী যদি জোর গলায় কথা বোল্তো তা'হলে বোধ হয় দিদিকে চিন্তে পারতো, কিন্তু জিতেনের শ্লেষবাক্যবাণ—'অমন ভাগ্নে রাস্তায় গড়াগড়ি যাচ্ছে'—শুনে ললিতা সব কিছু হৃদয়ঙ্গম ক'রে নিল।

দিলীপ প্রভৃতির ক্রন্দনধ্বনি শুনে তাড়াতাড়ি কাপড়ের

আঁচলটা সর্ব্বাঙ্গে টেনে দিয়ে ছুটে এলো ললিতা সদর দরজায়—দৃশ্য দেখে তা'র সমস্ত অবস্থা বুঝে নিতে একটুও বিলম্ব হোলো না।

সেই মুহূর্ত্তে জিতেনের দিকে তাকিয়ে ললিতা তীব্র স্বরে বল্‌লে, তুই কি বল্লি? অমন ভাগ্‌নে রাস্তায় গড়াগড়ি যাচ্ছে? কোন্ রাস্তায় রে? এ্যাতো অংখার তোর?

"অতি দর্পে হতলঙ্কা অতিমানে চ কৌরবাঃ।
অতিদানে বলির্বদ্ধঃ সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্॥"

মূর্খানাম্ বহবো দোষাঃ! শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর! জহুরী জহর চেনে! তুই চিন্‌বি কি করে? ঘোড়ার পাতা পর্য্যন্ত তো বিদ্যে!

"গুণী গুণং বেত্তি, ন বেত্তি নির্গুণঃ।
বলী বলং বেত্তি, ন বেত্তি নির্বলঃ॥
পিকো বসন্তস্য গুণং, ন বায়সঃ।
করী চ সিংহস্য বলং, ন মূষিকঃ॥"

বুঝ্‌লি? সিংহের শক্তি হাতীই জানে—ইঁদুর কোনদিন জান্‌বে না। তোর অংখারের কথাটা চিরদিন মনে থাক্‌বে—এরজন্যে তোকে একদিন প্রায়শ্চিত্ত ক'রতেই হবে!

এই ব'লেই ললিতা শিবানীকে ধ'রে তুলে বল্লে, দিদি, তুমি যে এসেছ তা' আমি এতক্ষণ বুঝ্‌তে পারিনি—আমায় ক্ষমা কর। এখন চলো আমাদের বাড়ী; দিলীপ সেখানে থেকে পড়াশুনো ক'রবে; তুমি কিছু ভেবো না।

শিবানী উত্তরে বল্লে, তা'হ'লে, ললিতা, তোকে অনেক গঞ্জনা সহ্য করতে হবে যে রে!

ললিতা—তা' হোক, তা'তে আমি ভয় করিনে।

ললিতার কথায় দ্বিজেন, জিতেন ও অন্নদাসুন্দরী শুক্‌নো মুখে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে শুধু চেয়ে রইল; কা'রও মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুলো না। কিন্তু রেডিওর গানটা যেন শিবানীর তখনকার

দৈহিক ও মানসিক বিপর্য্যয় ঘোষণা ক'রতে লাগলো; জিতেনদের রেডিও খোলা ছিল—গানটা গাচ্ছিলেন সন্ধ্যা মুখার্জ্জী—

আমার আকাশ ঘনঘটাজালভরা!
নাহি নিশানাথ, নাহি দিনমণি—
আছে শুধু আঁখি-ঝরা!
তুমি চলে:গ্যাছো ছাড়ি' মোরে যবে,
আমি ভাবি প্রাণ কেমনে ত'া সবে!
তবু স'য়ে যাই, কাঁদি আর গাই—
বলি, কাছে নাও ত্বরা।
দুনিয়ার লোক কত কী যে ব'লে,
বিনাদোষে মোরে দেয় পায়ে দ'লে;
তবু চ'লে যাই, কিছু না ডরাই—
কাউকে দেবো না ধরা।
আশা ক'রে আছি জীবনের তীরে—
নেবে হাতে ধ'রে এসে ধীরে ধীরে;
সেই আশা, প্রিয়, হবে কি সফল?
কাটিবে কি দুঃখ-জরা?

গানটা শেষ হ'তে না হ'তে মনোজবাবু—(অর্থাৎ দ্বিজেন, জিতেন ও ললিতার পিতা) এসে পড়লেন বাইরে থেকে। শিবানীকে দেখে তিনি একটু অবাক্ হ'য়ে বল্লেন, কিরে, বিনি, তুই হঠাৎ দেশ থেকে এখেনে? খবর ভাল তো? শিবানীকে মনোজবাবু তা'র ডাক নামেই ডাক্তেন। শিবানী তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রে উত্তর দিল, দিলীপের পড়ার জন্যে আস্তে হোলো, জ্যেঠু। তারপর শিবানীর নির্দ্দেশমত প্রতিভা, দিলীপ ও নিতাই মনোজবাবুকে প্রণাম কোরলো। মনোজ বাবু বললেন, তা' বেশ তো! ভেতরে যা', মুটেটার মাথা থেকে মালগুলো নামিয়ে নে। আহা, বেচারী ঘেমে গ্যাছে! ললিত, তোর মাকে বল ঘরের তালাটা খুলে দিক্।

মনোজবাবুর কথায় তাঁর স্ত্রী অন্নদাসুন্দরী ঝঙ্কার দিয়ে জবাব দিলেন, তালা খুল্‌বো কি ক'রে? কা'র তালা তাতো জানো!

মনোজবাবু স্ত্রীর কথার উত্তরে বল্লেন, খুব জানি! চাবিটা আমার বাক্সেই আছে। তালা খুলে দাও; জোচ্চোর-জালিয়াতের কথা আর বোলো না।

মুটেটা মাথায় বোঝা নিয়ে আর দাঁড়াতে পারছিল না। ঘরের তালা খুলে দেওয়ায় সে ভেতরে গিয়ে মাথার মালগুলো অর্থাৎ ট্রাঙ্ক, বিছানা প্রভৃতি নামালো। মুহূর্তে চাকা ঘুরে গ্যালো! কিন্তু অন্নদা সুন্দরী তখনি বড়ছেলে দ্বিজেনকে ডেকে বল্লেন, দ্বিজু, জিগ্যেস করতো জোচ্চোর-জালিয়াত কে?

মনোজ—দ্বিজুকে আর জিগ্যেস করতে হবে না—তুমি তোমার মনকে জিগ্যেস কর—সেই বল্‌বে, রাখাল রায়। লোকটা যে এত বড় শয়তান তা' কে জানতো! কালীশঙ্করকে আন্দামানে পাঠিয়েছে—বিনিদের ভিকীরী করে ছেড়েছে! চাকা ঘুরে যাবে—নিজের ছেলে দুর্গাদাসই ঘুরিয়ে দেবে! ভায়রাভাই ব'লে পরিচয় দিতে ঘেন্না করে! তোমরা তা'র কথায় চলেছিলে—আমার নাম তখন মুখেও আননি।

অন্দদা সুন্দরী—কই, আগে তো এসব কথা বলনি?

মনোজ—বোলবো কি করে! তখন বিদেশে ছিলাম—তোমরা চিঠিতে যা লিখ্‌তে তা'ই বিশ্বাস করেছি। এখন দেশে ফিরে দুর্গাদাসের মুখে সব শুনিছি—সে প্রমাণও দেখিয়েছে। ধন্য ছেলে! সত্যিকার মানুষ সে—ঠিক দৈত্যকুলে পেহ্লাদ!

এরপর মনোজবাবু ললিতাকে বল্‌লেন, ললিত, তুই আজ থাক্‌তে পারবিনে? বাড়ীতে কাউকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে দে, কাল যাবি। আহা, বিনি এসেছে অনেক দিন পরে! তাদের জন্যে আজ তুই থেকে যা'। কালীশঙ্করের ছেলে দিলীপ লাখো ছেলের মধ্যে ফার্ষ্ট হয়েছে—একি কম গৌরবের কথা রে! বাঘের বাচ্চা বাঘই হয়! আপাততঃ বিনিরা এখানে থাক্; পরে অন্য ব্যবস্থা করা যাবে। রাখালরায় সাংঘাতিক লোক—একথা ঠিক!

চব্বিশ

রাখালরায় যখন জান্‌তে পারলো আবদুল্লার সর্পদংশনে মৃত্যু ঘটা'য় তা'র গিরিজাশঙ্করবংশনাশ করার চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয়েছে তখন তা'র অবস্থা দাঁড়িয়ে গ্যালো কতকটা স্প্যানিশ আরমাডা প্রেরণ-কারী স্পেনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপের মত। রাখালরায় স্বীয় প্রচণ্ড চেষ্টার বিফলতা দেখে মনে মনে ফিলিপের মতই বলেছিল, 'আমি তো ভাবিনি প্রকৃতি আমার কাজে বাধ্‌ সাধ্‌বে!' কিন্তু ক্রমে যখন গ্রামের মধ্যে লোকের মুখে মুখে কানাঘুষোয় শিবানীদের কল্‌কাতা যাওয়াব্যাপারে পুত্র দুর্গাদাসের গুপ্ত সাহায্যের কথা তা'র কাণে এসে পৌঁছুলো তখন তা'র সমস্ত ক্রোধ গিয়ে পোড়লো পত্নী মহামায়ার ওপর। পত্নীর ওপর রাগ গিয়ে পড়লেও রাখালরায় নিজের ব্যবহার-কে সংযত ক'রে ফেল্‌লো। দুর্গাদাস কিছুদিন ছুটী নিয়ে বাড়ীতেই ছিল। সুতরাং তা'র সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডার ভয়ে একেবারে চুপচাপ রয়ে গ্যালো; ভাব্‌তে লাগ্‌লো নিজের ছেলের জন্যেই হয়তো তা'র হাতে শেকল পড়্‌বে! যা'র জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর! সারা জীবনের এত চেষ্টা নিষ্ফল ক'রে দেবে দুর্গাদাস? প্রহলাদের প্রচেষ্টায় বিনষ্ট হয়েছিল একদিন দৈত্যকুলপতি হিরণ্যকশিপু। রাখালরায়ও কি তা'র নিজের ছেলের হাতে ধ্বংস হ'য়ে যাবে শেষে? এই রকম সাত পাঁচ ভাব্‌তে লাগ্‌লো রাখালরায়—! সে যে কি ক'রবে তা' ঠিক ক'রতে না পেরে গম্ভীর ভাব ধারণ ক'রে রইলো আর দিলীপশঙ্করকে পৃথিবী থেকে সরাবার ব্যবস্থা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হোলো আপন মনের ছায়ায় ব'সে।

মাতুলঃ যস্য গোবিন্দঃ পিতা যস্য ধনঞ্জয়ঃ।
সোহভিমন্যুঃ রণে শেতে নিয়তি কেন বাধ্যতে॥

সত্যই রাখালরায় জানে না যে নিয়তি কেউ রোধ করতে পারে না।

যা' হবার তা' হ'য়ে আছে, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত—চিরন্তন সত্য। সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বের ইতিহাস যদি পর্য্যালোচনা ক'রে দেখা যায় তাহ'লে প্রমাণ হবে যে পাপের ফল অশুভ—ভয়াবহ। আর পাপ বা পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা প্রমাণীকৃত হয় আর সেই কর্ম্ম নিয়তিনির্দ্দিষ্ট—ভাগ্যনিয়ন্ত্রিত—প্রকৃতিচালিত। তাই নিয়তিকে কেউ বাধা দিতে পারে না—নিয়তির রোধ অসম্ভব—নিয়তির খেলা চল্‌বেই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কর্ণ একদিন নিয়তিকে কেটে ফেলতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। নিয়তিকে কেটে ফেল্‌তে বা রোধ করতে কেউই পারেনা! দশানন পারেনি—দুর্য্যোধন পারেনি—শিশুপাল পারেনি—ইডিপাস পারেনি—নেপোলীয়ন পারেনি—মুসোলিনী পারেনি—ষ্ট্যালিন পারেনি—হিট্‌লার পারেনি—সুভাষ বোস পারেনি—শ্যামাপ্রসাদ পারেনি। নিয়তির বিরুদ্ধাচরণ করতে কেউ পারেনা—তুমিও না—আমিও না—রাখাল রায়ও না। তবে মানুষের এ্যাতো অংখার কেন?

নিয়তি রোধ করতে না পারার একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় রাজা ইডিপাসের জীবনে! থীব্‌স্‌'এর 'রাজা লেইয়াস' এর পুত্র ইডিপাস জন্মলাভ করতেই দৈববাণী হোলো—পুত্র পিতৃহন্তা হবে। দৈববাণী শুনেই লেইয়াসের ভীষণ ক্রোধ হোলো! তিনি শিশু পুত্র ইডিপাসকে গভীর অরণ্যে একটা গাছে বেঁধে রেখে এলেন পাদুটী বিদ্ধ ক'রে। ইডিপাসের অনাহারে-অযত্নে-বেঘোরে-যন্ত্রণায় মরে যাবারই কথা! কিন্তু নিয়তির টনক নোড়লো—ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র। কোরিন্থ-রাজ পলিবাসের মেষপালক সেই বনে দৈবক্রমে এসে পড়েছিল। গাছের ডালে বাঁধা সুন্দর শিশুকে দেখে তা'র প্রাণ গ'লে গ্যালো! তখনি সে শিশুটীকে মৃত্যুকবলথেকে উদ্ধার করে নিয়ে গ্যালো রাজা পলিবাসের কাছে। ইডিপাস পলিবাসের অন্তঃপুরে লালিত-পালিত হ'তে লাগলো ঠিক তাঁর নিজের ছেলের মত! ইডিপাস লেখাপড়া শিখলো—সামরিক শিক্ষা লাভ কোরলো; কিন্তু সে ঘূর্ণাক্ষরেও জান্‌তে পারলো না যে তার পিতা লেইয়াস, পলিবাস নয়। কোরিন্থের রাজপুত্র—রাজা

পলিবাসের পুত্র ব'লেই সে সর্ব্বত্র সকলের কাছে পরিচিত। হঠাৎ যুবক ইডিপাস দৈববাণী শুনলো—সে পিতৃহত্যা করবে।

ইডিপাস জানে পলিবাসই তা'র পিতা—জন্মদাতা—সে কায়-মনোবাক্যে পলিবাস্‌কে ভালবাসে—ভক্তি করে। সুতরাং দৈববাণী শুনে সে পিতা পলিবাসের রাজ্যথেকে স্বেচ্ছায় নিজেকে নির্ব্বাসিত কোরলো—লেইয়াসের রাজ্যের এলাকায় গিয়ে পৌঁছুলো। লেইয়াস রাজপথ দিয়ে আসছিল—সাম্‌নে পোড়লো ইডিপাস। পিতৃহত্যার ভয়ে জন্মের মত পালিয়ে এসেছে ইডিপাস কোরিন্থ থেকে; কোরিন্থে থাক্‌লেই হয়তো দৈববাণী সত্য হবে—পিতা পলিবাসকে হত্যা করতে হবে। কিন্তু পলিবাস তা'র সত্যিকার পিতা নয়—একথা আমরা জানি। যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যে হয়! পিতার কাছ থেকে দূরে থাক্‌বার জন্যে সে আত্মগোপন ক'রে দেশ ত্যাগ কেরেলো, কিন্তু নিয়তি দেবীর নিদারুণ কেরামতীতে সে নিজের পিতার সাম্‌নে এসেই দাঁড়ালো অথচ সে ঘূর্ণাক্ষরেও জান্‌তে পারলো না যে লেইয়াসই তা'র পিতা। পিতা পুত্রকে চিন্‌লোনা, পুত্রও পিতাকে জান্‌লো না—ঠিক সোবার ও রুস্তমের মত অবস্থা, তবে ফল বিপরীত। লেইয়াস ও ইডিপাসের মধ্যে বচসা হোলো সামান্য কারণে রাস্তার ওপর এবং সেই বচসা ডুয়েলে (দ্বন্দ্বযুদ্ধে) পরিণত হোলো। ইডিপাস লেইয়াসকে হত্যা করে ফেল্‌লো—সবশেষে গুপ্তসত্য লুপ্ত না হয়ে ব্যক্ত হোলো পরিচয়ে—ইডিপাস পিতৃহত্যা করে হাহাকার ক'রতে লাগ্‌লো—রুস্তম যেমন পুত্র সোরাবকে হত্যা ক'রে হাহাকার করেছিল! নিয়তির কাজ সিনেমার ছবির মত—যা হবার তা হ'য়ে আছে।

রাখাল রায়ের কর্ম্মও নিয়তিনির্দ্দিষ্ট। শিবানীর পৈতৃক সম্পত্তি কিনে নিয়েছে ব'লে সে প্রচার করেছে আর তা'র জন্যে জাল দলিল দেখিয়ে এসেছে শ্যালিকা অন্নদাসুন্দরীকে। জালিয়াতিতে রাখাল রায় সিদ্ধহস্ত! অন্নদাসুন্দরী দলিলটা জাল ব'লে ধরে নিতে পারেননি, কিন্তু মনোজবাবু রাখাল রায়ের জালিয়াতীর কারচুকী সম্বন্ধে আদৌ সন্দেহ করেননি। রাখাল রায়ের ভাগ্য ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে

চলেছে ঘনতমসাবৃত এমন একটা কক্ষে যেখানে আলো নেই—জল নেই—বাতাস নেই,—জ্ঞান নেই,—বুদ্ধি নেই,—বিবেক নেই,—সভ্য নেই,—ধর্ম্ম নেই!—আছে শুধু ভীতি—আতঙ্ক—বিভীষিকা!—ড্যাণ্টের ইন্ ফারনো!

রাখালরায় সাধারণতঃ গভীর রজনীতে তৃতীয় প্রহরে বাড়ীর একটা নির্জ্জন কক্ষে ব'সে ভাবে দুষ্টবুদ্ধিপ্রণোদিত হ'য়ে! কবি ভাবে তা'র কল্পনা নিয়ে—নাট্যকার ভাবে তা'র নাট্যকলা নিয়ে—ঔপন্যাসিক ভাবে তার নায়ক নায়িকার চরিত্রাঙ্কন নিয়ে। কিন্তু জেগে থাকে সবাই রাত্রের প্রথম প্রহরে; ভোগী জেগে থাকে দ্বিতীয় প্রহরে—তস্করাদি শয়তান জাগে তৃতীয় প্রহরে—আর চতুর্থ প্রহরে জেগে থাকেন শুধু যোগীপুরুষেরা। তাই তুলসীদাস বলেছেন—

"পহেলা প্রহরমে সবকোই জাগে,
দুসরা প্রহরমে ভোগী';
তিস্‌রা প্রহরমে তস্কর জাগে,
চৌঠে প্রহরমে যোগী।"

রাখালরায় তুলসীদাসের দোঁহানুযায়ী তৃতীয় প্রহরের একটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত! রাখালরায় কাজ করে সত্যি; কিন্তু তা'র সবকাজই কুকাজ,—চালাকী, চাতুরী, জোচ্চুরি, জালিয়াতী, ধোঁকাবাজী, মিথ্যাসাক্ষী-তৈরী, সম্পত্তি বেনামীকরা প্রভৃতি কুকার্য্যাবলী বিষয়ে তা'র গভীর গবেষণা চলে গভীর রজনীতে তৃতীয় প্রহরে একা নির্জ্জন কক্ষে ব'সে!

রামচরণ, গোবর্দ্ধন, আবদুল, বিপ্‌নে সর্দ্দার প্রভৃতি নামজাদা গুণ্ডার দল এখন রাখালরায়কে চিনে ফেলেছে। কাজেই তারা এখন আর রাখালরায়ের কাছে আসেনা—তার কথায় ওঠে না—বসে না। তারা এখন সৎ—দুর্গাদাসের অনুচর হয়ে পড়েছে। পিতা পুত্রের ওপর ভীষণ চটা—পুত্রের সদ্ব্যবহার তাঁর কাছে বিষবৎ লাগে অথচ তিনি কিছুই বল্‌তে পারেন না ভয়ে, আর মনে মনে গালাগালি দেন তাঁর স্ত্রী মহামায়াকে—দুর্গাদাসের জননীকে। শিবানীর কলকাতায় যাওয়া, দিলীপশঙ্করের প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হ'য়ে লেখাপড়া করা, কালীশঙ্করের মুক্তির সম্ভাবনা, পুত্রের আচরণ অর্থাৎ গুণ্ডাদের ধর্ম্ম-

বিষয়ে সজাগ করে তুলে স্বদলভুক্ত কর', আবদুল্লার আকস্মিক মৃত্যু ঘটায় শেষচেষ্টা ব্যর্থ হওয়া ইত্যাদি ভেবে ভেবে রাখালরায় যেন মুসড়ে পড়েছে! কিন্তু ভেঙে যায়নি; তাই সেদিন সন্ধ্যায় কল্‌কাতার কিসিং ক্লাবের সভ্যদের দশহাজার টাকা দিয়ে চুক্তিপত্রে সই করে এসেছে রাখলরায় তাঁর নবপ্রচেষ্টা অর্থাৎ কালীশঙ্করবংশধ্বংসের নবাবিষ্কৃত প্ল্যান সাফল্যমণ্ডিত ক'রে তুলতে।

কল্‌কাতার কিসিং ক্লাবের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে অনেক কথা মনে পড়ে গ্যালো—দী ক্যালক্যাটা কিসিং ক্লাব, দী লেক কিসিং ক্লাব, দী কিসিং রুম এ্যাট্ মেক্‌সিকো সিটি এয়ার পোর্ট ইত্যাদি আরও অনেক আছে। মেক্‌সিকোর সরকার বাহাদুর নাকি চুম্বনঘরের পরম সুখ্যাতি করে থাকেন। কিন্তু এই গুপ্ত চুম্বনক্রিয়া সর্ব্ববাদি-সম্মত নয়। কেউ বলেন, এ অন্যায়, কেউ বলেন, এ অস্বাস্থ্যকর, আবার কেউ কেউ বলেন, এ ধর্ম্মভিত্তিমূলক। ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ। এস্‌কিমো তার ভালবাসা দেখাবে নাক রগড়ে আর মেক্‌সিকোবাসী তার ভালবাসা দেখাবে চুমুখেয়ে। আর এইজন্যে মেক্‌সিক্যান গভর্ণমেণ্ট সাধারণের মধ্যে চুম্বনক্রিয়ার প্রচারোদ্দেশ্যে গুপ্তকক্ষ বানিয়ে দিয়েছেন। তাই কেউ কেউ বলেন, সাবাস্ মেক্‌সিকো! ৮

'দী লেক্ কিসিং ক্লাব'টী কল্‌কাতার প্রেমোদ্যানতলায় স্থাপিত; তথাকথিত অভিজাত সম্প্রদায়ের নরনারী এই ক্লাবের সভ্য হ'য়ে অসভ্য কাজগুলো ক'রে থাকেন। সুতরাং এটাকে এখন প্রেমতীর্থ বলা যায়। আর দী ক্যালক্যাটা কিসিং ক্লাবটাকে দী গ্রেট ক্যালক্যাটা কিলিং সেণ্টার ব'লে ধ'রে নেওয়া যায়। এ ক্লাবের মেম্বারদের মধ্যে অধিকাংশ মেয়ে আর বাকিসব পুরুষ; মেয়েরা নিজেদের কৌশলজাল বিস্তার ক'রে শিকার ধ'রে নিয়ে আসে আর সেই শিকারের মধ্যে ঘড়ি, আংটী, টাকা, অলঙ্কার ইত্যাদি যা'কিছু পাওয়া যায় তা সহজে বা সজোরে ছিনিয়ে নিয়ে পুরুষরা তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা ক'রে মাংসাস্থিগুলো গুপ্ত সুড়ঙ্গপথে গঙ্গায় নিক্ষেপ ক'রে তৃপ্তির নিশ্বাস ছাড়ে। বহুদিন থেকে বহু বর্ব্বর কলকাতার এই ক্লাবের সভ্যপদে

৮৮.

অভিষিক্ত হ'য়ে অদম্য অর্থলোভে ষোড়শোপচারে কামনার নৈবেদ্য-সাজিয়ে মানুষের সমাজে দৃষ্টির অন্তরালে পুলিশের চোখে ধূলোদিয়ে নিত্য-নূতন শিকার খুঁজে বার ক'রে সহরের বুকের ওপর দিয়ে হত্যাস্রোত বইয়ে চলেছে নশ্বরদেহের ইন্দ্রিয়সুখপরিতৃপ্তির আশায়। রামচরণ পূর্ব্বে এই ক্লাবের মেম্বার ছিল; এর ভাবগতিক দেখে অনেক আগেই বিদেয় নিয়েছে। সম্প্রতি রাখালরায় এই ক্লাবের সভ্যপদলাভ করে নূতন উদ্যমে নবাবিষ্কৃত প্ল্যান অর্থাৎ দিলীপশঙ্কর-ধ্বংস-চেষ্টা ফলবতী করতে নিযুক্ত হয়েছে। ধন্য রাখাল রায়! ধন্য তোমার উদ্ভাবনী শক্তি!

যাইহোক, রাখালরায় গভীর রাত্রে তার গুপ্তকক্ষে বসে দরজা বন্ধ করে একা ভাবতে লাগলো—কখনও চোখে মুখে জল দিতে লাগলো—কখনও বা মাথায় হাত বুলুতে লাগলো—আবার কখনও চোখ দুটো বড় করে উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাত তুলে যেন কাকে মারতে উদ্যত হোলো! তারপর চেয়ারে ব'সে আসল ও জাল দলিলাদির পৃথক বাকসদুটী খুলে কিছু খুঁজতে লাগলো; কিন্তু দেখলো বাকসদুটী প্রায় শূন্য—কিসিং ক্লাবের চুক্তিপত্র বা জাল ও আসল দলিল কোনটীতেই নাই। কাগজপত্র না পেয়ে রাখালরায় চোখে সরষের ফুল দেখতে লাগলো! তখন মাথায় হাত দিয়ে চার পাঁচ মিনিট ব'সে রইলো; তারপর হঠাৎ তড়াক ক'রে উঠে আলমারীগুলো খুলে দেখলো তন্ন তন্ন করে, কিন্তু খুঁজে পেলো না তার ঈপ্সিত আবশ্যকীয় কাগজপত্রগুলো। কোথায় গ্যালো আমার দরকারী কাগজগুলো!—এই ব'লে অকস্মাৎ বুকফাটা চীৎকার ক'রে উঠলো রাখালরায়। সেই চীৎকার শুনে পাশের ঘর থেকে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো তাঁর পত্নী মহামায়া—দুর্গাদাসের জননী; জিজ্ঞাসা কোরলো, কি হোলো এত রাত্রে? হোলো আমার শ্রাদ্ধ!—এই কথা ব'লেই থতমত খেয়ে গ্যালো রাখালরায়; পরক্ষণেই নিজের ভুল শুধরে নিয়ে বল্লে, ওঃ তুমি! তোমাকে ডাকিনি, তুমি যাও, আমার কিছু হয়নি। স্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে ফেলিছি। এখন ঘুমোবো, তুমি শোওগে যাও। এইসব কথা ব'লেই চুপ করে রইলো রাখালরায়—দরজা খুললো না।

পঁচিশ

ব্যথিতা—লাঞ্ছিতা—অপমানিতা—বিরহ-যন্ত্রণা-প্রপীড়িতা শিবানী কল্‌কাতায় এসেছে ঝড়ের বেগে পুত্রকন্যাদিকে নিয়ে ভবিষ্যতের আশায় আর সাধনা ও শিবদাস তাদের মায়ের সঙ্গে কল্‌কাতায় চ'লে এসেছে মামার বাড়ী—বাদুড় বাগান ষ্ট্রীটে—ঠিক যেন ঝড়ের শেষে বৃষ্টির মত মধুর হ'য়ে! সাধনার উদ্দেশ্য দিলীপ শঙ্করকে চোখে চোখে রাখা—দৃষ্টির আড়াল না করা—তার মায়ের কাছে থাকা—তাঁর ব্যথায় প্রলেপ দেওয়া —সুযোগ পেলে তাঁর মনের কথা জেনে নেওয়া। অবশ্য একথা সত্যি যে সে লেখাপড়ার অজুহাতেই কল্‌কাতায় আস্‌তে পেয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড়কথা—সাধনা দিলীপকে আপনহারা হ'য়ে ভালবাসে—তাকে ছেড়ে বেঁচে থাকার কথা সে ভাবতে পারে না। দিলীপশঙ্কর সাধনাকে চায় ভাল—না চায় উপায় নেই—তবে তা'কে দেখেও সাধনার সান্ত্বনা আছে। যাইহোক, সে দিলীপকে ইহকালের সর্ব্বস্ব ও পরকালের মোক্ষ ব'লেই ধ'রে নিয়েছে। দিলীপ তার স্বামী—সখা—দেবতা—ভগবান!

সাধনার মনে সর্ব্বদাই সুর বাজে আর সেই সুরে সে গেয়ে যায় নিরালায় তা'র দিলীপদা'র লেখা গানটা :—

যত ব্যথা তুমি দেবে, প্রিয়তম, তত মাখিব না গায়;
যা'কিছু তোমার নেবো নতশিরে হাসিমুখে দিয়ে সায়।
ফুল বাস দেয় চয়নবেদনে, তরু ছায়া দেয় কুঠারছেদনে,
ধরণী খুঁড়িলে জীবন যে মিলে, —এতে 'আন' নাহি, হায়।
তাই তবদেয়া দুঃখ-অপমান মাখিব না কভু গায়।
তোমার হিয়ার গভীর যে প্রেম ফল্গুর মত ঝরে!
লোক-লোচনের আড়ালে বহে সে আপন-গরব-ভরে।
আমার বুকের প্রতিটী তন্ত্রী বাজে কা'র সুরে? জান কি যন্ত্রী?
জান নাকি তুমি কাহার আশায় গানের সুরে সে ধায়—?

—এই গানটা গাইতে গাইতে ভেসে ওঠে সাধনার মনে দিলীপের লেখা কবিতা—

বাস্‌বে ভালো অতি অধিক, ফল হবে গো জীবনে ধিক্ ;
এবারে তাই বাস্‌বো ভালো সেইটুকুন্ যা ভগবান্।

আর এতেই সে ভাবে দিলীপদার ভালোবাসা আঘাত পেয়েছে শুধু তা'র ঠাকুরদা'র হৃদয়-হীনতায়! যাইহোক্, সাধনা দিলীপের সম্বন্ধে মনে মনে পোষণ ক'রে চলেছে গানের নিগূঢ় অর্থ আর সেই জন্যে কৌশলে দাদা শিবদাসের সঙ্গে যুক্তি করে বাপ-মা'কে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কলকাতায় এসেছে। দিলীপ যেখানে থাক্‌বেনা সেখানে সাধনা থাকতে পারে না—একথা মনে মনে সবাই জানে—শিবানী জানে—দুর্গাদাস জানে—কল্যাণী জানে —শিবদাস জানে—রাখাল রায়ও জানে।

শিবদাস দিলীপকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসে—নিজের ছোট ভাই ব'লে মনে করে। শিবদাসের প্রধান উদ্দেশ্য দিলীপের পাশে থাকা—পাশে থেকে তা'র মত ভাল ছাত্র হবার চেষ্টা করা আর তার প্রতি সাধনার অনাবিল প্রেম যা'তে বিয়েতে গিয়ে পৌঁছোয় সে বিষয়ে নজর রাখা।

শিবদাস কল্‌কাতায় দিলীপের মত প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হতে পারেনি—বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হ'তে হোলো তাকে। ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হোলো সাধনা, প্রতিভা ও সবিতা।

দিলীপের সঙ্গে সাধনার বেশী দেখাশোনা হয় না; তবে সাধনা নানারকম অছিলায় দিলীপদের বাসায় আসে—উদ্দেশ্য শিবানীর সঙ্গে দেখা করা আর দিলীপের দেখা পাওয়ার আশা। কিন্তু দেখা হ'লেই দিলীপ চোখ দুটোর দৃষ্টি মাটীর দিকে রেখে কথা কয়—সাধনার মুখের দিকে একদম তাকায় না আর কাজ আছে ব'লে তাড়াতাড়ি বিদায় গ্রহণ করে। অবশ্য শিবদাসের সান্নিধ্য দিলীপ এড়িয়ে চল্‌তে চায় না—শিবদাস যখন যা' প্রশ্ন করে তার উত্তরও দেয়।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে কেটে গেল চারটে বছর শিবানীর গ্রামখানি ছেড়ে কল্‌কাতায় আসার পর থেকে। জীবনের ওপর দিয়ে অনেক ঝড় ঝাপ্‌টা চলে গিয়েছে—অনেক বাধা—অনেক বিপত্তি এসে মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়েছে চোখের সাম্‌নে। কিন্তু শিবানীর মন কিছুতেই টলেনি। শিবানী প্রেরণা পেয়েছে স্বামী কালীশঙ্করের স্মৃতিসাধনায় —পুত্র দিলীপশঙ্করের অধ্যয়নস্পৃহায়—আর নিজের সংযতমনের কঠোর দৃঢ়তায়। কলকাতায় জীবনের ওপর দিয়ে যে চারটে বছর পার হয়ে গ্যাছে তার মধ্যে ঘটে গ্যাছে অনেক ঘটনা—এসে পড়েছে প্রচুর পরিবর্ত্তন! যা' ছিল তা' আর নেই—যা' আছে তা' ছিল না। দিলীপ শঙ্কর বড় হয়েছে—আই-এ পাস করেছে ফার্ষ্ট হ'য়ে—বি-এ'তে ঈশান স্কলারশিপ পেয়েছে দুর্নীতিপরায়ণ অধ্যাপকের কুটনীতিজাত শত্রুতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে! এখন এম-এ পড়ছে ইরেজীতে আর ঐ সঙ্গে ল' ক্লাশেও যোগদান করেছে।

কিন্তু দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে শিবানী পুত্রের ওপর অভিমান করে বল্লে, খোকা, জীবন-সংগ্রামে যে আমরা হেরে গেলাম! সংসার যে আর চলে না! রাখাল রায় শেষে বাবার অংশটাও জাল করে দখল করলে! আমরা আজ কুঁড়ে ঘরে—তার ভাড়া যোগাতেও কষ্ট হচ্ছে!—তাছাড়া সংসার খরচ আছে—এর ওপর সেখ আবদুল্লার অন্তিমকালের প্রার্থনা!—তা'র বউকে কিছু কিছু ক'রে দিতে হয়! তাই বলি, আমাকে একটা কাজ নিতে দে, বাবা!

দিলীপ—মা, তুমি চাক্‌রী করবে আর আমি বসে খাবো! না, মা, তা হবে না। আমি একটা মতলব ঠিক করিছি, মা। নিতাইয়ের একটা চাকরীর ব্যবস্থা করিছি—কাজেই ওর জন্যে আমাদের আর ভাবতে হবে না। আর দিদির বিয়ে দিয়ে দাও—বিয়ের টাকা ধানের জমি বেচ্‌লেই পাওয়া যাবে। নায়েব দাদাকে তা জানিয়ে দিইছি। আমি এইমাসে একটা চাকরী পাবো; তাহ'লেই আমাদের দুজনের স্বচ্ছন্দে চলে যাবে।

শিবানী—এ তোর পাগলামী, খোকা।

দিলীপ—মোটেই না। ইট্ ইজ্ বেটার টু ষ্ট্যাণ্ড অন ওয়ান্স্ ওন্ লেগস্ ছান টু বী এ প্যারাসাইট।

শিবানী—তুই তাহলে পড়া ছেড়ে দিবি। বেশ, তাই দে! কাল সকালে আমার মৃতদেহ দেখতে পাবি।

দিলীপ—ভুল বুঝচ, মা—পড়া ছেড়ে দেব না, ভেবেছিলাম আই, সি, এস্ পরীক্ষাটা দেবো; কিন্তু বয়েস কম—টাকারও অভাব—পরে দিতে হবে; এখন যা হোক্ একটা চাকরী জুটে যাবে।

শিবানী—তুই যাই বল্, নিতাই তোকে ছেড়ে যাবে না; আর প্রতিভার বিয়েও এখন হবে না।

দিলীপ—ছাখো, মা, দিনকাল খারাপ—মেয়ের বিয়ে যথাসময়ে দেওয়াই উচিত। দিদিকে খিঙ্গী না ক'রে—ককেট বা রক্তখাগী না বানিয়ে এখন বিয়ে দিলেই ভাল হবে।

শিবানী—খোকা, তুই সংসারকে চিনিস না—কতটুকুই বা তোর বয়েস! কিন্তু সাধনা—হয়তো তুই রাগ করবি—তোর চেয়ে অনেক বেশী বোঝে!

দিলীপ—"ইয়েস্, উইমেন আর ওয়াইজার ছান মেন, বিকজ দে নো লেস্ এ্যাণ্ড আনডারষ্ট্যাণ্ড মোর"। ঠিক এরপরই সাধনা ও শিবদাস এসে পড়লো একজন ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে। সাধনা এসেই শিবানার কপালে হাত দিয়ে দেখলো খুব জ্বর; শিবদাস ডাক্তারকে একটা টুল দিল বস্তে। ডাক্তার বসে জিগ্যেস করলেন, কবে থেকে জ্বর হয়েছে?

সাধনা শিবানীর মাথায় হাওয়া করতে করতে বল্লে, কাল থেকে, ডাক্তারবাবু।

এরপর ডাক্তার থার্ম্মোমিটার দিয়ে জ্বর দেখলেন ১০২ ডিগ্রী—বল্লেন, কোন ভয় নেই, ওষুধ দিলাম, ভাল পথ্যের দরকার—এই বলে প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখে দিয়ে সাধনার দেওয়া ভিজিট নিয়ে প্রস্থান করলেন। শিবদাস নিতাইকে ডেকে নিয়ে ওষুধ ও ফল-মূল আনতে গেল বাজারে।

দিলীপ দেখ্‌লো সে তার মায়ের অসুখের বিষয় জানে না অথচ সাধনা দূরে থেকেও সব জানে—যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও সে করেছে। দিলীপ সাধনার কাজ দেখে মুগ্ধ হয়ে গ্যালো; বল্লে একটু অভিমানের সুরে—আমার চেয়ে তুমি আমার শত্রুকে বেশী ভালবাসো, মা।

শিবানী—সে কিরে! তোর শত্রু কে?

দিলীপ—এই সাধনা—যাকে তুমি শাঁখ বাজিয়ে ঘরে এনে ছেঁড়া-কঁ্যাথায় বসাতে চেয়েছ।

সাধনা—দিলীপ দা', তুমি রাগ কোরোনা—মা'র অসুখ, আমাকে একটু সেবা করতে দাও।

দিলীপ—আচ্ছা, আমি রাগ করছি না, কিন্তু জানতে চাই—আমি কি তোমার কেউ নই, মা? আমাকে তোমার অসুখের কথা জানাতে এ্যাতো আপত্তি?

সাধনা—আমি জানাতে দিইনি, দিলীপ দা'! যদি কিছু বলতে চাও তো আমাকে বলো; তুমিই তো বল, 'ম্যান ইজ্‌ সুপ্রীম ইন্‌ দি ষ্টেট এ্যাণ্ড উওম্যান ইজ্‌ সুপ্রীম ইন্‌ দি ফ্যামিলি'।

দিলীপ—ওটা থিওরি! আচ্ছা, মা, দিদি কোথায়?

শিবানী—রান্নাঘরে 'উল্টোরথ'এ বসে আছে।

দিলীপ—এইজন্যেই আমি বারবার বলে আসছি—দিদির বিয়ে দাও—আর দেরী কোরো না।

শিবানী—বিয়েটা উনি এসে দেবেন বা বিয়ের ফুল ফুটলেই হবে।

দিলীপ—ফুলটা ফুটিয়ে দাও না তাড়াতাড়ি! আশ্চর্য্য! উল্টোরথ! মায়ের অসুখ না দেখে উল্টোরথে বসে আছেন!

দিলীপের কথা শেষ হতে না হতে প্রতিভা ঝড়ের মত এসে পোড়লো—বল্লে, খোকা, এ্যাতো তম্বি গম্বি কিসের?

দিলীপ—তোমারি জন্যে। মা'র অসুখ জানো কি?

প্রতিভা—হ্যাঁ, একটু জ্বর হয়েছে—সেরে যাবে।

দিলীপ—ছাখো, দিদি, মাকে যদি একটুও ভালবাস্‌তে তাহ'লে তোমার জবাবটা অন্য ধরণের হোতো—এর বেশী কিছু বল্‌তে চাইনে।

প্রতিভা—বলবার কিছুই নেই—আছে শুধু দরিদ্রের দম্ভ! ভাল ষ্টুডেণ্ট হলেই ভাল মানুষ হওয়া যায় না, খোকা!

শিবানী—প্রতিভা, শুনে নে—যারা সত্যিকার ভাল ষ্টুডেণ্ট তারা চিরদিনই মানুষের মত মানুষ হয়েছে—"দি চাইল্ড ইজ্ ফাদার অব্ দি ম্যান"। খোকা অনেক দিন থেকে তোমার বিয়ের কথা বলে আস্‌ছে—এখন বুঝিছি সেটা তার জ্ঞানের কথা—শীগ্‌গির তোমার বিয়ে দেবো।

প্রতিভা—বিয়ে দেবো বল্লেই দেওয়া যায় না! যাদের কুঁড়ে ঘরে বাস—যে বাড়ার গার্জ্জেন ক্রিমিন্যাল—আন্দামানের জেলে পচ্‌ছে—যাদের পেটে নেই ভাত তারা মেয়ের বিয়ে দেবে?—শুনলেও হাসি পায়!

শিবানী—কি বল্লি? গার্জ্জেন ক্রিমিন্যাল? খোকা!—বলেই শিবানী বুকফাটা চীৎকার ক'রে উঠলো—কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লে, এ্যাতোদিন তা'হলে দুধকলা দিয়ে সাপ পু'ষে আস্‌ছি! এই মেয়েকে আমি গর্ভে ধরেছি! দিলীপ কোঁচার কাপড় দিয়ে মা'র চোখদুটো মুছিয়ে দিয়ে বল্লে, মা, কেঁদোনা; চুপ কর, লক্ষ্মী, মা আমার! তুমি কাঁদ্‌লে পৃথিবী আমার কাছে শূন্য হয়ে যায় যে, মা! তারপর প্রতিভার দিকে তাকিয়ে কঠোরস্বরে বল্লে, দিদি, তুমি কি বলতে চাও বাবা অপরাধী?

প্রতিভা—লোকে তো তাই বলে।

দিলীপ—পাগলে কিনা বলে? ছাগলে কিনা খায়? তুমি কি বলো?

প্রতিভা—পৃথিবীটা কা'র বশ?

দিলীপ—পৃথিবী টাকার বশ।

প্রতিভা—কাজেই টাকায় বশীভূত যারা তারাই বলে—এক হাতে তালি বাজে না।

দিলীপ—দে আর রোগ্‌স—দে আর ভিলেন্‌স্—দে আর স্কাউণ্ড্রেল্‌স্! তুমিও তাদের মধ্যে একজন।

এইবার সাধনা বল্লে, ছাখো, প্রতিভাদি, তারা আমার ঠাকুরদার মোসাহেব—ধামাধরা—খয়ের খাঁ। জেনে রেখো—কালীশঙ্কর চৌধুরী মনুষ্যাকারে দেবতা—মিথ্যে-জোচ্চুরি-জালিয়াতার কেতাদোরোস্তো কায়দায় পড়ে আদালতের ভুলে তিনি আজ অপরাধী হয়ে আন্দামানের জেলে! এর বেশী এখন আর বল্‌তে পারবো না—তবে চাকা ঘুরে যাবে—নিরপরাধ বলে গভর্ণমেণ্ট ওঁকে ছেড়ে দেবে শীগ্‌গির—সবকিছুর প্রমাণ দিয়েছেন বাবা আর সে সব প্রমাণ সত্যের আলোকে জ্বল্ জ্বল্ করছে—আমি সে সব দৈবক্রমে পেইছি!

প্রতিভা—এ আমার বিশ্বাস হয় না। রাধাও নাচ্‌বে না— তেলও পুড়বে না! বরঞ্চ একথা সত্যি যে তুমি পেত্নী সেজে খোকার ঘাড়ে চাপতে চাইছ—তাহলেই সোণায় সোহাগা হবে— তোমাদের ষোলকলা পূর্ণ হবে। তোমার দাদু বাবাকে পাঠিয়েছে আন্দামানে আর তুমি খোকাকে পাঠাবে জাহান্নামে!

দিলীপ—কাকে কি বোল্‌ছো, দিদি? নারী হ'য়ে নারীর মন বুঝতে শেখনি? তোমার কপালে অনেক দুঃখু আছে!

সাধনার চোখ জলে ভরে গেল প্রতিভার বাক্যবাণে। শিবানী জ্বরে শুয়ে পড়েছিল—প্রতিভাকে কাছে ডেকে বল্লে, শোন্, হতভাগী, কবে তোর জ্ঞান-বুদ্ধি হবে বল্‌তে পারিস্? সাধনাকে তুই চিন্‌তে পারলিনে? তারই ভরসায় আমি এখনও বেঁচে আছি! আর তাকেই তুই যা'তা' বলছিস্! ছিঃ! ছিঃ! তুই মহাপাপ করলি—ওরে তুই মহাপাপ করলি! তুই তাকে আজ স্বহস্তে হত্যা করলি—যেমন প্রতাপাদিত্য বসন্ত রায়কে হত্যা করেছিল—যেমন জিহন খাঁ দারাসে-কোকে হত্যা করেছিল—যেমন ডায়োক্লিসিয়ান প্যালারমোর ছোট্টমেয়ে এ্যাগ্‌নিস্‌কে হত্যা করেছিল—এইসব বল্‌তে বল্‌তে শিবানী কাঁদতে লাগ্‌লো।

প্রতিভাও মা'র কথায় কেঁদে ফেল্‌লো—বল্লে, একি ক'রলাম! সাধনা, আ'মার ভুলের জন্যে তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইছি—তুমি আমায় ক্ষমা করো, বোন্!

সাধনা কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো—ক্ষমার কোন কথা নেই এতে, প্রতিভাদি। আজ আমার জীবনের সারকথা ব'লে সকলের কাছ থেকে বিদেয় নিচ্ছি, কিন্তু মাসিমার কাছে আসবোই ইচ্ছে হ'লে। প্রতিভাদি, শুনে রাখো—আমি পেত্নীর মত দিলীপদার ঘাড়ে চেপে তাকে জাহান্নামে পাঠাতে চাইছিনে। আমি দিলীপদা'কে ভালবেসে আসছি জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে ;—এজন্মে শৈশবের সংস্কারজাত জ্ঞানোন্মেষ থেকে আমি তা'কে ভালবেসেছি—ভালবাসি—চিরদিন ভালবাসবো ; সর্ব্বযুগে—সর্ব্বস্থানে—সর্ব্বাবস্থায় আপনহারা হ'য়ে ভালবাসবো ; কিন্তু দিলীপদাআমায় ভালবাসলো কিনা কোনদিন ভেবে দেখিনি—ভাবিনি—ভাবিনা—ভাববোও না। দিলীপদা, যেখানে থাকে সে স্থান আমার কাছে স্বর্গ—সেস্থান একাধারে গয়া-কাশী-প্রয়াগ-বৃন্দাবন ! দিলীপদাকে আমি দেখতে পাই আকাশে-বাতাসে-চন্দ্রে-সূর্য্যে-গ্রহে-নক্ষত্রে ! পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল—বৃক্ষের প্রতিটি পত্র—প্রতিটি পুষ্প—প্রতিটি শাখা-প্রশাখা হাওয়ার হিল্লোলে নিয়ে আসে আমার অনুভূতিতে দিলীপদার স্পর্শসুখ;—জগতের যা'কিছু সত্য—যা'কিছু সুন্দর—যা'কিছু পবিত্র তা'র সবকিছুই দেখতে পাই দিলীপদা'র রূপে—দিলীপদা'র গুণে—দিলীপদা'র দেহে—দিলীপদা'র কথায়; দিলীপদা'র স্মৃতি আমার হৃদয়ের হৃদয়ে এনে দেয় স্বর্গের মন্দাকিনী—মর্ত্ত্যের অলকানন্দা—পাতালের ভোগবতী ; দিলীপদা যে চেয়ারে বসে —যে বিছানায় শোয়—যে কলমে লেখে—যে বইখানা পড়ে আমার মনে হয় তাদের জন্ম সার্থক—কর্ম্ম পবিত্র—ধর্ম্ম অমেয়। আমি আজ বেহায়া হয়ে আমার অন্তরের কথা বলে ফেল্লাম—শেষে বিদায়ও নিচ্ছি ; কিন্তু বিদায় নিলেও মাসিমাকে আমি দেখতে আসবো আর আমার বাকি কর্ত্তব্যগুলো করে যাবো। তবে প্রতিভাদি জেনে রাখো—আমি পেত্নী সেজে কোন দিন দিলীপদা'র ঘাড়ে চাপবো না। দিলীপদা'কে অনেক মেয়ে ভালবাসে—সবিতাদি'—প্রতিমাদি'—রমা বোস—বিজলী সরকার আরও কত—যা' দিলীপদা' জানেনা—আমি জানি ! আমার ভাগ্যে আছে দিলীপদা'র ঘৃণা-অবজ্ঞা-অবহেলা। তবুও দিলীপদা'কে

আমি ভালোবাসি—দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করি—ভগবান ভেবে পূজো করি। মেসো মশাই কালীশঙ্কর চৌধুরী সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধ—তাঁকে মুক্ত করাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য ; তবে তার আগে আমাকে ধরিয়ে দিতে হবে সত্যিকার অপরাধীকে। আমি আমার সে কর্ত্তব্য পালন করবোই ! তখন আমার কাজ ফুরিয়ে যাবে—আমিও ফুরিয়ে যাবো—মনে-প্রাণে-হৃদয়ে—দেহের প্রতিটি অঙ্গে দিলীপদা'র স্মৃতির আলপনা দিতে দিতে বৈতরণী পার হ'তে থাকবো !—ঠিক যেন ইউথ্যানেজিয়া !—শেষে পঞ্চভূতে মিশে গেলেও ভাসতে থাকবে দিলীপদা'র স্মৃতি অনন্ততার মাঝখানে ঠিক শোলার মত যা' কখনও ডুববে না আর তা'তে ফুটে উঠবে রাতের সূর্য্য—ঠিক যেন নরওয়ের "মিড্‌নাইট্‌ সান্‌"—চিরস্থির—চিরমধুর—চিরোজ্জ্বল !—ঠিক এই সময়ে পাশের বাড়ীর রেডিওতে এই গান্‌টা বেজে উঠলো—।

তোমার আমার বাঁধনখানি কেউ কি, প্রিয়, ছিঁড়তে পারে ?
ছড়িয়ে সে যে এপার ওপার যুগ ও যুগান্তরের ভারে !
নূতন হাটে, নূতন ঘাটে, দেখছি কতই আনাগোনা !
কতই দেখি কান্না-হাসি— কতই বাঁশী যায় গো শোনা !
—এদের মাঝে, হে পুরাতন, সাজাও নূতন বারে বারে।
নূতন আশা, নূতন বাসা, নূতন সবি নূতন পথে ;
নূতন মাঝে তুমিই আছ চির-নূতন জীবন-রথে !
হেথায় আমার বেচাকেনা সাঙ্গ হ'লে চুকিয়ে দেনা
যাবো তোমার অচিন্‌ দেশে ! —দেখো কেমন বাঁধনটারে !

ছাব্বিশ

যে সব কথা সাধনার অন্তরের গভীরতম তলদেশে স্বর্গের পারিজাত রচনা ক'রে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে তালে তালে নেচে বেড়াতো সেগুলো যেদিন আকস্মিক আলোড়নে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত আত্ম-প্রকাশ ক'রে ফেললো দিলীপের সামনে সেই দিন থেকে সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে পোড়লো আর দিলীপ ভাবতে লাগলো সাধনা তার হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করবার এমন মধুর ভাষা কি ক'রে জান্‌লো!

সেদিন রবিবার; সকাল থেকে বসে বসে দিলীপ অনেক কিছু ভাবছিল—সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, ভাগ্যপির্য্যয় ইত্যাদি। সাধনারা অনেক দিন থেকে বলে আসছে তার পিতা শীগ্‌গির মুক্তি পাবে—প্রমাণ হাতে আছে!—দেখ্‌তে দেখ্‌তে ক'বছর কেটে গ্যালো; কিন্তু আশাতো আজও ফলবতী হোলো না? তবে সব কি ভাঁওতা? না ধোঁকাবাজী? এই কথা মনের মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতেই সে শিবানীকে জিগ্যেস কোরলো, মা, বাবার মুক্তির সম্ভাবনা কি তোমার বিশ্বাস হয়?

শিবানী—বিশ্বাস হয় বলেই তো এতদিন বেঁচে আছি, খোকা!

দিলীপ—কিন্তু আমি আর বিশ্বাস ক'রে উঠ্‌তে পারছি নে।

শিবানী—পারতে যে হবে!

দিলীপ—কিন্তু প্রমাণ থাক্‌তে এত দেরী কেন?

শিবানী—বোধহয় দুর্গাদাসবাবু দুকুল বজায় রাখতে চান আর সেই জন্যেই তিনি ভেবেচিন্তে কাজ করছেন।

দিলীপ—ওটা তাঁর ভুল। বাবা তো নির্দ্দোষ; তাঁর মুক্তির বিনিময়ে রাখাল রায়ের শাস্তি অনিবার্য্য!

শিবানী—দুর্গাদাসবাবু তাঁর বাবাকে সেই শাস্তি থেকে বাঁচাতে চান—এই কথাই সাধনার মুখে শুনেছি।

দিলীপ—ছাখা যাক্ কি হয়। ভাগ্য ছাড়া তো পথ নেই! আমাদের ভাগ্য! যীশুখৃষ্ট জন্মাবার দু'হাজার বছর আগে হোমার তাঁর ইলিয়াডে লিখে রেখে গ্যাছেন—

"নো ম্যান অফ্ উওম্যান বর্ণ, কাওয়ার্ড অর্ ব্রেভ্, ক্যান্ শান্ হিজ্ ডেস্‌টিনি"। আর এই ডেস্‌টেনির কথা উঠ্‌লেই আমার মনে হয় বাবার কথা—সুভাষ বোসের কথা—গান্ধীজির কথা—গড্‌সের কথা—শ্যামাপ্রসাদের কথা—ম্যাজারিকের কথা! কি দুর্ভাগ্য বাঙলার! শ্যামাপ্রসাদ 'ডার্লিং অফ্ বেংগল' হ'য়েও সুদূর কাশ্মীরে বেঘোরে প্রাণ হারালেন! আর কিভাবে তাঁ'র পেটিং হোলো'নাইন আওয়ার্স টু রাম'এ! সবই ভাগ্য!

বেদনার স্মৃতি জাগিয়ে দিলীপ আরও অনেক কথা বলতে যাচ্ছিল দেশের সম্বন্ধে, কিন্তু তা' না ব'লে অন্যকথা পাড়লো; হঠাৎ সাধনার নাম ক'রে বল্লে, মা, তুমি আমার হয়ে সাধনার ভুল ধারণাটা ভেঙে দিও; বোলো, দিলীপ তোমাকে ঘৃণা বা অবহেলা কখনও করেনি—করেনা—কোরবেওনা। সে তার নিজের দুঃখে ডুবে আছে আর সে দুঃখ তা'র পিতার জন্যে;—তা' এ্যাতো গভীর যে তা'তে আর কিছু থাই পায় না! উপরন্তু আছে অফুরন্ত দারিদ্র্য; তাই সে তোমাকে তার দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে টেনে আন্‌তে চায় না।

শিবানী—এসব তো বোল্‌বো! কিন্তু সে তোমার কোন কথাই শুন্‌বে না। ইফ্ দি এন্‌টায়ার ওয়ার্লড্ ষ্ট্যাণ্ডস্ এগেনষ্ট ইউ, শী উইল বী অল্ দি ওয়ার্লড্ টু ইউ—এই হলো তার শেষ কথা আর সেই জন্যে আমি তাকে ভালবাসি—ভক্তি করি।

দিলীপ—সে কি, মা! তুমি সাধনাকে ভক্তি কর? সে তো আমার চেয়েও ছোট!

শিবানী—ভক্তি করি তা'র ভালোবাসাকে;—ভালোবাসাই তো একাধারে সতী-সীতা-সাবিত্রী-চিন্তা-শৈব্যা-বেহুলা-দময়ন্তী!

দিলীপ—মা, এ তোমার নিজের কথা! বিষ্ণু শর্ম্মা ঠিকই বলেছেন—গুণী-গুণং বেত্তি, ন বেত্তি নির্গুণঃ! যাক্‌গে, এক কাজকর মা; জমি বিক্রী ক'রে দিদির বিয়ে দাও—এই আমি চাই। 'শত পুত্রসম কন্যা যদি পাত্রে পড়ে'—ঠিক এই সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হ'লো; দিলীপ গিয়ে দরজা খুলে দিল,—দেখ্‌লো, শিবদাস, সবিতা,

ও প্রতিমা বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দিলীপ মাকে ডেকে বল্লে, মা, ছ্যাখো, সবিতাদি'র সঙ্গে একজন নতুন অতিথি! কলেজে দেখেছি; হাত তুলে নমস্কার করে ভেতরে ডেকে বল্লে, শিবুদা, সবিতাদি তোমরা বোসো ঐ ভাঙা চৌকিতে আর আপনি বসুন এই ভাঙা চেয়ারে, এই বলে প্রতিমাকে চেয়ারটা এগিয়ে দিল। এর পরই শিবানী এসে দাঁড়ালো; দিলীপ বল্লে, মা, শিবুদা নিজে বিয়ে করবে না অথচ নিজের বোনকে আমার ঘাড়ে চাপাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে! কিন্তু আমার না আছে চাল না আছে চুলো—আছে শুধু হরিমটর!

শিবানী হেসে বল্লে, এরা সব এসেছে আমাদের কুঁড়েঘরে হরিমটর আছে জেনে; দেখে শুনে কোথায় বস্‌তে দিবি তা'নয় আস্‌তে না আস্‌তে ঝগড়া বাধাচ্ছিস!

দিলীপ—ঝগড়া আবার কখন বাধালাম? শিবুদাকে একটু বাজিয়ে নিলাম।—শিবুদা যা'কে বিয়ে করবে সে 'শতপুত্রসমকন্যা'—আচ্ছা মা, নিতাইটা কোথায়?

শিবানী—সাধনা ডেকে পাঠিয়েছে, তাই তার কাছে গ্যাছে।

দিলীপ—তাহ'লে বেশ। এখন আমি কি করি!

শিবানী—তুই আবার কি করবি?

দিলীপ—"লৌকিকতার পরিবর্ত্তে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনীয়" লেখা থাকা সত্বেও লোকে যা করে সেই রকম কতকটা! মা, শোনো।

শিবদাস—মাসিমা, শুন্‌বেন না; 'মিষ্টি মুখ' আমাদের গাড়ীতে। সবিতা, ড্রাইভারকে হাঁড়ীটা আন্‌তে বল।

দিলীপ—শিবুদা, তুমি নেলসনের চেয়েও কর্ত্তব্যপরায়ণ—তোমাকে ধন্যবাদ! তোমার কাছে আমার কিছু লুকোবার নেই। আচ্ছা, এই অপ্রত্যাশিত আগমন'এর কোন মোটিভ আছে—সেটি কি?

শিবদাস—সেটি বল্‌বেন উনি—প্রতিমা চ্যাটার্জ্জী। তুই একটু ভেতরে যা।

দিলীপ—শিবুদা, আমাদের ভেতর বার খোলা।

শিবানী—তুই শুভবেলা তেল মেখে স্নান করেনে—মেয়েটী কি বলে শুনি।

দিলীপ—শুন্‌তে তুমি পারো, কিন্তু তেল কোথায়? ঘরে তো এক ফোঁটাও তেল নেই—বাজারেও নেই। ব্যবসাদারেরা দেবতাদের পায়ে তেল দিয়ে দিয়ে তেলের পাত্র শূন্য ক'রে ফেলেছে। সকলে হেসে উঠলো—দেখে দিলীপ ভেতরে গেল—শিবদাসও তার পেছনে পেছনে গেল।

এইবার সবিতা কথা পাড়লো—বল্লে, এর নাম প্রতিমা চ্যাটার্জী—বি, এ, পড়ে আমাদের সঙ্গে।

শিবানী—হ্যাঁ, সাধনার মুখে প্রতিমার নাম শুনেছি।

সবিতা—ভালোই হয়েছে। দিলীপ 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় এ্যাড্‌ভার্টাইজ্‌মেণ্ট্‌ দিয়েছে টিউশনির জন্যে। প্রতিমা দিলীপের কাছে পড়তে চায়—উইকে তিনদিন—২০০ দুশো করে দেবে।

শিবানী—সেকি,! খোকা এ্যাডভার্টাইজ্‌ করেছে? আমায় তো কিছু বলেনি। ক'দিন থেকে খুব অভাব চলেছে কিনা! আচ্ছা, জিগ্যেস কোরবো'খন খোকাকে।

সবিতা—আরও কথা আছে; প্রতিমা কল্‌কাতার বাইরে কিছু ধান জমি কিনতে চায়।

শিবানী—বেশ! নায়েব মশাইকে বোলবো। কিন্তু আমাদের গ্রামে রাখালরায় আছে—সে বড় ভয়াবহ লোক! তার ওপর টেক্কা দিয়ে প্রতিমা কিন্‌তে পারবে?

সবিতা—খুব পারবে! ও লোকজন নিয়ে যাবে। নায়েব মশাই যেন নীলেমে বিক্রীর ব্যবস্থা করেন।

শিবানী—তাই হবে।

ঠিক এই সময় দিলীপ ও শিবদাস ভেতর থেকে এসে পোড়লো। দিলীপ শিবানীকে বল্লে, ছাখো, মা, শিবুদা'র অসাধারণ কর্ত্তব্যজ্ঞান।

শিবানী—কি রকম?

দিলীপ—অর্থাৎ আমাদের অবস্থা এ্যান্‌টিসিপেট ক'রে শিবুদা খাবার নিয়ে ঢুকেছে। তুমি কিন্তু ও খাবার কাউকে দিও না। আমি আলাদা খাবার এনে দিচ্ছি।

সবিতা—না, খাবার আন্‌তে যাবে না। তোমার বিজ্ঞাপন দেখে প্রতিমা এসেছে তোমার কাছে পড়বার বন্দোবস্ত করতে; এছাড়া ও কলকাতার বাইরে কিছু ধান জমি কিন্‌তে চায়।

দিলীপ শান্তস্বরে বল্লে, যা বলবার মাকে বলে যাও; যথাসময়ে উত্তর পাবে মার কাছ থেকেই। তোমাদের এই উপচিকীর্ষার মূল উপ্‌ড়ে ফেলে লোকে দেখিয়ে দিয়েছে তা কেমন!

দিলীপের কথার উত্তরে শিবদাস একটু রুক্ষস্বরে বল্লে, ছাখ্‌ দিলীপ, তোর কথা হেঁয়ালীতে ভরা; তোর এই ভাবের ঘরে চুরি আমার আদৌ ভাল লাগে না। সত্যি করে বল্‌তো আমাদের উপচিকীর্ষার মূলে কি আছে?

দিলীপ তিক্তস্বরে জবাব দিল, শিবুদা, আমার কথা তুমি বুঝবে না। সে যাক্‌! তুমি কি চাও বলতো? তুমি কি চাও আমার মা তোমাদের বাড়ীতে দাসী-বাঁদী হয়ে চাকরী করুক আর আমি তোমাদের খেয়ালের বশবর্ত্তী হয়ে সাধনাকে বিয়ে ক'রে অভাব, অনটন ও অনশনের মধ্যে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে এসে মর্ত্ত্যলোকে অমরাবতী রচনা করতে গিয়ে নরকের বুকফাটা চীৎকার ও আর্ত্তনাদের দৃশ্যাবলী সৃষ্টি করে পথের লোক জড় করি? এই কথা ক'টি বল্‌তে বল্‌তে দিলীপের চোখদুটো জলে ভ'রে গেল।

দিলীপকে কাঁদতে দেখে শিবদাস কাতরস্বরে বল্লে, দিলীপ, আমায় ক্ষমা কর, ভাই! আমি ভাল করতে গিয়ে তোর মনে ব্যথা দিলাম! তবু বল্‌ছি, আমাকে বিশ্বাস কর, ভাই, আমি তোকে মিথ্যেবাদী বলে ধরে নেইনি। মাসিমার কষ্ট দেখে—তোদের দুঃখ বুঝে আমরা বরাবর অশান্তি পেয়ে আস্‌ছি। বাবা-মা এক এক সময় অস্থির হয়ে পড়েন—সাধনা নির্জ্জনে বসে কাঁদে—একা একা কত কি বকে যায় —মাসিমাকে মা' মা' বলে ডাকে—তোর নামোচ্চারণ করে অপূর্ব্ব

ভাষায়! প্রতিভা যে দিন কঠোর কথাগুলো বলে তার মনে ব্যথা দিয়েছিল সেই দিন থেকে সে খাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছে! ব'লে ক'য়ে—অনেক ক'রে বুঝিয়ে—অনেক কাকুতি মিনতি ক'রে মা তাকে খাওয়ায়—তাও অতি সামান্য!

দিলীপ—তা' আমি কি করতে পারি বলো! আমি ছেলেবেলায় বালির ঘর ভেঙে দিয়ে সাধনার মনে কষ্ট দিয়েছিলাম বুঝে ভুল ক'রে বলে ফেলেছিলাম, শ্বেতপাথরের বাড়ী ক'রে দেবো; আর তোমরা আমার সেই গাড়ুলে ভুলটা সত্যি ভেবে ধ'রে নিয়েছ। ভেবে ছাখো তো আমরা কি ছিলাম আর কি হইছি—আশমান্ জমিন্ ফারাক্! আমার ঠাকুর্দ্দা শুধু জমিদার না—মানুষের রূপে দেবতা ছিলেন! রাজৈশ্বর্য্য ছিল তাঁর—দিগন্তপ্রসারী আকাশের মত ছিল তাঁর হৃদয়—ভেতর বা'র খোলা; তারই সুযোগ নিয়ে তোমার ঠাকুর্দ্দা অন্তরঙ্গ বন্ধু সেজে মোসাহেবী করতে করতে সব সুড়ুক সন্ধান জেনে নিয়ে সর্ব্বস্ব অপহরণ করলেন; এক একটী করে মৌজা—তালুক—পরগণা আত্মসাৎ করতে লাগলেন; অবশেষে একমাত্র পুত্রকে কিড্ন্যাপ ক'রে তাঁর শেষ সম্বলও নিয়ে নিলেন। তারপর আমার নিরীহ-নিরপরাধ পিতাকে কৌশল জাল বিস্তার ক'রে দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে দিলেন। আজ আমরা পথের কাঙাল—চারটে পয়সা যোগাড় করতে পাহাড় প্রমাণ বাধা অতিক্রম করতে হয়—প্রাসাদময়ী নগরীর মধ্যে থেকেও ছোট্ট একটা টালীর ঘরে বাস করি! মা ছেলেকে চাক্রী বা টিউশন নিতে দেবেন না—এম-এ'তে ফার্ষ্ট হ'য়ে দাঁড়াবার আশায়—নিজে কোন একটী ইস্কুলে শিক্ষয়িত্রী হয়ে কোনরকমে ছেলেকে মানুষ ক'রে তুলবেন; কিন্তু ছেলে চায় মায়ের ওপর চাকরীর অসম্মান না চাপিয়ে বংশমর্য্যাদা বজায় রেখে স্কলারশিপ ছাড়া আরও কিছু টাকা টিউশনিতে রোজগার করে সংসারের দুঃখ ঘোচাতে। এর মধ্যে তোমরা আস্ছো সাধনাকে উপঢৌকন দিয়ে ঐশ্বর্য্যসম্ভোগের কামনানল জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারতে। আমাদের পারিবারিক জীবনের এই দারুণ বিপর্য্যয় পম্পাই সহরকেও যে হার মানিয়ে দিয়েছে! সেখানে ছিল বিসুবিয়সের

অগ্ন্যুদগীরণ আর এখানে তোমার ঠাকুর্দ্দার বিষোদ্গীরণ—এটা তোমরা ভাল করেই জানো! দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—বছরের পর বছর ধ'রে যার নিরপরাধ পিতা আইনের ধাপ্পাবাজীতে—কুবিচারের চাতুর্য্যজালে—জুয়োচুরির ভাঁওতায়,—জালিয়াতির বাহাদুরীতে পুত্র-কন্যা-কলত্র আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের স্নেহ-মায়া-মমতা-ভালবাসা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আন্দামানের রন্ধ্রময় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হ'য়ে নিয়তির পরিহাস দেহমনের পরতে পরতে ভোগ করে যন্ত্রণায় 'হাহতোঽস্মি!' বলে প্রাণফাটা চীৎকারে কাল কাটাচ্ছেন তা'র বিয়ে করবার উপযুক্ত সময়ই বটে! ভাবতে পারো কি, শিবুদা, মা'র বুকে কতখানি বেদনা পঞ্জীভূত হয়ে আ'ছে! মা'র মুখের দিকে তাকাতে পারি না—রাজরাণী আজ ভিখারিণী! কিন্তু এটাও জানি কেউ সুস্থ মস্তিষ্কে নিরপরাধের প্রতি এতবড় অন্যায় করতে পারে না। তোমার ঠাকুর্দ্দার মস্তিষ্কবিকৃতি হয়েছে—এ আমার বিশ্বাস—একদিন তা' ধরা পড়বে—পাপের ফল যথাসময়ে ফলবে। আজ অনেক কিছু বল্লাম—ক্ষমা কোরো, শিবুদা'।

সাতাশ

আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের জয়ডঙ্কা বেজে চলেছে মহাসমারোহে। এইজন্যে নিরীশ্বরবাদিতা প্রবলবেগে ফুটে উঠ্‌তে চাচ্ছে অনেকের মনে। আজকাল দেখতে পাই সর্ব্বত্র—সর্ব্ববিষয়ে—সর্ব্বাবস্থায় বিপর্য্যয় ঘট্‌ছে। "যতছিল নাড়াবুনে সব হোলো কীর্ত্তনে"—এই কিংবদন্তী প্রচারিত হতে চলেছে মানুষের মনে—কথায়—আচরণে। তাই আজ তেলাপোকা হচ্ছে পাখী—সব রেজিষ্ট্রার হাকিম—ইণ্ডিয়ানবাবু সায়েব—নারী কেরদানী-দৃপ্তা স্বেচ্ছাচারিণী! কারও মতে ভগবান নেই—কারও মতে দেশপ্রেম নেই—কারও মতে নীতি জ্ঞান নেই।

ভগবানকে এই দুনিয়ায় কেউ দেখতে পান আর নাই পান তা'তে দুনিয়ার বা দুনিয়ার মানুষের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই—জন্মভূমির জন্যে

যাঁর মন সাড়া না দেয় তাঁর কোন বাণী দুনিয়া শোনবার দরকার বোধ করে না—নীতিজ্ঞান যার নেই সে জানোয়ার বা ওর‍্যাং উট্যাং—যা শুধু সুমাত্রা-বোর্ণিও'র জঙ্গলে মেলে !

ঈশ্বর আছেন—এ ধ্রুব সত্য। ঈশ্বরের অস্তিত্ব যদি অস্বীকার করা যায় তাহ'লে জন্মদাতার অস্তিত্বও অস্বীকার ক'রতে হয়। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণের বিষয় নয়—বিশ্বাসের বস্তু। দেখা যায় যাঁরা যত বেশী নাস্তিক তাঁরা ততবেশী আস্তিক্। স্বামী বিবেকানন্দ যখন নরেন দত্ত নামে কলেজে পড়তেন তখন ঘোরতর নাস্তিক ছিলেন, কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংসের সংস্পর্শে এসে তিনি হ'য়ে গেলেন পূর্ণআস্তিক ! জারম্যান দার্শনিক ডেকার্টস্ নিজের অস্তিত্বকেও প্রথমে বিশ্বাস করতে চান নি, কিন্তু জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর বিশ্বাস তাঁর মনে বদ্ধমূল হ'য়ে বসলো। "কুইন ম্যাব'এ শেলী লিখে ফেললেন, "ঈশ্বর নেই" ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর লেখনীর মধ্যে প্রবেশ করে লেখালেন, "দি ওয়ান রিমেন্স, দি মেনি চেঞ্জ এ্যাণ্ড পাস, হেভেন্স লাইট ফরএভার শাইনস্, আর্থস্ শ্যাডোজ ফ্লাই"। ভলটেয়ার বলতেন, ঈশ্বর যদি না থাকেন তাহলে তাঁকে আবিষ্কার করতে হবে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন সেদিন বল্লেন, ভগবান যে পৃথিবীকে নিয়ে দাবাবড়ে খেলছেন—একথা আমি বিশ্বাস করতে পারিনে। এ্যাটম বোমার আবিষ্কারক রবার্ট ওপেনহীমার জাপানের হীরোশিমা ধ্বংসের পর থেকে অনুতাপানলে দগ্ধ হয়ে নিত্য গীতাপাঠ করছেন শান্তির আশায় ; এই রকম আরও কত দৃষ্টান্ত আছে !

আমাদের দিলীপ শঙ্করের পূর্ণ বিশ্বাস ঈশ্বরের ওপর। শৈশব থেকে সে মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকে—তাঁর নাম জপ করে—তাঁ'র স্তব করে—গীতাপাঠ করে আর এই সব কারণে তার অসাক্ষাতে কলেজের সহপাঠীরা তা'কে 'সাধুবাবা', 'বিড়ালতপস্বী,' 'ভণ্ডবাবাজী' 'পিউরিট্যান' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করে ; কিন্তু দিলীপশঙ্কর সামনে এসে দাঁড়ালেই সকলে নির্নিমেষনেত্রে তা'র দিকে চেয়ে থাকে—তার সান্নিধ্য কামনা করে—ক্লাশে প্রোফেসরকে সে কি বলে তা' শোনবার জন্যে সকলে

ীব হ'য়ে থাকে—তার লেখা গান শোনাবার জন্যে তাকে বার বার অনুরোধ জানায়। কাজেই দিলীপ শঙ্কর হ'য়ে পড়েছে 'সাইনসুর অফ্ দি নেবরিং আইজ'। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে জড়বাদী যুগে—কর্ম্মকুণ্ঠ—বিলাসপ্রিয়—সুখপ্রয়াসী—ফ্যাসানব্যবসায়ী—স্বার্থান্বেষী—যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে দিলীপশঙ্করের মত ধর্ম্মভীরু—নিষ্ঠাবান—ঈশ্বরবিশ্বাসী—আড়ম্বরহীন—সত্যপ্রিয়—স্পষ্টবাদী—ন্যায়পরায়ণ ছাত্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীরা দিলীপশঙ্করের কথা ভাবে—আলোচনা করে—বিশ্লেষণ করে, কিন্তু তার রূপ ও তিনটি গুণ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। প্রথম গুণ তার অসাধারণ পাণ্ডিত্য—প্রোফেসরদের ভুল ধরে—প্রোফেসররা তার প্রশ্নের উত্তর দিতে ভয় পান; দ্বিতীয় গুণ তার অপূর্ব্ব মাতৃভক্তি—সহজ-সরল-লাবণ্যভরা-লালিত্য-মাখা-মুখখানি থেকে যখন মাতৃস্মরণে বাক্য নিঃসৃত হয় তখন মনে হয় 'স্বর্গাদপি গরীয়সী তার প্রাণে চিরাধিষ্ঠিতা! আর তৃতীয় গুণ তা'র সত্যবাদিতা—যা তা'র প্রতি কথায় বর্ত্তমান! রূপ গুণ ছাড়া তা'র এমন কিছু নেই যা'তে সে অপরকে ডিঙিয়ে চলতে পারে। তবে কা'রও কা'রও মতে তার অনেক দোষ; প্রথমতঃ সে ঠোঁটকাটা কাক—সর্ব্বসমক্ষে সত্যকথা বলতে ভয় পায় না তা' সে প্রিয়ই হোক বা অপ্রিয়ই হোক্! সিগারেটের ধোঁয়া সে সহ্য করতে পারে না—নেশাখোর লোক দেখলেই সে ফট্ ক'রে বকে ফ্যালে,—কোন মেয়ের শাড়ী রাস্তার ধূলোয় লোটাতে দেখলেই তিরস্কার করে—কা'রও গালে রুজ-ঠোঁটে লিপ্‌ষ্টিক্ দেখলেই জানিয়ে দেয়, এটা প্যারিস বা নিউইয়র্ক নয় ইত্যাদি, ইত্যাদি। কলেজের প্রত্যেক মেয়ে দিলীপকে ভয় করে—শ্রদ্ধাও করে। পোষাকের মধ্যে তার সেই এক ঢোল আর এক কাঁসি—অর্থাৎ গায়ে শাদা শার্ট—তাও খদ্দরের আর পরণে খদ্দরের ধূতি। চোখে চশমা ও পায়ে বাটার শ্লীপার। বেশভূষা বা সাজগোজ' এরমধ্যে এই তা'র সব। ভাল পোষাক থাক্‌লেও সে পরে না; তা'র মা শিবানী একবার জেদ ক'রে ভাল পোষাক তাকে কিনে দিয়েছিলেন; কিন্তু দিলীপ তা'দেখেই ভীষণ

রেগে গিয়েছিল আ'র তখনই নিরপরাধ পিতার নির্ব্বাসনের কথা উল্লেখ করে কাঁদতে কাঁদতে বেদনার বাধা জানিয়ে দিয়েছিল।

যাই হোক, দিলীপ ক্লাশের ডিবেটিং সোসাইটীর মিটিং'এ যোগদান না করলে মিটিং জমে না; আবার দিলীপশঙ্করের ভয়ে প্রোফেসররা ডিবেটিং সোসাইটীতে প্রেসিডেণ্ট হ'তে চান না।

কাল শনিবারে মিটিং আছে। তাই আজ শুক্রবারে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা মিলে মিটিংএর প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করবার জন্যে প্রোফেসরদের অনুরোধ করে বেড়াচ্ছে।

মিটিংএ আলোচনার বিষয় 'উইডো রিম্যারেজ'। এই শনিবারের মিটিংএ প্রোফেসর ধীরেন মজুমদারের প্রেসিডেণ্ট হবার কথা ছিল; কিন্তু কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধে তিনি বাইরে চলে গ্যাছেন! সুতরাং বিপুল ব্যানার্জীকে প্রেসিডেণ্ট করবার সাড়া পড়েছে। টীপ্পনী কেটে বিষ উদ্গীরণ করে বিপুল বাবু বল্লেন, তোমরা নিত্য ক্লাশে তোমাদের পালের গোদাকে দিয়ে আমাকে অপমান কর; আজ এসেছ অনুরোধ নিয়ে—মিটিংএ প্রেসিডেণ্ট হতে হবে। তোমাদের পালের গোদাটী কোথায়—যিনি ক্লাশে আমার ভুল ধ'রে আমাকে চোখা চোখা বাণ মেরে অস্থির করে তোলেন?

বিশ্বনাথ বিপুলবাবুর কথার উত্তরে বল্লে, সার, আপনি কি দিলীপের কথা বল্‌ছেন? সে পালের গোদা হ'তে পারে কি করে? সে তো ক্লাশের মধ্যে সবচেয়ে ছোট!

বিপুল—বয়েসে ছোট হ'লে কি হয়! ফাষ্ট হয়েছে—বিত্তের দেমাকে ধরাকে সরা জ্ঞান ক'রে।

রমা রোস—এটা, স্যার, ঠিক নয়। দিলীপ ব্রিলিয়্যাণ্ট স্কলার; তার মত ছেলে বাংলাদেশে বিরল। তা'র গুণগুলো দোষের হয়ে দাঁড়ায় শুধু তার সত্যনিষ্ঠার জন্যে; সে ভয়ানক স্পষ্টবাদী—আমায় কি না বলেছে!—ফ্লার্ট, ফ্ল্যাপার, ককেট, ব্লুষ্টকিং, বাটারফ্লাই, রক্তখাগী আরও কত!—বেচাল দেখলেই সে বলে আর তা' অন্যায় নয়—বুঝে দেখেছি। তাই আমি একেবারে বদলে গেছি!—

এর জন্যে বাবা, মা দিলীপকে লক্ষবার আশীর্ব্বাদ করেন! যাক্, এসব ছেড়ে দিন। মিটিংএ আপনাকে প্রেসিডেণ্ট হ'তেই হবে—এই শেষ কথা।

ইহার ঠিক পরমুহূর্ত্তেই দিলীপ কোথা থেকে ছুটে এসেই প্রোফেসর ব্যানার্জীর পায়ের ধূলো নিয়ে বল্লে, দেখুন, স্যার, রমাদেবীর এ্যাংলোম্যানিয়া দেখে আমি কত নিন্দে করেছি—কত সমালোচনা করেছি; তাতে উনি রাগ না ক'রে নিজেকে শুধরে নিয়েছেন আর এখন আমার হ'য়ে আপনার কথার প্রতিবাদ করছেন! কিন্তু আপনি আমার ওপরে রেগেই আছেন। আপনি মিটিংএ প্রেসিডেণ্ট হবেন—আর ভুল ধোরবো না। আপনার পড়ানোয় ভুল ধরা কি অন্যায়? ভুল না ধরলে রয়ে যেত! দেখুন না স্বয়ং এডিটর সি, বি, ইয়ং শেলীর এ্যাডোনিসের ক'টা লাইনের মানে জানেন না বলে এ্যানো-টেশনে লিখেই দিয়েছেন। কিন্তু ইণ্ডিয়্যান সাহেব ভুল করলেও স্বীকার করেন না। শেলী অব্‌স্‌কিওর্;—আরণল্ড, শেয়ার্‌প্‌, রাস্‌কিন্ প্রভৃতি সমালোচকেরা তাঁ'কে বুঝতে পারেন নি! শেষে ডাউডেন তাঁদের বুঝিয়ে দিলেন! তখন তাঁরা চুপ! কারণ প্রোফেসর ডাউডেন তখন তাদের থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছেন! জানবেন, ভুল বলা বা ভুল করা ঘোরতর অপরাধ শিক্ষার্থীর সাম্‌নে; কিন্তু ভুল ধরায় কোনো অপরাধ নেই—গুণ আছে আর সত্যকে স্বীকার করায় মহত্ত্ব আছে।

প্রোফেসর ব্যানার্জী একেবারে নির্ব্বাক হ'য়ে গেলেন দিলীপশঙ্করের প্রণামাদি দেখে শুনে। তিনি আর ওজর আপত্তি তুল্‌তে পারলেন না। কিন্তু যখনই শুনলেন আলোচনার বিষয় 'বিধবা বিবাহ' তখনই তাঁর মন আতঙ্কে ভ'রে উঠলো নিজের কথা ভেবে; কারণ তিনি তাঁর এক বন্ধুর বিদুষী-বিধবা পত্নীকে বিয়ে করে আত্মীয়স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হ'য়ে সহরের উপকণ্ঠে নিরালায় বাস করছেন।

আটাশ

প্রোফেসর ব্যানার্জী নিরালায় বাস করলেও লোকালয়ে আসেন। এমন একদিন ছিল যখন তিনি পিতার সবচেয়ে প্রিয়তম সন্তান ছিলেন; পিতা আনন্দমোহন ব্যানার্জী জমিদার—অগাধ ধনসম্পত্তি —তারওপর সুপ্রীম কোর্টের নামজাদা ব্যারিষ্টার—প্রচণ্ড পসার—প্রচুর সঞ্চয়! পুত্র বিপুল ছাত্রজীবনে অনেক আমোদ ক'রে বেড়িয়েছেন; কলেজে বি, এ পড়তে পড়তে কো-এডুকেশনের বাগান থেকে একটী ফুল তুলে নিয়ে কল্‌কাতার বাইরে দেওঘরে তা'র সুরভি উপভোগ করবার জন্যে দিন দশবারো বাস করেছিলেন। কল্‌কাতায় ফিরে আসার পর যখন বিয়ের প্রস্তাব এলো তখন 'পিতার অমত' ঘোষণা করে ছাঁদ্‌লাতলায় গেলেন না। কাজেই ফুলটি শুকিয়ে গেল—বিয়ে হোলো না। তারপর ছাত্রজীবন শেষ ক'রে প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রোফেসর হলেন ভাগ্যের জোরে—পিতার মরুব্বিয়ানায়। এম-এ'র এনশেণ্ট ইণ্ডিয়্যান হিষ্ট্রি এ্যাণ্ড কাল্‌চার বিভাগে বিপুলবাবু দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থান পেলেন আর তাঁর দুই সতীর্থ—কালীশঙ্কর চৌধুরী ও অমরেশ চ্যাটার্জী হলেন ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট ব্রাকেটে। আমরা জানি কালীশঙ্কর এখন আন্দামানে। অমরেশ এম-এ পাশের পর বিয়ে করলো এক গ্র্যাজুয়েট ছাত্রী রূপসী উর্ম্মিলা দেবীকে। বিয়ের বছর দুই পরে একটী কন্যা সন্তান লাভ করলো—নাম প্রতিমা। অমরেশ 'ল' পাস করে হাইকোর্টে ওকালতি করছিল পিতার অগাধ ধনসম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও। ক্রমে চার বছর কেটে গ্যালো সুখে-দুঃখে-মানে-অভিমানে-ব্যথায়-বেদনায়। কিন্তু চার বছর পরে এক ধূমকেতুর আবির্ভাবে অমরেশের সংসারে ঘুণ ধোরলো। ধূমকেতু হ'লেন আমাদের সুপরিচিত অধ্যাপক বিপুল বিহারী ব্যানার্জী।

মেয়েটী যখন চারবছরে গিয়ে পৌঁছুলো অমরেশ তখন হঠাৎ একদিন জ্বরে পোড়লো—ঠাণ্ডাও লেগেছিল; সুতরাং শর্দ্দি, কাশি ও জ্বর ক্রমে

নিউমোনিয়ায় পরিণত হোলো; ফলে অনেকেই দেখাশোনার জন্যে অমরেশের বাড়ীতে আস্‌তো—বিপুল ও কালীশঙ্কর আস্‌তো এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আসাযাওয়া করতেন। এই সুযোগে বিপুলের সঙ্গে উর্ম্মিলার আলাপ পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু সে আলাপ যে অবৈধ প্রণয়ে পরিণত হবে তা' কেউ তখন ভাবতে পারেনি।

যাই হোক্, নিয়তি কেউ রোধ ক'রতে পারে না; তুমিও পার না—আমিও পারি না—অমরেশও পারলো না। নিউমোনিয়া রোগ ভীষণ আকার ধারণ ক'রে অমরেশকে গ্রাস করে ফেল্‌লো। উর্ম্মিলাদেবী চারবছরের কন্যাকে নিয়ে বিধবা হ'লেন, কিন্তু বিপুলের ঘন ঘন যাতায়াত চল্‌তে লাগলো। বাধা দেবার কেউ ছিল না,—বৃদ্ধা পিসিমা এক আধবার টিক্ টিক্ করতেন বটে, কিন্তু তা' জল বুদবুদের মত কোথায় মিশিয়ে যেতো। সুতরাং বিপুল ও উর্ম্মিলার অবৈধ প্রেম অবাধে মৃদুমন্দগতিতে অগ্রসর হতে লাগ্‌লো।

উর্ম্মিলার কন্যা প্রতিমা ক্রমে বড় হ'তে লাগ্‌লো—বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞান, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, ভাল মন্দ বোঝবার ক্ষমতা বাড়তে লাগ্‌লো। মেয়েরা বোঝে বেশী—দ্বিতীয় ভাগ শেষ হ'তে না হ'তে চিঠি লিখ্‌তে শেখে—আট ন' বছর বয়েস্ পূর্ণ হ'তে না হ'তে খেলাঘর বেঁধে জোর ক'রে সংসারে প্রবেশ ক'রে। কাজেই দেখা যায় পুরুষদের চেয়ে মেয়েরা অধিকতর বুদ্ধিমতী; তবে এখানে একটা বিশাল "কিন্তু" আছে। সেই কিন্তুর অর্থ হচ্ছে এই—যে মেয়ে স্বেচ্ছাচারিতার বশবর্ত্তিনী হ'য়ে জীবনের পথে চল্‌তে সুরু করে তার অবস্থা গিয়ে দাঁড়ায় সাগরতরঙ্গচালিত খড়ের মত—ভাস্‌তে ভাস্‌তে সে যে কোথায় গিয়ে পৌঁছুবে তা'র স্থিরতা নেই!

যাইহোক্, প্রতিমার জ্ঞানলাভের পর থেকে মনে বাসনা জাগলো সে আর পড়াশুনো করবে না—দেখতে পেলো মেয়েদের মধ্যে অনেকের প্রণয়ী আছে আর সেই সঙ্গে সে বাড়াতে দেখছে তা'র বিধবা মায়ের প্রণয়ী নিত্য ঘুর ঘুর ক'রে আসা-যাওয়া করছে! এই সব দেখে শুনে প্রতিমার মন বিদ্রোহ ক'রে উঠ্‌লো—সে তা'র মা উর্ম্মিলাদেবীকে

জানিয়ে দিল লেখাপড়া শিখে যদি মানুষ সৎপথে না চল্তে শেখে তা'হলে সে লেখাপড়া জাহান্নামে যাওয়াই ভাল। কিন্তু প্রতিমা ক্রমে ভেবে দেখ্লো লেখা পড়ার কি দোষ!—যে লেখা পড়াকে বিকৃত করে বিপথে চলে যায় তারই সত্যিকার অপরাধ। ফুল সুন্দর—সকলের প্রিয়; কিন্তু সেই ফুল থেকে সকলে এক জিনিষ লাভ ক'রতে পারে না। ফুল থেকে মৌমাছি আহরণ করে মধু—মাকোষা আহরণ করে বিষ আর প্রজাপতি কিছুই আহরণ করে না। কাজেই প্রতিমা দেখে শুনে অন্তরে ব্যথা পেয়েও লেখাপড়ার দোষ দিল না—দোষ দিল তা'র নিজের অদৃষ্টকে!

উনত্রিশ

সে দিন রবিবার। প্রতিমা কোন কাজের খাতিরে দুপুরের পর শ্যামবাজারে পিসমা সুশীলা দেবীর বাড়ীতে গিয়েছিল বড় মটরখানা নিয়ে; গাড়ীতে ছিল ড্রাইভার, বৃদ্ধ ম্যানেজার সতীনাথবাবু, পরিচারিকা হরিমতী আর দরোয়ান লালচাঁদ সিং। প্রতিমা মাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি যেতে রাজী হননি দুটি কারণে—প্রথম কারণ, বিপুলবাবুর আগমন প্রতীক্ষা আর দ্বিতীয় কারণ সুশীলা দেবীর অর্থাৎ ননদের বিতৃষ্ণা। অবশ্য এ দুই কারণ প্রতিমার অজানা ছিল না। যাইহোক্, পিসমার বাড়ী থেকে ফিরতে রাত আট্টা বেজে গেল। গাড়ী থেকে নেমেই প্রতিমা হরিমতীকে সঙ্গে করে তেতালায় অন্দর মহলে নিজের ঘরের দিকে গিয়ে দেখ্লো দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ঘরের দ্বার বন্ধ দেখে প্রতিমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত যেন জ্বলে উঠ্লো, কিন্তু মুখে কিছুই প্রকাশ কোরলো না। প্রতিমা বুদ্ধিমতী—দপ্ ক'রে জ্বলে উঠে খপ্ ক'রে নিভে যাওয়ার মত মেয়ে সে নয়। উপস্থিত বিষয়টা পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম ক'রে হরিমতীকে নীচের তলায় গিয়ে বামুন চাকরদের কাজগুলো দেখাশুনো করতে বল্লে, অর্থাৎ কৌশলে তাকে সেখান থেকে সরিয়ে দিলো।

হরিমতী চলে যাওয়ার পর প্রতিমা ঘরের দরজার কড়াটা আস্তে আস্তে নাড়তে লগ্‌লো—মা ব'লে ডাক্‌লো না। উর্ম্মিলাদেবী কন্যার ভয়ে জড়সড় হ'য়ে দরজার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন আর বিপুলবাবু ছিলেন ঘরের কোণে খাটের পাশে আড়ষ্ট হ'য়ে। এইখানেই আমরা বুঝতে পারি দুর্নীতির ওপর সুনীতির কতটা আধিপত্য। বহির্জগতে যখন সুনীতি কুনীতির লড়াই বাধে তখন প্রত্যেকেই ভাবে, 'আমি ঠিক করছি'। এরকম লড়াই আমরা বাস্তবজীবনে ঘটতে দেখেছি বহুবার! পৃথিবীর জন্মথেকে আজ পর্য্যন্ত জীবকুলের মধ্যে এই প্রকার লড়াই চলে আস্‌ছে সভ্য ও অসভ্যাবস্থায়। এসব লড়াইয়ের নামকরণ হয়েছে বহুরকমের—বর্ব্বর যুগের বর্ব্বরতা, আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ, সেভ্‌ন ইয়ার্স ওয়ার, হাণ্ড্রেড্‌ ইয়ার্স ওয়ার, ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, ভারতীয় দাঙ্গা ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু অন্তর্জগতে যখন এই রকম লড়াই বাধে অর্থাৎ যখন কা'রও মনে ভালমন্দের বা সুনীতি কুনীতির যুদ্ধ হয় তখন বিচারক হয়ে বসে বিবেক আর তা'তে কুনীতি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়ায়—তখন কুনীতি নিজেকে 'কু' ব'লেই স্বীকার করে—হার মানে—লজ্জা পায়—মাথা হেঁট ক'রে থাকে। আমাদের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও তা' স্পষ্ট-ভাবে প্রতীয়মান!

প্রতিমা ষোড়শ বর্ষীয়া কুমারী হ'লেও সুনীতিরূপা অগ্নিশিখা। কাজেই তা'র সাম্‌নে উর্ম্মিলা দেবী দুর্নীতিপরায়ণা দানবী সেজে নৃত্য করলেও লজ্জায়—ঘৃণায়—অবমাননায়—মাথা হেঁট করে ভীতিবিহ্বল-চিত্তে আস্তে-আস্তে দুয়ারটি খুলে দাঁড়িয়ে রইলেন!—বিপুল বাবু সাম্‌নে আস্‌তে পারলেন না! প্রতিমা মায়ের হাত ধরে হিড়হিড় করে সজোরে পিতার ঘরে টেনে নিয়ে গেল আর সেই সুযোগে বিপুলবাবু চোরের মত পালিয়ে গেলেন; প্রতিমা তা' পিতার ঘর থেকে দেখ্‌তে পেলো—কিছু বল্‌তে তার প্রবৃত্তি হোলো না।

যাইহোক্‌, মাকে পিতার তস্‌বিরের সাম্‌নে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললে, ছাখো, মা—ছিঃ ছিঃ মুখ দিয়ে তোমাকে 'মা' ব'লে ফেললাম। তোমাকে 'মা' বলে ডাকলে 'মা' শব্দটা কলঙ্কিত হয়। তুমিবি-এ পাস

করেছ—বিদুষী হয়েছ—জ্ঞানলাভ করেছ। গীতায় আছে "জ্ঞানেন সদৃশং নহি পবিত্র মিহ বিদ্যতে"। কিন্তু সেই জ্ঞানকে তুমি পদদলিত করে কামনার দাসী হ'য়ে আস্তাকুঁড়ে দাঁড়িয়ে দেহকে সর্ব্বস্ব মনে করে পাপের বাঁশী বাজাচ্ছো আমার বাবার ভিটেয় বসে! ভগবান স্বশরীরে সকল স্থানে সকল সময়ে সকলের কাছে থাকতে পারেন না আর সেই জন্যেই তিনি সৃষ্টি করেছেন মাতৃ-জাতিকে। তুমি সেই মায়েদের একজন হয়েও রয়ে গেলে 'রমণী'—জননী হ'তে পারলে না! ধিক্ তোমায়! ধিক্ আমায়! দ্যাখো, ফটোর দিকে তাকিয়ে দ্যাখো, কি সুন্দর মূর্ত্তি! ঠিক যেন অযোধ্যার সীতানাথ! তাঁর পাশে দাঁড় করাও তোমার মনেরমানুষ—ঠিক যেন দাঁড়কাক! আমি শেষকথা আজ বলে দিচ্ছি—তোমার সান্নিধ্য আমার অসহ্য হ'য়ে পড়েছে! এবাড়ীতে আর তিন দিনের বেশী থেকো না—বাড়ীর লোকজনের সামনে আমি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারিনে! এরকম কুকুরের মত জীবন যাপন না ক'রে যুগধর্ম্ম মেনে নিয়ে মনের মানুষকে বিয়ে করে সালঙ্কারা হয়ে আমার বাবার ভিটে ছেড়ে অন্যত্রে গিয়ে রূপসী সেজে বাস করগে—মাসোহারা তুমি ঠিক নিয়মে পাবে!—এই কথাগুলো বলে প্রতিমা কাপড দিয়ে মুখ চেপে কান্না বন্ধ করে নিজের ঘরে গিয়ে মাটীতে শুয়ে পড়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগ্‌লো—হরিমতী এসে প্রতিমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জলভরা চোখে বল্‌লে, কেঁদোনা, মা, সইবার জন্যেই নারীর জন্ম আর যে সয় সেই রয়। এরপর প্রতিমা উঠে দেখ্‌লো তার চীৎকারে বাড়ীর লোকজন সেখানে সমবেত হয়েছে—এ দেখে তার মনে লজ্জা হোলো—ঘৃণাও হোলো! প্রতিমা চোখ মুছে প্রকৃতিস্থ হ'য়ে বৃদ্ধা হরিমতীকে বল্‌লে, সকলকে যে যার কাজে যেতে বল।

ইতিপূর্ব্বে আমরা প্রতিমার কথা শুনেছি—পরিচয় পাইনি। এই প্রতিমাই শিবানীকে বলে এসেছে, জেনে রাখুন—আমার মত দুঃখিনী এ জগতে বোধ হয় আর কেউ নেই। প্রতিমার মা ঊর্ম্মিলা দেবী স্বামীর ভিটে ছেড়ে কন্যার সঙ্গ ত্যাগ ক'রে সরকারী আইন সাহায্যে বিপুল বাবুকে বিয়ে করে আলাদা ঘর বেঁধেছেন!

তিরিশ

যার দুঃখ সেই জানে—জানে কি পরে? এই কথাটা শিবানী বসে বসে ভাব্‌ছিল গভীর রজনীতে আর ডাক্‌ছিল লক্ষ্মী নারায়ণকে! তিরিশ টাকা ভাড়া আর দেওয়া সম্ভব নয় ভেবে দিলীপ শঙ্কর দেখে শুনে পনের টাকায় একখানা টালির ঘর পেয়েছে দয়াল মুদির লেনে। কিন্তু দিন আর চল্‌তে চায় না!—এ দুঃখ-দারিদ্র্যের যেন শেষ নেই! চাল-চিনি-গম-তেল রেশনে—তা'তে চলে না; চোরাবাজারে সব পাওয়া যায়; তবে দাম শুন্‌লে পিলে চম্‌কায়! যাইহোক্‌, দিলীপ হেরিকেনের আলোয় পড়ছিল; মাকে চিন্তমগ্না দেখে জিজ্ঞাসা কোরলো, কি ভাবছো, মা? শিবানী উত্তরে বল্লে, ভাব্‌ছি অনেক কিছু—অদৃষ্টের কথা—বিষয়ের কথা—বাড়ীঘর দোরের কথা—আদর্শের কথা—তোর পড়ার কথা—এম-এ'তে ফাষ্ট হওয়ার কথা—রাখালরায়ের শয়তানী—হাইকোর্টের মামলা—আরও কত কী! কিন্তু সব ভাবনা গিয়ে পড়ছে শেষে অকুল পাথারে—সেখানে কুল কিনারা নেই—আছে শুধু স্রোতের ওপর স্রোত—তরঙ্গের ওপর তরঙ্গ—তার ওপর তরঙ্গ—সীমাহীন—বিরামহীন—আলোকহীন! দিলীপ মায়ের কথা শুনে একটু চুপ করে থেকে বল্লে, মা, ওসব আজে বাজে না ভেবে ভগবানকে ডাকো— যাঁর ভাবনা তাঁর মাথায় ফেলে দাও—দেখো তিনি সুব্যবস্থা করে দেবেন। শিবানী বল্লে, ওসব জানিরে, খোকা! কিন্তু কাল সকালে উঠে কি রাঁধ্‌বো—! আমার কথা শোন্‌, খোকা; আমি মেয়ে ইস্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ পেইছি—এই ছাখ্‌ চিঠি—চাক্‌রীটা নিয়ে ফেলি—কেমন?

দিলীপ—না, মা; আমি বেঁচে থাক্‌তে তোমায় চাকরী করতে দেব না, এক কাজ কর, মা; সবিতাদি'কে দিয়ে বলে পাঠাও আমি সেই টিউশন-টা নেবো। আমি মেয়ে পড়াবোনা বলে আপত্তি

করেছিলাম—সে আপত্তি আর তুলবো না। চাকরী আমি পেতে পারি ; কিন্তু চাকরী এখন কোরবো না—টিউশন-টাই নেবো—এতে পড়ার বিশেষ ক্ষতি হবে না।

নিতাই এতক্ষণ ধরে মাতা পুত্রের কথা শুনছিল। মাতা পুত্রের কথায় জবাব দিল না দেখে নিতাই বল্লে, না, দাদাবাবু, তোমাকে ফাষ্ট হতে হবে—টিউশনি করা চলবেনা।

দিলীপ চেঁচিয়ে বকে উঠলো—থাম্ ছোঁড়া! জ্যাঠামো করতে হবে না।

নিতাই—জ্যাঠামো কি, দাদাবাবু! আমি সত্যি বল্‌ছি, তোমাকে ফাষ্ট হতে হবে। তোমাকে টিউশন নিতে দেবো না। তারপর শিবানীর দিকে তাকিয়ে নিতাই বল্লে, শুয়ে পড়ুন, মা, কাল সকালে আমি টাকা দেবো—কোন ভাবনা নেই।

শিবানী এইবার উত্তর দিল—বল্লে, তুই টাকা পেলি কোথায় ?

দিলীপ—নিশ্চয় চুরি বাটপাড়ী ক'রে টাকা জমিয়েছে—তা' নাহ'লে আর কোথায় পাবে!

দিলীপের কথায় নিতাই কেঁদে ফেল্লে—চোখ দিয়ে দরদর ধারায় অশ্রু নির্গত হ'তে লাগলো।

শিবানী নিতাইয়ের কান্না দেখে দিলীপকে বকতে লাগলো—বল্লে, নিতাইয়ের ভালবাসার বুঝি এই দাম দিলি! ছিঃ! যে তোকে একদণ্ড দেখ্‌তে না পেলে ভাব্‌তে ভাব্‌তে কেঁদে ফ্যালে—যে তোর ফিরতে দেরী হ'লে ছট-ফট ক'রে ঘুরে বেড়ায় লক্ষবার—একটু শব্দ হ'লেই রাস্তার দিকে ছুটে দেখ্‌তে যায়, তাকে তুই এমন কথা বল্লি ?

দিলীপ—নিতাই, ভাই, কাঁদিস্‌নে! মা, আমি ওকথা তামাসা করে বলেছি—নিতাইকে বুঝিয়ে দাও, মা।

দিলীপের কথা শুনে নিতাই কাপড়ে চোখ মুখ মুছে স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌লো। তারপর আস্তে আস্তে বল্লে, মা, আমার হাতে অনেক টাকা জমে গ্যাছে, তাই টাকা দেবো বল্লাম। দাদাবাবু আমায় বকবে বলে এতদিন বলিনি। রাগ না করেন তো সব কথা বলি।

শিবানী—কেউ রাগ করবে না—কেউ তোকে বক্‌বে না—সবকথা খুলে বল্।

নিতাই—ও বাড়ীর দিদিমণিকে জানেন তো ?

শিবানী—কোন্ দিদিমণি ?

নিতাই—ঐ সাধনা দিদিমণি ! রোজ এ বাড়ীতে লুকিয়ে আস্‌তো আর দাদাবাবুকে দেখে যেতো। কিন্তু দাদাবাবু যেদিন শিবুদাদাবাবুর সঙ্গে বকাবকি কোরলো সেইদিন থেকে আর আসেনি ; তবে শিবুদাদাবাবু একদিন এসে আমায় তেনার কাছে নিয়ে গ্যালো। আমাকে দেখে দিদিমণি হাউ হাউ করে কেঁদে ফেল্‌লো—বল্লে, তোর দাদাবাবু আমাকে দুচক্ষে দেখতে পারে না—সে আমার কপাল ! কিন্তু, নিতাই, তোকে আমার এক কাজ করতে হবে—তুই রোজ একবার এসে আমাকে তোর দাদাবাবুর খবরটা দিয়ে যাবি। এর জন্যে তোকে রোজ একটা করে টাকা দেবো। দাদাবাবু কেমন আছে ? কি খেয়েছে ? কলেজ থেকে কখন এসেছে ? এইরকম কত কথা শুধোয়। আর সেই সঙ্গে আপনার খবর নেয়। একদিন মা পাঁচশ' টাকা আমার হাতে দিয়ে বল্লে,মাকে এই টাকাগুলো দিয়ে বলিস্—কুড়িয়ে পেইছিস্। আমি বল্লাম, বাবা ! আমার ভয় করছে—আমি ওটাকা নেবো না। দাদাবাবু বুঝতে পারবেই—তাহ'লে আমার আর ওবাড়ীতে থাকা হবে না। আমার কথা শুনে দিদিমণি ভয় পেয়ে গ্যালো—কাঁদ্‌তে লাগলো—আর দিলে না। আচ্ছা, মা, আমার জমানো টাকাগুলো আপনাকে এনে দেবো ?

শিবানী—না, ও টাকা তুই রেখে দে।

নিতাই—সেকি মা ? আমি কার জন্যে টাকা রাখবো !

দিলীপ এতক্ষণ ধরে দু'জনের কথা শুন্‌ছিল ; এইবার উত্তর দিল, ত্যাখো, মা, দু'একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে।

শিবানী— কি বল্‌বি বল।

দিলীপ—তুমি আমাদের আজ ভাল করে খেতে দিতে পারনি—তুমি নিজেও খাওনি—এতে আমার যে কি কষ্ট তা' তুমি বুঝবে না,

মা। এ আমি আর সহ্য করতে পারছি না! তার ওপর তুমি ইস্কুলে শিক্ষয়িত্রী হ'য়ে কাজ করবে বোল্‌ছো। উঃ! এ আরও অসহ্য! —এ আমি সইতে পারবো না, মা। ঠিক করেছি আমি আর পোড়বো না। চাকরী নেবো। চাক্‌রী পেতে আমাকে বোধহয় বেশী বেগ পেতে হবে না।

শিবানী—না, তুই, চাক্‌রী নিতে পাবি না। চাক্‌রী নিলে তোর এম-এ,ল' পড়া বন্ধ হ'য়ে যাবে। সে হবে আমার মৃত্যু আর তাঁর চরম দুর্গতি! ওরে, না—চাক্‌রী তুই নিতে পাবি না। বরং প্রতিমাকেই পড়া। পড়া তৈরী হয়ে যায় তো আস্‌ছে বছরে এম-এ দিবি না হয় তা'র পরের বছরে দিবি। তবে একটা কথা—সাধনার ভালবাসাকে অপমান করিস্‌নে; সে তোকে আপনহারা হয়ে ভালবাসে। তোর মধ্যে নিজেকে সে হারিয়ে ফেলেছে!

দিলীপ—তোমাকে যে আমি কি করে বোঝাবো তা আমার বুদ্ধিতে আস্‌ছে না, মা! এই দুরবস্থায়—এই দুঃখ-দুর্দ্দশার মধ্যে তুমি একটা স্বপ্নবিলাসে বিভোর হয়ে আছো।

শিবানী তার মানে?

দিলীপ—মানে শক্ত নয়—বুঝ্‌তে চেষ্টা কর। তুমি বলে আস্‌ছো —সাধনা আমার বাবার মুক্তির উপায় খুঁজে পেয়েছে; অর্থাৎ বাবা শীগ্‌গির মুক্তি পেয়ে ঘরে ফিরবেন আর সাধনাকে তুমি পুত্রবধূ ক'রে ঘরে তুলে নেবে; কারণ সে আমার উদ্দেশে বিদ্যাপতির কাব্য রচনা করেছে—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারণু, নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে পর রাখনু, তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।"

কিন্তু জেনো মা, এ তোমার স্বপ্নবিলাস। বাবার মুক্তির আশায় আমি 'এম-এ ও ল' নিইছি—এ্যাড্‌ভোকেট হবো। পরে সুবিধামত আই-সি-এস বা আই-এ-এস্ দেবো। জানি না কী যে ভগবানের ইচ্ছা! তবে এটা ঠিক জেনে রেখো—রাখাল রায়ের নাত্‌নী তোমায় বিট্রে করবে। ইউ আর বিল্ডিং কাস্‌ল্‌স্ ইন দি এয়ার, হুইচ্‌ উইল ওয়ান ডে ক্রম্বল্ ইনটু ডাষ্ট

এ্যাণ্ড নাথিংনেস। তোমার আকাশকুসুম একদিন ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়বে, ম !

দিলীপের কথা শেষ হ'তে না হ'তে বাইরের রাস্তায় পাশের বাড়ীর দরজার সাম্‌নে একজন গান গাইতে লাগলো বেহালা বাজিয়ে—গানটী ও গায়কের গলা দিলীপ ও তার জননীর সুপরিচিত—

আমি সবারে দেখিয়া, সকলি বুঝিয়া,
তোমারে করেছি সার !
আর কেহ নাই এ ভুবনে, তাই
তুমি চির আপনার !
ঘরে ও বাহিরে দেখেছি ঘুরিয়া, তুমি আছ মোর হৃদয় জুড়িয়া ;
—এ দেখা আমার নয়নধারায় ব'য়ে হয় পারাবার !
নিরাশায় তুমি জ্যোতিঃ যে আশার— কেহ নাহি যার তুমি আছ তার ;
আমি আছি তাই তোমারি আশায় ! —নাহি কিছু ভাবনার !

গান শুনেই শিবানী ব'লে উঠলো—ত্রিলোকনাথ গাইছে—ডাক্‌রে, খোকা। মা'র কথায় দিলীপ ছুটে গিয়ে ত্রিলোকনাথকে ডেকে ভেতরে নিয়ে এলো।

ত্রিলোকনাথ বাসস্থানের অবস্থা দেখে কেঁদে ফেল্লে—বল্লে, মা, আপনারা এই বাসায় থাকেন ! সব কপাল ! এই বলে ত্রিলোকনাথ চোখ মুছলো।

দিলীপশঙ্কর—ত্রিলোকনাথ, তুমি আমাদের বাসা দেখে কেঁদে ফেল্লে ? আমরা কিন্তু কাঁদিনে। কেঁদে লাভ কি ? সব কর্ম্মফল, আর তা'ছাড়া সুখদুঃখ দুটীভাই। সুখ পেয়ে হাস্‌বো—ভগবানকে ভাল বোল্‌বো, আর দুঃখ পেয়ে তাঁকে মন্দ বোলবো কেন—কাঁদবোই বা কেন ? দুঃখও তো তাঁর দান। সুখদুঃখ সমান ভেবে নিতে হবে।

ত্রিলোকনাথ সব শুনে বল্লে, দাদাবাবু, তোমার এত মাথা ! এই জন্যেই তুমি ফাষ্ট হয়ে থাকো !

ইত্যবসরে দিলীপ শঙ্কর মাকে ডেকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে বল্লে, মা, তুমি নিতাইয়ের টাকা নিওনা—আমি রেডিও অফিস থেকে

গোটা পঁচিশেক টাকা পাবো—পাঁচটা গান লিখে দিয়েছিলাম। দেখে আসি—আজ পাওয়া যেতে পারে। ত্রিলোক নাথ এসেছে—হাতে একটাও তো পয়সা নেই! শিবানী বল্লে, খোকা, নিতাইয়ের টাকা ধার করে নিতে দোষ কি? তোর গানের টাকা পেলে ফেরত দিলেই হবে। দিলীপ—না, মা, তা' আমি নিতে দেবো না। ও টাকা রাখালরায়ের; ও শয়তানের নামে বিষ মেশানো আছে—বাবা সেই বিষে জ্বলে মরছেন। আমি এখনি ফিরবো। এই বলে দিলীপ শঙ্কর ত্রিলোক নাথকে জানিয়ে বাইরে গেল। ত্রিলোক নাথ বসে বল্‌তে লাগ্‌লো, মা, ক'দিন আগে শুন্‌লাম আপনাদের বাকি সম্পত্তি—বাড়ী, ঘর, দোর নীলেম হবে; নায়েব মশাইকে শুধু-লাম,—তিনি তাই বল্‌লেন। তার পর দিন নীলেম ডাক আরম্ভ হোলো; গ্রামের কেউ রাখালরায়ের ভয়ে টুঁশব্দটি কোরলো না; কাজেই রাখাল রায় নিজেই সব নীলেমে ডেকে নেবে ভাবলাম—আগে তো তাই হয়েছে! কিন্তু হঠাৎ চাকা ঘুরে গ্যালো। দুখানা বড় মটর গাড়ীতে করে তিনটী মেয়ে ও একজন বৃদ্ধ আর চার জন দারোয়ান বন্দুক ঘাড়ে ক'রে নিয়ে সেই নীলেম ডাকের সময় হাজির হোলো। তখন রাখাল রায় নীলেমে যে দামে ডাকতে লাগ্‌লো তেনারা তার চারগুণ বেশী দাম হাঁকতে লাগ্‌লেন। এই রকম ক'রে বেশী বেশী দামে তেনারা সব কিন্‌লেন দাদাবাবুর নামে! রাখালরায় ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলো! গাঁয়ের সব লোক আনন্দে হেসে লুটিয়ে পোড়লো। নায়েববাবু বললেন এখানে আসবেন; বোধ হয় আজ কালই এসে পড়বেন। আমি আর থাকতে পারলাম না—ছুটে সাধনা দিদিমণির কাছে এলাম! দিদিমণি সব শুনে তো খুব খুসী! আমাকে আপনাদের ঠিকানা দিয়ে পাঠিয়ে দিলো—দিদিমণি কিন্তু খুব কাঁদতে লাগলো বাবুর জন্যে—বল্লে, ঠাকুরদা' কি জন্যে যে এ্যাতো বড় পাপ কোরলো তা জানিনে—নিজে ঠিক পাগল হয়ে যাবে জেনো, ত্রিলোক নাথ, আর বাবাকে সব সহ্য করতে হবে! রাবণ সীতাকে হরণ কোরলো আর সমুদ্রের হোলো বন্ধন! আমাদের অবস্থাও সেই রকম! আর

আমার ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার! এই বলে দিদিমণি হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগ্‌লো; তারপর আমাকে দুটো টাকার সঙ্গে এই ঠিকানাটা দিলো। দিদিমণির মা বলে দিলেন, ত্রিলোক নাথ, দিলীপের মা'কে জানিয়ে দিও বাবু আন্দামান থেকে শীগ্‌গির মুক্তি পাবেন—তিনি রাজী হলে প্রতিভার সঙ্গে শিবুর বিয়ে হবে, কিন্তু সাধনা বোধ হয় দিলীপের জন্যে পাগল হ'য়ে যাবে! এই বলে কেঁদে ফেললেন! এর পরই শিবানী বল্লে, ত্রিলোক নাথ, হাত মুখ ধুয়ে নাও; পরে সব শুনবো।

একত্রিংশ

দিলীপ শঙ্কর পৃথিবীর গতিবিধি—মানুষের চিন্তাধারা—সমাজের রীতিনীতি—সংসারের চালচলন দেখে শুনে ঠিক করে ফেলেছিল মেয়ে পড়াবেনা। মানুষ দুরবস্থায় পড়লে অনেক কিছু করতে বাধ্য হয়—গরজে গয়লা ড্যালাও বয়! অবশ্য চিন্তা করলে হয়তো এ সত্যটী উপলব্ধি করতে পারতো। তার বয়সই বা কতটুকু! ছাত্রজীবনে কলেজে পড়তে পড়তে যে তা'কে "অন্নচিন্তা চমৎকারা!" দেখে মুস্‌ড়ে পড়তে হবে তা' সে কোন দিন ভাবেনি। মানুষ অবস্থার দাস—এ কথা চিরন্তন সত্য, আর মানুষ এ সত্য পারিবারিক জীবনে নিত্য প্রচলিত দেখতে পাচ্ছে। দিল্লীর বাদসা শেরসা শৈশবে এক দিন একটী ফকিরের কাছে মাত্র একটি পয়সা ভিক্ষা চেয়েছিলেন—ফকির হেসে আপন মনে বলেছিলেন, যে অদূর ভবিষ্যতে দিল্লীর বাদ্‌শা হয়ে বস্‌বে সে কি না সামান্য একটা পয়সা ভিক্ষা চাইছে! ঘটনাচক্রে ভীষণ দুরবস্থায় প'ড়ে মহাকবি মিলটন টিউসন নিতে বাধ্য হ'য়েছিলেন নিজের ভগিনীর বাড়ীতে জীবিকার জন্যে। ইংলণ্ডের মহামন্ত্রী ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড সাহেবকে বাল্যে একদিন মনিবের শস্য ক্ষেত্রে চৌকিদার হ'য়ে থাকতে হ'য়েছিল আর একটু অন্যমনস্কতার জন্যে ঘোড়ায় শস্য খেয়ে যাওয়ায় একটী বিরাশী ওজনের চড়ও খেতে হয়েছিল! ভাগ্য-

বিপর্য্যয়ে ইটালীর দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা মুসোলিনী একসময়ে তিনদিন অনাহারে থাকার পর কোন গৃহস্বামীর অংখারের দান মাত্র দু'খানি রুটি পেয়ে ক্রোধের জ্বালায় ফেরত দেবার ইচ্ছা সত্ত্বেও নিজের মুখের মধ্যে পুরে পথ চল্‌তে চল্‌তে চোখের জল ফেলেছিলেন ; কিন্তু দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা পূর্ব্বদুঃখের কথা ভুলে গিয়ে সতীসাধ্বী স্ত্রীর ওপর অবিচার করে ইটালীয়ানদের বিরাগভাজন হ'য়ে রক্ষিতাসহ নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিয়েও নিস্তার পেলেন না !—পঞ্চপুত্রশোকাতুরা এক জননী তাঁর মৃত দেহের ওপর পাঁচটী গুলিবর্ষণ করে পাঁচটী পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডে একসময়ে দুরবস্থায় পড়ে মাঠে ঘুরে ঘুরে ভেড়া চরাতে বাধ্য হয়েছিলেন। —এরকম আরও কত আছে !

সুতরাং মানুষ অবস্থার দাস। তবে এটাও সত্যি সব মানুষ সমানভাবে অবস্থার স্রোতে গা' ঢেলে চলে না—নিকৃষ্ট পথের পথিক হয় না—অভাবে স্বভাব নষ্ট করে না। যাঁরা সৎ তাদের সদ্বুদ্ধি জেগে থাকে দুরবস্থার মধ্যেও। দুরবস্থায় পড়েও—অবস্থার দাস হ'য়েও দিলীপ সৎপথ ছাড়তে পারলো না ; তার পরমারাধ্যা জননী শিবানীর কথা—পড় তাহ'লেই জান্‌তে পার্‌বে—তার সাম্‌নে জ্বল্‌ জ্বল্‌ করে জ্বল্‌তে লাগ্‌লো আর সেই আলোতে সে দেখতে পেলো পৃথিবীর সব আদর্শ জীবন। যুধিষ্ঠিরের তথ্যপূর্ণ বাণী—"মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ"—তার মনে ভাসতে লাগলো। দিলীপ শঙ্কর বিভিন্ন দেশের মহাপুরুষদের জীবনযাত্রা মনে মনে বিশ্লেষণ করে দেখ্‌তে পেলো তাঁদের মধ্যে কেউ নিরবচ্ছিন্ন সুখ লাভ করতে পাননি—প্রায় প্রত্যেকের জীবনে এসেছে বহুরকমের বাধা—বহুরকমের দুর্নিমিত্ত—বহুরকমের দুঃখদারিদ্র্য। কিন্তু এই সব বাধাবিপত্তির ডাকাত অন্ধকার যখন কেটে যায় তখন ফুটে ওঠে সূর্য্যকিরণ—বয়ে যায় মলয়পবন—ভেসে আসে শান্তির সৌরভ। এই সব ভেবে নিয়ে দিলীপ শঙ্কর ষ্টাইন বেকের মত 'যখন যেমন তখন তেমন' করতে প্রস্তুত হোলো—কারলাইলের মতে 'সব কাজই পবিত্র' মনে ক'রে

নিল—মায়ের কথার ওপর আস্থা স্থাপন করে দিলীপ শঙ্কর প্রতিমা চ্যাটার্জী:কে পড়াতে রাজী হোলো।

প্রতিমা চ্যাটার্জীর বাড়ীটা বিবেকানন্দ রোডে—বিশাল অট্টালিকা—স্কাইস্ক্রেপার! গেটের পরেই বেশ বড় লিফ্ট্—লিফ্ট্ম্যান সর্ব্বদাই প্রস্তুত! দাস দাসী, নায়েব গোমস্তা, দরোয়ান কেয়ার্টেকার প্রভৃতিতে বাড়ীটি পূর্ণ। শিবানী পুত্রের পড়ানোর ইচ্ছাটা প্রতিমাকে জানিয়ে রেখেছিল আর দিলীপ শঙ্করের আগমনবার্ত্তা বাড়ীর প্রত্যেককে আগে থাকতে জানিয়ে রেখেছিল প্রতিমা। সুতরাং দিলীপ শঙ্কর আসবামাত্র দরোয়ান তাকে লিফ্টে উঠিয়ে সঙ্গে করে গৃহকর্ত্রী দিদিমণির ঘরে নিয়ে গ্যালো। প্রতিমা চেয়ারে বসে বই পড়ছিল; দিলীপকে দেখেই টপ করে উঠে বল্লে, "নমস্কার"! দিলীপ শঙ্কর, তদুত্তরে 'নমস্কার' না বলে হাত তুলে, 'প্রণাম' বলেই চেয়ারে বসে পোড়লো প্রতিমার অনুমতির অপেক্ষা না করে। প্রতিমা তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে দিলীপ বল্লে, আপনিও বসুন আর কি পড়াবো বলুন।

প্রতিমা—বাবাঃ! এসেই পড়ানোর কথা! আগে একটু খাবার খেতে হবে আপনাকে তারপর পড়া; আমারও ক্ষিদে পেয়েছে।

দিলীপ—বেশ তো! আপনি খেয়ে নিন। প্রতিমা—আপনি না খেলে আমি তো খাব না। দিলীপ—তাহলে এ কথা আমাকে আগেই জানানো উচিত ছিল।

প্রতিমা,—কেন বলুন তো?

দিলীপ—তাহ'লে মাকে সঙ্গে করে নিয়ে আস্তাম। আমার খাবারের ভাগ মাকে না দিয়ে আমি খাই না। প্রতিমা—ওঃ! আপনি ভাগ্যবান! আমি ভাগ্যহীনা!

দিলীপ—দেখুন, এসব পড়ানোর গণ্ডীর বাইরে।

প্রতিমা—আচ্ছা, আপনি পড়ান; বি, এ, অনার্স ক্লাশে এ্যাডোনিসের যে কটা লাইনের মানে প্রোফেসর বিপুল বাবু গোঁজামিলে বোঝাচ্ছিলেন আপনি তা'তে বাধা দিলেন। প্রোফেসারের চক্ষু

চড়কগাছ! সকলে অবাক্! যাইহোক্, সেই কটা লাইন আমাকে বুঝিয়ে দিন—আর কিছু না।

দিলীপ—হঠাৎ সে দিনের কথা কেন?

প্রতিমা—খুব ইন্‌টারেষ্টিং তাই। সত্যি, ঐ লাইন ক'টা অবস্‌কিওর—বিশেষতঃ শেষের দু'লাইন'এর মানে পৃথিবীর কোন ক্রিটিক্ জানেন না আর তার প্রমাণ পাওয়া যায় ইয়ং সাহেবের কথায়। সি, বি, ইয়ং অক্সফোর্ডের এম-এ—মহাজ্ঞানী—সত্যবাদী; কিন্তু আমাদের দেশের লোক হামবড়া—সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করতে চায় না যেমন বি, বি, বি,। কিন্তু উই মাষ্ট কল এ স্পেড এ স্পেড। দিলীপ—আপনি যা যা বল্লেন সেগুলো আমার কথারই প্রতিধ্বনি। দুঃখের বিষয় তিনি নিজের ভুল কিছুতেই মানতে চান নি; উপরন্তু আমাকে অপমান করলেন; তাই তাঁকে দু'চারটে কড়া কথা বলে ভুলটা মান্‌তে বাধ্য করিয়েছিলাম। হয় তো সেটা আমার বাড়াবাড়ি! কিন্তু তা' হলেও সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করতে আমি একটুও ভয় পাইনে।

প্রতিমা—যেদিন কঠোর সত্য ক্ল্যাশের মধ্যে প্রকাশ করে বিপুল বাবুর আসল রূপ সকলের সাম্‌নে দেখিয়ে দিলেন সেদিন হোলো আমার গভীরতম দুঃখে নিবিড়তম আনন্দ!

দিলীপ—সে কি রকম?

প্রতিমা—আপনার মাকে জিগ্যেস করবেন—তিনিই বলে দেবেন—এই বলে প্রতিমা আঁচলে চোখ মুছতে লাগলো।

দিলীপ—জানি, মা বলেছেন; সত্যি, সেদিন অন্যায় করে ফেলেছিলাম! পারসোন্যাল্ এ্যাটাক্ অন্যায়!

প্রতিমা—কোন অন্যায় করেন নি—আপনি এই বয়েসেই মানুষের মত মানুষ—নির্ভীক-সত্যপ্রিয়-স্পষ্টবাদী মহামানব—শুধু এই প্রমাণই পেইছি।

দিলীপ—ওঃ! নো—নো! আমি বার্ণার্ডশ'র সুপারম্যান নই,—

কীট্‌শের ইউবারমেন্‌শ্‌ও নই। মোটকথা, আমি মহামানব নই। বরং তৃণাদপি সুনীচেন: যাক্‌, এবার পড়াই। শেলীর এ্যাডোনিসের ৪১৫—৪২৩ লাইন ক'টা বার করুন।

Stanza XLVII

"Who mourns for Adonais ? Oh, come forth,
Fond wretch ! and know thyself and him aright.
Clasp with thy panting soul the pendulus Earth ;
As from a centre, dart thy spirit's light
Beyond all worlds, until its spacious might
Satiate the void circumference : then shrink
Even to a point within our day and night ;
And keep thy heart light lest it make thee sink
When hope has kindled hope, and lured thee
to the brink".

—Adonais. (Lines 415—423).

মানে বাংলায় বোলবো না ইংরীজিতে ?

প্রতিমা—আগে ভাল করে বাংলায় বুঝিয়ে দিন; তারপর সেটা ইংরীজিতে ব্যাখ্যা করে দেবেন!

দিলীপ—আচ্ছা, তাই হবে। দেখুন, এই কটা লাইন ভীষণ জটিল; পৃথিবীর বিখ্যাত সমালোচকেরা বলেন, এ গুলো অবস্‌কিওর; ইয়ং সাহেব লিখেছেন, শেষ দুটো লাইনের মানে আমি জানি নে। কিন্তু আমার ধারণা ও দুটো লাইনের ব্যাখ্যা করা যায় হিন্দু ফিলজফির সাহায্যে।

যাক্‌, শেলী এর আগেই বলেছেন, কীট্‌স্‌ জীবনে জীবিতদের মধ্যে ভোরের তারা হয়ে শোভা পাচ্ছিলেন; এখন মরণে তিনি মৃতদের মধ্যে সন্ধ্যাতারা হয়ে শোভা পাচ্ছেন! বিজ্ঞানের যুগে মানুষ যখন অনন্ত আকাশ, অসীম বায়ুমণ্ডল, আয়তনশূন্য বিন্দু প্রভৃতি কল্পনায় আনতে পারে তখন কীট্‌সের জন্যে শোক প্রকাশ করাটা

হাস্যকর ব্যাপার। কীট্সের অস্তিত্ব নেই—একথা ভাবা যায় না। তিনি এখন সর্ব্বব্যাপী—দেহবিচ্যুত হয়ে তাঁর আত্মা এখন স্থান-কাল অতিক্রম করে বসে আছে।

যাই হোক্, কীট্সের জন্যে চোখের জল না ফেলে স্থান-কালের অনন্ততার কথা ভাবতে গিয়ে আমরা নিজেদের হারিয়ে ফেলি, কিন্তু তবুও আমরা তা ভাবি; কারণ সেটা আমাদের আশা আর আশা না থাকলে মানুষ বাঁচতে পারে না, যেমন মেরী এ্যানট্যনেট, চার্লস দি ফার্স্ট, লুডাভিকো স্ফরজা প্রভৃতি নিশ্চিত মৃত্যুর দিন জেনে আশঙ্কায় আশা হারিয়ে ফেলেছিলেন; অর্থাৎ যে দিন শুনলেন তাঁদের ফাঁসী হবে সেইদিনের রাত্রেই তাঁদের দেহে বর্দ্ধক্যের লক্ষণ পূর্ণ মাত্রায় ফুটে উঠলো। মেরী এ্যানট্যনেট এক রাত্রেই বুড়ী হয়ে গেলেন—চার্লস দি ফার্স্ট ও লুডোভিকে স্ফরজা ও একরাত্রের মধ্যে বুড়ো হয়ে গেলেন! মৃত্যুর দুশ্চিন্তা এ্যাতো ভয়ঙ্কর! এ্যাংজাইটিজ এ্যাক্ট আপোন দি ব্রেন এ্যাণ্ড টেল আপোন দি হোল বডি। তাই আলেকজাণ্ডার পোপ ডান্টের লেখা ট্রানস্লেশন করে বলেছেন, "হোপ্ স্প্রিংস্ ইটারন্যাল ইন্ দি হিউম্যান ব্রেস্ট"; তাই নবীন সেন বলেছেন—

"ধন্য আশা কুহকিনী! তোমার মায়ায়
মুগ্ধ মানবের মন—মুগ্ধ ত্রিভুবন!"

আশা পূর্ণ হতে না পারে, কিন্তু তবুও মানুষ আশা করে। তবে আশা অন্তরে একবার পোষণ করতে পারলে পূর্ণ হলেও হতে পারে। কাজেই মানুষ নৈরাশ্যের মধ্যেও আশা করে—যে এক মিনিট পরে মরবে সেও ভাবে, হয়তো বাঁচতে পারি! তাই মানুষ বেঁচে থাকে শুধু আশার আশায়। আসল কারণ, মানুষ পরকালে মুক্তির আশা করে আর সেই আশা তাকে ধর্ম্ম কাজ করতে প্রলুব্ধ করে ও বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু মানুষ যখন জীবনে অজানা রহস্যের মূল খুঁজে পায় তখন তার মনে মৃত্যুর লালসা জাগে—ইহসংসারের সুখ-দুঃখ ভোগ করার চেয়ে পরকালের শান্তির আশায় মরণকে বরণ করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে—।

শেলী বলেছেন, অনন্ততার সমুদ্রে থাকবে, কিন্তু মনটাকে হালকা করে রাখবে; তাহলে ঠিক শোলার মত ভেসে থাকবে—কখনও ডুববে না; অর্থাৎ সংসারটাকে অনন্ত সমুদ্র বলেই জানবে; জলে ভেসে থাকে শুধু শোলা—কখনও ডোবে না। সুতরাং মানুষ মনটাকে নির্লিপ্ত করে রাখবে সব কিছু থেকে—কিছুতে মজে থাকবে না; তা'হলেই শোলার মত সমুদ্রে ভাসবে—গভীর জলে ডুবে যাবে না। রামকৃষ্ণ পরমহংসও এই ভাব তাঁর নিজের কথায় বলেছেন—সংসারে থাকবে পাঁকাল মাছের মত; পাঁকাল কাদায় থাকে, কিন্তু গায়ে কাদা লাগে না।

আচ্ছা, এসব সংক্ষেপে ইংরীজিতে বলে দিই—

While remembering a couplet consisting of two lines of a verse from Plato and thus speaking of Keats (Adonais) as the 'morning star' shining in his life-time among the living and now in his death as the 'evening star' among the dead Shelley observes—

As the human mind is in this scientific age capable of comprehending the illimitable space, dimensionless point, and the like in succession, it is ludicrous to lament over the death of Keats and regard him as non-existent. The reason is obvious. To localise the poet in space is no longer possible. He has been released from his material bondage and thus his spirit has escaped all spatial limits.

C. B. Young and others cannot explain the lines (422-23), as they declare. But my interpretation is this :—In the course of our attempts to unravel the mysteries of life and death we must cherish the hope of keeping our heart or spirit light as a cork in order that we might not be lost in our thought or imagination. This hope may not be realised in life. But hope, if once cherished, gives rise to the possibi-

lity of its fulfilment. We should therefore hope against hope, as we hope salvation in the world hereafter and thus with this object in view we feel tempted to practise virtue in the hope of attaining peace on the other side of the Eternal Shore. In other words, a glimpse into the unknown mysteries of the world may induce the chance of putting an end to life for peace in future. Plainly speaking, a man must live quite detached or rather free from all worldly bonds. Ramkrishna Paramhansa has expressed almost the same idea in pregnant words. The Saint says, ' Live like an eel ('Pankal'fish) which simultaneously rolls in, and keeps free from, mud. But it is astonishing to note that the mud or mire never sticks to its smooth, elongated and ribbon-shaped body.

এই আমার ব্যাখ্যা! বুঝলেন তো? আজ চলি।

প্রতিমা—একটু কিছু খেয়ে যান।

দিলীপ—না, আজ থাক্। পরে খাওয়া যাবে। প্রতিমা—না, তা' হবে না; পড়িয়েই কিছু খেতে হবে। দিলীপ—তাহলে তো আপনারই ক্ষতি! দু'শোর ওপরেও ঘুষ দিতে চান? প্রতিমা—তাতে দোষ কি? অপাত্রে বা কুপাত্রে তো দিচ্ছিনে।

দিলীপ—তাহলে বেশ, আপনি দিয়ে যান আর আমি নিয়ে যাই! কারণ আপনি বেশ ভাল করেই জানেন—আপনাকে দেবার মত আমার কোন ক্ষমতাই নেই।

প্রতিমা—এটা একেবারেই ভুল। আপনার দান অতুলনীয়। কোন প্রতিদানেই তা শোধ হবে না।

ঠিক এই সময় বামুন ঠাক্‌রুণ থালায় করে লুচি, তরকারী প্রভৃতি নিয়ে এসে দাঁড়ালেন; প্রতিমা আসন পেতে এক গেলাস জল দিয়ে বল্লে, এইবার খেতে বসুন।

দিলীপ—এ যেন বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে! প্রতিমা—মোটেই না—এটা প্রয়োজন।

দিলীপ—কি কারণে? প্রতিমা—কারণ অনেক। প্রথমতঃ, আমার ধৃষ্টতা; দ্বিতীয়তঃ, আপনার পড়ানোর অসাধারণ কৃতিত্ব; তৃতীয়তঃ, এ্যাব্‌স্‌ট্র্যাস্‌ ফিলজফি নিয়ে বকে পেটের নাড়ী পর্য্যন্ত শুকিয়ে গ্যাছে; আর চতুর্থতঃ, আমার অনুরোধ কিছু খেতে হবে।

দিলীপ—আচ্ছা, সব শুনলাম; কিন্তু আপনার ধৃষ্টতার অর্থ কি?

প্রতিমা—অর্থ অনেক গভীর! আপনাকে যাচিয়ে নিলাম—দেখ্‌লাম আপনি মেকী নন—খাঁটি সোনা। ইউ আর দি প্রোফেসর অব্‌ প্রোফেসরস্‌। কোন প্রোফেসর আন্‌প্রীপেয়ার্ড হ'য়ে পড়াতে পারেন না—এ আমি জানি; কিন্তু আপনি তা পারলেন! আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম! কলেজের কোন প্রোফেসর প্রীপেয়ার্ড হয়েও অনার্স ক্লাশে 'এ্যাডোনিস্‌' বা 'র‍্যাবী বেন্‌ এজরা' পড়াতে চান না—ভয়ে; কিন্তু তার জটিল বিষয়—যা' ভীষণ অব্‌স্‌কিওর—আপনি তা জলের মত বুঝিয়ে দিলেন! আর তা'ও আন্‌প্রীপেয়ার্ড অবস্থায়! আমি অবাক্‌ আপনার পাণ্ডিত্য দেখে!

দিলীপ লজ্জায় নতমুখে বল্লে, দেখুন, আপনি আমার কাছে পড়তে চেয়েছিলেন, তাই পড়াচ্ছি; টাকা পাবো! সংসার চালাবো—ছেলে পড়ালে একশ'র বেশী পাওয়া যায় না; কাজেই আমি নিইনি। অনেক মেয়ে পড়তে চেয়েছিল, কিন্তু আমি পড়াইনি। আপনাকে পড়াচ্ছি শুধু মার কথায়—অভাবের তাড়নায়—দারিদ্র্যের কশাঘাতে। আপনি জানেন—মাকে চাকরী করতে দেব না বলেই আমার এই টিউশন নেওয়া। কিন্তু খাবার এনে লজ্জায় ফেললেন—ভবিষ্যতে আনবেন না। আপনাকে অমান্য কোরবো না—আমি খাবো—এখানে নয়—বাড়ীতে গিয়ে। সুতরাং বেঁধে দিন—পকেটে নেবো।

প্রতিমা খাবারগুলো একটা কৌটায় পুরে রুমালে বেঁধে দিয়ে বল্লে, এই নিন কৌটটা—গাড়ীতে যান—ড্রাইভার গাড়ী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখন থেকে গাড়ীতে যাতায়াত করতে হবে জেনে রাখুন।

দিলীপ—কেন? প্রতিমা—হেঁটে চলা নিরাপদ নয়; রাখাল রায়ের চর আছে।

দিলীপ—বাবাঃ! এখানেও রাখাল রায়!

প্রতিমা—হাঁ, মশাই! খুব সাবধান!

দিলীপ—কিন্তু উপচিকীর্ষার মূলে থাকে প্রণয়—লোকে বলে; এই ব'লে দিলীপ প্রস্থান করলো। তবে যেতে যেতে শুনতে পেলো—প্রতিমা বল্লে, কিন্তু তা' নিষ্কাম—নির্ম্মল—আপনহারা! —ঠিক আয়েষার মত!

বত্রিশ

ডন কুইক্সোট'এর লেখক স্পেনের সারভা'ন্টীস্ বলেছেন, পৃথিবীতে কেবল মাত্র দুটী পরিবার আছে—একটি 'হ্যাভস্' আর একটী 'হ্যাভ-ন্ট্স্' আর তাদের মধ্যে সংঘর্ষ চলে আসছে চিরদিন ধরে। এ সংঘর্ষের কবে যে উৎপত্তি হয়েছিল তা কেউ জানে না আর কবে যে নিষ্পত্তি হবে তা'ও কেউ বলতে পারে না; তবে এর বীজ বপন করেছিল ধর্মযাজকসম্প্রদায; রাজারাও তাঁদের ভয় করে চলতেন।

এই সংঘর্ষের ধোঁয়া সমাজের মনে তুষের আগুনের মত ধূমায়িত হতে লাগলো। আর তাকে ধীরে ধীরে ইন্ধন যোগাতে লাগলেন হিউগো, বেসিন, টাবগট ও ভলটেযার; কিন্তু সবশেষে তাতে ঘী ঢেলে দিলেন নির্ভীক—সত্যের পূজারী রুশো আর তা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো ১৭৮৯ খৃস্টাব্দের ১৪-ই জুলাই তারিখে; ফলে ঘোটলো ফরাসী বিপ্লব—ভেঙে চুরমার হোলো পৃথিবীর অদ্বিতীয় নিষ্ঠুর কারাগার ব্যাস্টিল্! ফ্রান্সের রাজারাণী লুই দি সিক্সটিন্থ্, মেরী এ্যানটয়নেট প্রভৃতির হত্যাসাধিত হোলো জোসেফ ইগ্নেস্ গিলোটিন'এর নামানুসারে নির্ম্মিত 'গিলোটিন' নামক মৃত্যু-যন্ত্র; রাজ-তন্ত্রের হোলো উচ্ছেদ—গণতন্ত্রের হোলো প্রতিষ্ঠা; তারপর ফ্রান্স পর পর ছটা শাসন-ঘানিতে পিষে মরতে লাগলো। ইউরোপের দিকে দিকে সাড়া পড়ে গ্যালো রাজাদের রাজতন্ত্র রক্ষার্থে। জারম্যানির কাইজার আতঙ্কে শিউরে উঠে

রাসিয়ার সম্রাটকে চিঠি লিখে জানালেন। কিন্তু জলোচ্ছ্বাসের মুখে সব ভেসে গ্যালো—১৯১৭ সালে নিকোলাস দি সেকেণ্ড সপরিবারে নিহত হলেন রাসিয়ার এক কেল্লার মধ্যে আর কাইজার নির্ব্বাসিত হলেন হল্যাণ্ডের কোন এক নির্জ্জন স্থানে। অহঙ্কার পতনের আগে আগে চলে!

'হ্যাভ' ও 'হ্যাভনট'দের মধ্যে যে সংঘর্ষের উৎপত্তি হোলো তার ফলে দেশ থেকে গ্যালো রাজা—রাজত্ব—সাম্রাজ্যবাদিতা! আর আবির্ভূত হোলো সোস্যালিজ্‌ম্ বিভিন্নরূপ ধারণ করে—জার-ম্যানির নাজিজ্‌ম্—ইটালীর ফ্যাশিজ্‌ম্—পোল্যাণ্ডের ডিক্‌টেটরশিপ ইত্যাদি। পূর্ব্বোক্ত সংঘর্ষ এখনও চল্‌ছে আর তার উদ্বোধন করে গ্যাছেন কার্ল মার্ক্স। এথেন্সের আদর্শে গণতন্ত্র তো দেশে দেশে প্রচলিত হয়েছে, হচ্ছে ও হবে। আমাদের বেশী লোক—বেশী টাকা—বেশী কর্ম্মচারী—বেশী যন্ত্রপাতি—বেশী আস্‌বাব্—বেশী খাদ্যসামগ্রী—বেশী প্রসাধনস্পৃহা—বেশী ক্ষুধা-তৃষ্ণা! কিন্তু পেটে নেই ভাত—পরণে নেই কাপড়—বাড়ী গ্যাছে বিকিয়ে—ফুটপাতে বাস—দিনান্তে তেলাভাজা—চোখের জল গ্যাছে শুকিয়ে! এই কি দেশ—এই কি পৃথিবী! "ইট ইজ এ ওয়াইল্ডারনেস্ হোয়ার টিয়ারস্ আর হাঙ্ অন্ এভরি ট্রী"!!! এত দুঃখ কেন? দুঃখের কারণ বিমাতার আবির্ভাব; আর বিমাতাটী হচ্ছেন—ইণ্ডিভিজুয়্যালিজ্‌ম্!—এই জন্যেই এড্‌মণ্ড বার্ক বলেছেন, "পারফেক্ট ডেমোক্র্যাসি ইজ দি মোষ্ট শেমলেস্ থিং ইন দি ওয়ার্লড্"। মনে হয় গণতন্ত্রের ব্যর্থতা ঘোষণা করে মনার্কী আবার একদিন মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে! উত্থান ও পতন প্রকৃতির নিয়ম—মানুষের ভাবনা—সমাজের ধারণা—ঈশ্বরের বিচার! পরিবর্তনশীল জগৎ।

পুরানো বদ্‌লে যায়— নিয়ে আসে নতুনের রোল!
তা' না হলে এসে ধায় মহাপাপ—কত মহাগোল!

প্রতিমাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে দিলীপ এইসব ভাবছিল মটরে যেতে যেতে। আগামীকাল মামলার শুনানী হবে। সকল পার্টিকে

হাজির হতে হবে জজের সামনে; সে নিজে প্লেনটিফ্—নাবালক—মা গার্জেন; কাজেই মা শিবানীকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। এই ব্যক্তিগত বিষয়টি চিন্তা করতে তার মনে এসে পোড়লো স্প্যানিশ বীরের কল্পনা—'এলডোরাডো' আর তারপরই চোখের সামনে ভাসতে লাগলো সোণার বাঙলা—বাঙালীর কথা! সহরের বড় বড় বাড়ী চলে গিয়েছে বাঙালীদের হাত থেকে—বড় বড় বনেদী ঘর নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে মামলা করে—রেসের মাঠে গিয়ে—"ম" কারের শ্রাদ্ধ করে! কত 'ভাই ভাই' 'ঠাঁই ঠাঁই' হ'য়ে গিয়েছে ক্ষুদ্রতম কারণে—বাড়ী-গাড়ী-চুড়ি-হার-নৎ-নাকছাবি-আসবাবপত্র-পূজার বাসন ছেড়ে দিতে হয়েছে চোখের জল মিশিয়ে! কেউ একটু আতা কম পেয়েছে—কেউবা মাছের মুড়ো না পেয়ে ন্যাজা পেয়েছে—আবার ছোট বৌ হয় তো তার রুগ্ন ছেলের জন্য একটু দুধ বেশী চেয়ে বাড়ীর গিন্নী বড় বউয়ের মনে হিংসার আগুনজ্বেলে দিয়েছে! এই রকম একটা না একটা তুচ্ছ—নগন্য—অকিঞ্চিৎকর কারণে বাঙলার 'হ্যাভ'দের ঘরে ঘরে বেধে গিয়েছে গণ্ডগোল—পার্টিশন মামলা!—ফলে ছেঁড়াছিঁড়ি—গালাগালি—হাতাহাতি—মারামারি—কাটাকাটি—খুনোখুনি আর সেই সঙ্গে চলেছে থানায় হাঁটাহাটি—পুলিসের ঘাঁটাঘাঁটি—কোর্টে ছুটোছুটি। শুধু সাবডিভিসন্যাল কোর্টেই কি শেষ? উহুঁ—ডিষ্ট্রীক্ট কোর্টে আপীল—হাইকোর্টে নাকাল—সুপ্রীম কোর্টে কাঙ্গাল! বাড়ী গ্যালো—গাড়ী গ্যালো—ছড়ি গ্যালো— ঘড়ী গ্যালো—চুঁড়ি গ্যালো—ভাগা-বালা-মাকড়ী গ্যালো—ঘটী বাটী-সর্ব্বস্ব গ্যালো—ভিক্ষামাত্র সার হোলো!—এ্যাতো দেখেও বাঙ্গালীর চৈতন্য হোলো না! দিলীপ শঙ্কর এক ঝোঁকে এই সব ভেবে মনে তোলাপাড়া করতে করতে বাড়ী এসে পৌঁছেই মাকে ডেকে বল্লে, মা, কাল মামলার দিন বোধ হয় মনে আছে? আমি একটা কথা বলছি—আমরা আর মামলা কোরবো না!

শিবানী—ওকথা সত্যি—আর মামলা চলবে না।

দিলীপ—তাই নাকি?

শিবানী—হাঁ, মামলার আর দরকার হবে না।

দিলীপ—রাখাল রায় ছাড়বে ?

শিবানী—ছাড়বে কি ! ছেড়ে দিয়েছে।

দিলীপ—সে কি ? রাখাল রায়ের এমন সুবুদ্ধি হোলো কি করে ?

শিবানী—অমানুষ যখন কায়দায় প'ড়ে নিরূপায় হয় তখন সে সুবুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে বাঁচে—এও তাই। কিন্তু সে যাই হোক্, সাধনা তোর জন্যে বসে আছে—কি বোল্‌বে তোকে।

দিলীপ—কি বোলবে তা আমি জানি।

সাধনা ইতিপূর্ব্বে এসে দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল—দিলীপের কথা শুনে বল্লে—কিচ্ছু জানো না।

দিলীপ—নিশ্চই জানি। আচ্ছা, মরীচিকার পেছনে ছুটে লাভ কি ? "মরীচিকা মরুদেশে নাশে প্রাণ তৃষাক্লেশে"—মাইকেল হাড়ে হাড়ে বুঝে এই কথাটা লিখে গ্যাছেন।

শিবানী—আচ্ছা, খোকা, কেন বাজে বকছিস্ ?

দিলীপ—না, মা, আমি বাজে বক্‌ছিনে। আমি স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিচ্ছি, বিয়ে কোরবো না। আচ্ছা, সেদিন তোমার মেয়ে কঁ্যাট কঁ্যাট করে অতো কথা শুনিয়ে দিল, তবু সাধনার লজ্জা নেই ?

শিবানী—আমার মেয়ে তোর কে হয় ?

দিলীপ—সে যেই হোক্, মা, তুমি সোজা কথাটা সাধনাকে বুঝিয়ে দাও। সাধারণ মেয়েরা প্রথম মোহের বশে—রঙীন নেশায়—ঝড়ের দাপটে যে কোন বন্দরে গিয়ে ওঠে ; তারপর সেই বন্দরের দুরবস্থা দেখে বর্ত্তমানের কথা ভেবে দিল্লীকা লাড্ডু খেয়ে পস্তে মরে—ভাগ্যের ওপর দোষারোপ ক'রে জীবনটা কাটায়—তালাকে বা বৈরাগ্যে বা পলায়নে বা ঘরোয়া-প্রেমে বা অবৈধ-প্রণয়ে অথবা তার অবসান ঘটায়—শেষ ব্রহ্মাস্ত্র আত্মহত্যায় !

সাধনা—দিলীপদা, কেন এসব আজে বাজে ভাব্‌ছো ? বিয়ে আমি কোরবো না আর শ্বেত পাথরের বাড়ীও আমি চাইনে। শুধু বিয়ে করাটাই কি জীবনের চরম উদ্দেশ্য—পরম শান্তি—পূর্ণ সার্থকতা ? বিয়ে ছাড়াও জীবনের এমন দিক আছে যাতে মনটাকে

একেবারে ঢেলে দেওয়া যায় ;—এর দৃষ্টান্ত কবীর, নানক, চৈতন্য, রামানন্দ, শঙ্করাচার্য্য, বুদ্ধদেব, পরমহংস, বিবেকানন্দ, সেণ্ট পল, সেণ্ট আগষ্টিন, সেণ্ট ফ্র্যান্‌সিস ইত্যাদি। মানুষের শেষ চাওয়া আর শেষ পাওয়া কি? সুখ, আর সে সুখ এক ধরণের নয়—এক রকমেরও নয়। যে যেমন ভাবে যা চায় সে তেমনি ভাবেই তা পায়। আসল কথা হচ্ছে মনটাকে গড়ে তোলা। তুমি সবিতাদি'র মনটা গড়ে তুলেছ এক বকুনিতে! তা' নাহ'লে সে ডিভোর্সের চাপে পিষে যেতো! আমার মনও গড়ে উঠ্‌ছে তোমার দয়ায়। তুমি যা' বল তা'ই সত্য—যা'কর তা'ই সুন্দর। তোমার না আছে লোভ-- না আছে হিংসা—অন্যায় করলে প্রায়শ্চিত্ত কর—নিজের মুখের খাবার অপরকে হাসিমুখে খেতে দাও! তুমি অদ্ভুত! ছাখো, কি বলতে এসে কি সব বলছি!

দিলীপ—বেশ স্বর্গে তুলছো! রাবণ সিঁড়ি করে যায়নি জেনো; কাজেই নামতে গিয়ে 'পপাত ধরণী-তলে'—এই আমার ভাগ্যে আছে! যাক্‌গে, বলো কি বোল্‌বে—তোমার মনে আর ব্যথা দেবো না।

সাধনা—আগে তুমি জামা টামা ছেড়ে হাত পা ধুয়ে খেতে বোসো; তারপর বোলবো।

দিলীপ—না, সে সব পরে হবে'খন; তুমি যা' বলবে এখুনি বল।

সাধনা—বেশ, বলছি। তুমি খুব হুঁসিয়ার হয়ে চলাফেরা করবে—এই আমার অন্তরের প্রার্থনা। আপোষে ঠাকুরদা মামলা মিটিয়েছে—বাড়ীও ফিরিয়ে দিয়েছে বাবার কথায়; কিন্তু মনে এখনও জিলীপির প্যাঁচ আছে—তোমার অমঙ্গল চায়—ভীষণ ষড়যন্ত্র! তাই বলি—কারও দুঃখ দেখে গলে যেও না—তোমার পায়ে পড়ি—আমায় কথা দাও—এই বলে পা ধরে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লে, হাঁ, আর একটা কথা বলে রাখছি, তুমি বলেছ আমার টাকায় বিষ মেশানো, কিন্তু, তা' ভুল। আমার যেকোন টাকা বাবার-দেওয়া—বাবার চাকরীর টাকা; ঠাকুরদার তাতে কোন অধিকার নেই।

দিলীপ—সাধনা, তুমি আমার একটা প্রশ্নের ঠিক জবাব দেবে?

সাধনা—আমি তো মিথ্যে বলিনে, দিলীপদা ; আর সেটা তোমারই কাছে শেখা। প্রশ্ন কর—জবাব পাবে। দিলীপ—তুমি আমার জন্যে এ্যাতো ভাবো কেন ? জানো তো এখন আমরা দরিদ্র আর দারিদ্র্যদোষগুণরাশিনাশী !

সাধনা—তোমায় কেন ভাবি—কেন ভালবাসি তাতো আমি বলিছি সে দিন সকলের সামনে—লজ্জা করিনি। আই লভ্ মাই লভ্ এ্যাণ্ড মাই লভ্ লঃভ্স্ মী। কিন্তু তুমিতো আমায় ভালবাসো না !

দিলীপ—বাসি ! ভালবাসি তোমার ভালোবাসাকে—যা একাধারে সতী-সীতা-সাবিত্রী-চিন্তা-শৈব্যা-বেহুলা-দময়ন্তী !—এ মায়ের কথা। এর সঙ্গে আরও যোগ করে দিলাম—গান্ধারী—পোর্সিয়া—পেনীলোপী—জুলীয়েট—ম্যাডেলিন।

সাধনা—তুমি আমায় ঠাট্টা কোরছো ?

দিলীপ—না, গো, না। মা তোমায় ভক্তি করে আর আমি তোমায় ঠাট্টা কোরবো ! ছিঃ ! সাধনা, তুমি ভেবে দেখো।

'ভাবিয়া করিলে কাজ সুখ তার হয়।
না ভেবে করিলে কাজ মরণের ভয় !'

সাধনা—এসব কথা ছাড়ো ; তুমি দরিদ্র নও—অনেক—অনেক বড়ো ! ইউ হ্যাভ এ ট্রেজর ইন্ ইওর মাইণ্ড। উপরন্তু দেশের বাড়ীঘরদোর এখন তোমার ; হাইকোর্টের কেস্ মিটেছে—এ বাড়ীও পেয়েছ—মাসিমা সেখানে উঠে যাবেন ; জমিদারী অর্থাৎ তালুক, দীঘি, সম্পত্তি, টাকাকড়ি, গয়নাগাঁটি প্রভৃতি শীগ্‌গির ফেরৎ পাবে। এখন ভেবে দেখো কে দরিদ্র—তুমি না আমি ? আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে আর কোনদিন বিরক্ত ক'রবো না। আমার ভালবাসাকে তুমি সতী-সীতা-সাবিত্রী-চিন্তাদির আসনে বসিয়েছ—এই যথেষ্ট ! আজ থেকে অল্ মাই ডিজায়ার্স ফর ইউ আর ডেড্। তবে তুমি হুশিয়ার হয়ে চল্‌বে—এই আমার শেষ মিনতি—আমায় কথা দাও—এই বলে দিলীপের পা ধরে রইলো !

দিলীপ—আচ্ছা, কথা দিলাম; পা ছাড়ো—তুমি যেন ক্ষেপে গ্যাছো! তবে এইটুকু জেনে রেখে দাও—ভাগ্যে যা' আছে তা' হবেই! —তোমার সাবধানবাণীর কোন বাধাই তা' মানবে না!

পাশের বাড়া থেকে রেডিওতে গান হ'তে লাগলো—

বিরহের বীণা যবে বাজে,
সুর তারে দেয় মাদকতা;
গিয়াছে বাঁধন ছিঁড়িয়া যে
তা'র স্মৃতি কয় কত কথা।
আশা যদি থাকে গো জীবনে,
কাজ এসে দিয়ে যায় সাড়া;
ভাষা ফোটে স্মৃতির বীজনে—
গান হ'য়ে দেয় নাড়াচাড়া।
তাই শুধু গেয়ে যাই গান—
ব্যথা সব হয় মধুরতা!
ভালবাসা চারিটা আঁখর!

—এই নিয়ে পথে সব চলে;
সরে যায় পথের কাঁকর,
দেখাশোনা তাই পলে পলে।
শতদুঃখ-ব্যকুলতা মাঝে
কবিমন করে কথকতা।
তবনাম প্রণয়ের খনি!
রূপ-রস-সুরভি-পরশে
মজে আছে তোমারি ধরণী,
—বেঁচে আছে বেদনা-হরষে।
তুমি আছো সকলের মাঝে!
—ভাসে তাই তোমারি বারতা!

তেত্রিশ

মানুষ যখন মানুষের অমঙ্গল বিধান করবার চেষ্টা করে—ফাঁদ পেতে মানুষের জীবনকে বিপদাপন্ন করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয় তখন তদনুরূপ সুযোগ ও সুবিধাগুলোও যেন তার সামনে এসে দাঁড়ায় অতি সহজে। আবার এমনও হয় সমস্ত সুযোগ—সুবিধা থাকা সত্তেও সব কিছু চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। এতদবস্থায় মনে হয় ভগবান যেন সাপ হয়ে কামড়ান আর ওঝা হয়ে ঝাড়েন। মানুষের-সব মন্দ প্রচেষ্টা যদি ফলবতী হোতো তাহলে পৃথিবীর মানব-বংশ হয়তো এতদিনে ধ্বংস হয়ে যেতো। কিন্তু "রাখে কৃষ্ণ মারে কে? এই সত্যের বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এ জগতে মহা-পুরুষরাই অমানুষের হাতে তিরস্কৃত—অপমানিত—লাঞ্ছিত ও নির্য্যাতিত

হয়েছেন অধিক পরিমাণে আর সেই তিরস্কার—অপমান—লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতনের হাত থেকে কেউ কেউ রক্ষা পেয়েছেন আবার কেউ কেউ পাননি। নিষ্ঠুর নির্য্যাতনের মধ্যে যাঁরা বেঁচে গ্যাছেন তাঁদের ক্ষেত্রে বলা যায় 'রাখে কৃষ্ণ মারে কে ? রোম সাম্রাজ্যে সাইমন নামে একজন ভদ্রলোকের কোন অপরাধে অনশন-মৃত্যু-দণ্ড হোলো ; সুতরাং কারাগারে আবদ্ধ রইলেন ; তাঁকে খেতে দিত না আদালত ; কিন্তু তাঁর কন্যা জ্যান্‌থিপে রোজ বৃদ্ধ পিতাকে দেখতে আসতেন আদালতের অনুমতিতে শিশুপুত্রকে কোলে করে আর লুকিয়ে তাঁকে স্তনের দুধ খাইয়ে যেতেন ; সাইমন মরলেন না—বেঁচে রইলেন। বিচারক অবাক্! রাখে কৃষ্ণ মারে কে ? ফ্রেঞ্চ প্রেসিডেন্ট ডী-গলের জীবন নেবার চেষ্টা চলেছিল চার বার ; কিন্তু সব চেষ্টা নিষ্ফল হয়ে গ্যালো! গয় ফক্‌স্ ষড়যন্ত্র ক'রে ১৯০৫ সালের ৫ই নভেম্বর তারিখে লণ্ডনের পার্লামেণ্ট হাউস দুটো উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল অথচ ঐ তারিখে জেম্‌স্ দি ফার্ষ্টের পার্লামেণ্ট খোলবার কথা! কিন্তু বিধাতা বাদ্ সাধ্‌লো—গয় ফক্‌সের "গান-পাওডার-প্লট" ফস্‌কে গ্যালো—গয় ফক্‌স্ বন্দী হলো—কঠোর নির্য্যাতনে সব স্বীকার কোরলো ; শেষে ১৯০৫ সালের ৩১শে জানুয়ারি তার ফাঁসী হোলো! রাখে কৃষ্ণ মারে কে! টেগার্ট সাহেব যখন পুলিসের গোয়েন্দা হয়ে কল্‌কাতায় এসেছিলেন তখন তাঁকে মারবার জন্যে প্রচণ্ড চেষ্টা চলেছিল, কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হয়নি। বাঘা যতীন মৃত্যুর পূর্ব্বে তৃষ্ণার্ত্ত হ'য়ে জল চাইলেন—টেগার্ট সাহেব স্বহস্তে জল দিলেন—বাঘা যতীন জলের গেলাস ছুড়ে ফেলে দিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলেন এই বলে, 'যার রক্ত দেখতে চেয়েছিলাম তা'র হাতের জল খাবো!'

"যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥" গীতা-৬।৩০—

অন্তিম কালে গীতার এই বাণীটা স্মরণ ক'রে বাঘা যতীন জল খেলেন না কেন ? যাইহোক্, টেগার্ট বেঁচে রইলেন! সারকথা—রাখে কৃষ্ণ

মারে কে! সুতরাং ভাগ্যং হি মূলং। চোর চুরি করে—ভাবে ধরা পড়বে না; কিন্তু শেষে ধরা পড়ে—শাস্তি পায়। ডাকাত ডাকাতি করে—খুন করে—ভাবে ধরা পড়বে না—শাস্তি পাবে না; কিন্তু ধরা পড়ে—চরম শাস্তি পায়—নিশ্চই তখন অনুতাপে জ্বলে মরে; তারপর জীবনের বিনিময়ে জীবন যায় আর সব ফুরিয়ে যায়! সত্যই কি সব ফুরিয়ে যায়? না, পরকালেও তাকে চরম শাস্তি পেতে হয় আর সে শাস্তি দেন স্বয়ং বিশ্বনাথ—দি গ্রেট ডিস্‌পেনসার অব্‌ জষ্টিস এ্যাণ্ড লাইফ এ্যাণ্ড ডেথ! আততায়ী কি মনে মনে বোঝে না যে ভগবানের মার দুনিয়ার বার! সে তো জানে তাঁর হিসেব একেবারে নিখুঁত—তাঁর বিচার নিকৃতির মাপে—তাঁর ক্রিয়াকলাপ রহস্যে ভরা। তুমি দু'একটা ষ্ট্যাব্‌ করে বা গুলিতে হত্যাসাধন ক'রে স্ফাত হ'তে চাচ্ছ—অহংকারে ফেটে মোরছো—ধরাকে সরা জ্ঞান কোরছো; কিন্তু বল্‌তে পার কি এই পৃথিবীতে তোমার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস কতক্ষণ বইবে?—এক দমকা হাওয়ায় তোমার জীবন-প্রদীপ তো এখনি নিভে যেতে পারে; তুমি তো জান মানুস মরবেই—তুমি তো জানো "নলিনীদলগতজলমতিতরলম্‌ তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্‌"—তুমি তো জানো দশানন, কুম্ভকর্ণ, শিশুপাল, হিরণ্যকশিপু, বৃত্রাসুর, শুম্ভনিশুম্ভ, সুন্দউপসুন্দ প্রভৃতি রক্তবীজের ঝাড় পৃথিবীর বুক থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে—তুমি তো জানো দুর্য্যোধন, নাদিরশা, চেঙ্গিজ খাঁ, টেমারলেন, এ্যাটিলা, আলেকজাণ্ডার, ওজিম্যানডিয়াস, নেবুকাডনেজার প্রভৃতি ধরণীবক্ষে রক্তের নদী বইয়ে দিলেও নিয়তির হাত থেকে নিস্তার পায়নি; তবে তোমার অপরের জীবন নষ্ট করে লাভ কি? সকলেই তো মরবে—তুমিও মরবে; কাজেই সেই মরণের দিনটার কথা ভেবে জীবনের কাজগুলো ভালভাবে ক'রে যাও; তাতে ইহকালে পাবে সুখ—পরকালে পাবে শান্তি! কিন্তু তুমি ডেমাকে ফেটে মোরছো—দমকা হাওয়ায় জীবনপ্রদীপ নিভে যাওয়ার কথা একবারও ভাবো না। মানুষ যদি ভাল মন্দ সমান ক'রে ভাবতো—ভাবতে শিখতো—ভালকে ভাল—মন্দকে মন্দ বলে চিন্‌তো

তাহলে সমাজে চোর-জোচ্চোর-শয়তান-বদ্‌মায়েস জন্মাতো না। কিন্তু তা' হবার নয়—লীলাময়ের লীলা!

আমাদের সুপরিচিত শয়তান রাখাল রায় মনুষ্যত্বের পথ ছেড়ে দিয়ে ভদ্রতার খোলসে নিষ্ঠুর বর্ব্বরতা অন্তরে ভ'রে বাদশাহী কায়দায় গিরিজাশঙ্করবংশ নির্ম্মূল করবার উদ্দেশ্য নিয়ে পৃথিবীর বুকে বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছে। কিসিং ক্লাবের সঙ্গে দশ হাজার টাকার চুক্তির কথা অসম্পন্ন দেখে রাখালরায় অস্থির হ'য়ে উঠেছে—ব'লে উঠ্‌লো আপনমনে, তবে কি ব্যাটারা আমাকে ফাঁকি দিয়ে দশহাজার টাকা আত্মসাৎ করবে? রাখাল রায়ের শেষ কামনা দিলীপশঙ্করনিধনযজ্ঞ সম্পন্ন করা। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। রাখালরায় যে নিজের ফাঁদে নিজেই পড়তে পারে—এ কথা সে একবারও ভাব্‌ছে না। ইউনিকরন্‌ ধরা পড়ে গাছের ফাঁদে—ভালুক ধরা পড়ে আয়নার ফাঁদে—হাতী ধরা প'ড়ে গর্ত্তের ফাঁদে—সিংহ ধরা পড়ে জালের ফাঁদে আর মানুষ ধরা পড়ে চাটুকারিতার ফাঁদে। রাখালরায় ভাব্‌তে শেখেনি—ভাব্‌তে জানে না। উপায়ং চিন্তয়েৎ প্রাজ্ঞো হ্যপায়মপি চিন্তয়েৎ! রামচন্দ্র জানতেন সোনার হরিণ বাস্তব জগতে অসম্ভব, তবুও তিনি তার পেছনে ছুটলেন সীতার বায়নায়। কপাল যখন মন্দ হয় ডুবোবনে বাঘে খায়। রামচন্দ্রের ভাগ্যেও তাই ঘোট্‌লো। বাল্মীকি লিখলেন—

"অসম্ভবং হেমমৃগস্য জন্ম।
তথাপি রামঃ লুলুভে মৃগায়॥
প্রায়ঃ সমাপন্নবিপত্তিকালে।
ধীয়োঽপি পুংসাং মলিনা ভবন্তি॥"

রাখালরায় যে বুদ্ধিমান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; তবে তার বুদ্ধি কুবুদ্ধিতে পরিণত হওয়ায় কুদিকে গিয়ে কুকাজে লিপ্ত হোলো—তাতেই আরম্ভ হোলো ঘরে—বাইরে বিপর্য্যয়!

স্বীয় জিঘাংসাপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে না পারায় রাখালরায় আজ অস্থির! কিসিংক্লাবের মেম্বার বিনোদলালের আগমন প্রতীক্ষায় সে

বসে আছে—এমন সময় বিনোদলালের সঙ্গিনী শোভাদেবী রাখালরায়ের ঘরে এসে দাঁড়ালেন।

রাখালরায় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে জিগ্যেস কোরলো, কাজ হাসিল তো?

শোভাদেবী গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, না, টাকা ফেরত দিতে এসেছি। আমি পতিতা হ'লেও আমার হৃদয় বলে একটা বস্তু আছে। ও ছেলেটাকে মেরে ফেল্‌তে পারবো না।

রাখালরায়—ভালবেসেছ বুঝি? টাকাটা নেবার সময় হৃদয়টা ছিল কোথায়? যাক্‌গে, টাকা দাও।

শোভা—এই নিন টাকা। দিলীপকে আমি ভালবাসি পেটের ছেলের মত; ওরকম ছেলে দেশের ও দশের গৌরব! আচ্ছা, চলি!

শোভাদেবীর প্রস্থানের পর হঠাৎ রামচরণ ঘরে প্রবেশ করেই বল্লে, শোভা এসেছিল? রায়, তুমি ডালে ডালে বেড়াও আমি পাতায় পাতায় ঘুরি! তুমি এখনও ক্ষান্ত হও—তোমার মন্দ তোমার ঘরের বিভীষণ চায় না—আমরাও চাইনে। ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে একটা কবিতা পড়েছিলে—মনে আছে কি? আমি সেটা মুখস্থ করেছিলাম—

"ম্যানলাইক ইটিজ টু ফল ইনটু সিন,
ফীণ্ডলাইক ইটিজ টু ডোয়েল দেয়ারইন;
খ্রায়েষ্ট লাইক ইটিজ ফর সিন টু গ্রীভ্‌;
গড লাইক ইটিজ অল সিন টু লীভ্‌!"

রত্নাকর দস্যু ছিল—পরে মহামুনি বাল্মীকি হোলেন। এজগতে সব সম্ভব; চলনা—দুজনে তীর্থযাত্রা করি। পিতাপুত্রের মিলন ঘটবে।

রাখাল—আমি তো পাগল হইনি! তুমি যাও।

রামচরণ—তুমি একটা আস্ত শয়তান! তুমি নিজেই তা' শিগ্‌গির স্বীকার করবে। বিদায় বন্ধু, বিদায়! এই বলে প্রস্থান করলেন।

চৌত্রিশ

ধর্ম্ম অনেক সময় অধর্ম্ম হয়ে যায় বিপথে গিয়ে—বেঘোরে প'ড়ে; আবার অধর্ম্মও কখনও কখনও মহৎ কাজ ক'রে বসে দৈবের বশবর্ত্তী হ'য়ে। ধার্ম্মিক রাজা শ্রীবৎস কলির প্রকোপে পড়ে সতী-সাধ্বী পত্নীকে গভীর অরণ্যে পরিত্যাগ ক'রে চলে গেলেন; ধর্ম্মপরায়ণ কালাপাহাড় ক্রোধের বশে হিন্দুর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার আশায় অত্যাচারী হ'য়ে পুরীর মন্দির ভেঙ্গে চূর্ণ করলেন; রোমসম্রাট মারকস্ অরেলিয়স্ ধর্ম্মনীতিবিদ্ হ'য়েও খ্রীষ্টীয়ানদের ওপর নির্য্যাতন করবার অনুমতি দিলেন; যশোরের প্রতাপাদিত্য ন্যায়পরায়ণ হ'য়েও পরমাত্মীয় পরমহিতৈষী কাকা বসন্তরায়কে হত্যা ক'রে বিরাট ভুল করে বসলেন। আবার অন্যদিকে অধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি দস্যু রত্নাকর হঠাৎ দৈবানুগ্রহে ধর্ম্মপথ বেছে নিয়ে বাল্মীকি হ'য়ে গেলেন; ধর্ম্মবিদ্বেষী পল স্বীয় দুষ্কর্ম্মের কথা মনে করে ধর্ম্মাবলম্বী হ'য়ে সেণ্টপল নাম ধারণ করলেন; নির্ম্মম-নিষ্ঠুর-অধার্ম্মিক চণ্ডাশোক কলিঙ্গযুদ্ধের দৃশ্যে অকস্মাৎ মানসিক পরিবর্ত্তনে ধর্ম্মাশোক হ'য়ে পড়লেন; মদ্যপায়ী দুর্নীতিপরায়ণ জগাইমাধাই ধর্ম্মের গুণে দৈবের কৃপায় অংখার ছেড়ে হরিনামের ঝঙ্কারে শান্তিপুর ডুবুডুবু করিয়ে 'নদে' ভাসিয়ে দিলেন। এই রকম জগতে অনেক ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক হয়েছে আবার অনেক অধার্মিক ধার্মিক হয়েছে। পরিবর্ত্তনশীল জগৎ—পরিবর্ত্তমশীলা প্রকৃতি, কিন্তু অপরিবর্ত্তনীয় সত্য!

রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক রীতি-নীতি প্রভৃতির কথা ছেড়ে দিয়ে যদি আমরা শুধু ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত হই তাহলে ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাবো মানুষ ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের আশ্রয় নিয়ে গোঁড়ামিতে মসগুল হ'য়ে কত অন্যায়—কত অত্যাচারই না ক'রে আসছে! কিন্তু মানুষ সামাজিক জীব—মানুষ সমাজবদ্ধ হ'য়ে বাস করে আর সেই সমাজের অস্তিত্ব মানুষ নিয়ে। পারস্পরিক আদান-

প্রদান সমাজের ভিত্তি আর তার উৎস প্রেম, দয়া, শ্রদ্ধা, সহানুভূতি প্রভৃতি গুণাবলী। ঈশ্বর সব কিছুরই স্রষ্টা। সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেন—তাঁর নির্দ্দেশানুসারে চলা ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য, আর জীবসেবাই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। এ্যারিষ্টট্‌ল তাই বলেছেন মানুষ সামাজিক জীব; কিন্তু হোব্‌স তা' মেনে নিতে পারেন নি—তিনি বলেছেন মানুষের মন সর্ব্বদাই লড়াইয়ে নিযুক্ত। আধুনিক সভ্যতার ধারা দেখে মনে হয় হোব্‌স্‌ এর কথাই ঠিক।

উদ্ভিদজগতের তরু, গুল্ম, লতা প্রভৃতির মধ্যে—জীবজগতে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতির মধ্যে—মানবজগতের হিন্দু, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতির মধ্যে লড়াই বা জীবনসংগ্রাম পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান দেখা যায় চার্লস্‌ ডারুইনএর মতে ;—একটা আর একটার ওপরে—একদল আর এক দলের ওপরে—একজাতি আর একজাতির ওপরে—এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়ের ওপরে কখনও দৈহিক, কখনও বা মানসিক শক্তির তেজে আধিপত্য বিস্তার ক'রে বেঁচে রয়েছে আর তার ফলে দেখতে পাই ক্রমবিবর্ত্তন—একের মৃত্যু অপরের জীবন —একটার অধঃপতন অপরটার উন্নয়ন। ব্যক্তিগত—জাতিগত—সমাজ বা সম্প্রদায়-গত বিশ্লেষণে দেখ্‌তে পাওয়া যায় পরিবর্ত্তন। জগৎ এখন সভ্য—জ্ঞান এখন বিস্তৃত—প্রচেষ্টা এখন সমবেত—উন্নতি এখন আন্তর্জাতিক। কিন্তু মন চায় আত্মসুখ—আত্মতৃপ্তি—আত্ম-প্রতিষ্ঠা; কাজেই সে পরশ্রীকাতর। তাই ভাবি সভ্য হয়েও মানুষ তার আদিম যুগের স্বভাব—বর্ব্বরতা—ত্যাগ করতে পারেনি। সমাজ-প্রকৃতির বিভিন্ন দিক বিচার করে দেখ্‌লে বোঝা যাবে জীবনে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মটা আফিং নয়—আফিং'এর নেশাও নয়। কার্ল-মার্ক্‌স্‌-এর কথা—'রিলিজিয়ন ইজ দি ওপিয়ম অফ্‌ দি পিপ্‌ল্‌'—একেবারে নিছক ভুল, কারণ ধর্ম্ম না থাক্‌লে মানুষের কোন কর্ম্ম করা সম্ভব হোতো না; আর এইজন্তে ক্যাণ্ট'এর মত মনীষী বলতেন, দুটি বিষয় আমার মনে ভয়ভক্তির সঞ্চার করে—একটা হচ্ছে বহির্জগতের নক্ষত্রখচিত আকাশের ঐশ্বর্য্য আর অপরটা অন্তর্জগতের নৈতিকজ্ঞানের মাধুর্য্য।

যাইহোক, মানবজীবনে ধর্ম্মই যে শ্রেষ্ঠ তা' সর্ব্ববাদিসম্মত; এমন কি মানুষের মধ্যে যে পাশবিকপ্রবৃত্তি আছে তা'ও এই ধর্ম্মের সহায়তায় মার্জ্জিত হয়ে সুপথে পরিচালিত হয়—ঠিক বিষ্ঠা যেমন খাদ্যোৎপাদনের জন্য সুব্যবস্থায় সারে পরিণত হয়। কিন্তু বাস্তবজীবনে সমাজের দিকে তাকিয়ে থাক্‌লে দেখা যায় মানুষ ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মকে সত্য ব'লে আঁকড়ে ধ'রে শুধু নিষ্ঠুর-নির্ম্মম-নিদারুণ-নির্যাতন করে চলেছে মানুষের ওপরে দয়া, মায়া, মমতা, ভালবাসা প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তিগুলোকে পা দিয়ে দলিয়ে। প্রাগৈতিহাসিকযুগে মানুষ ছিল অসভ্য—বর্ব্বর। সুতরাং তখনকার বর্ব্বরতা অস্বাভাবিকতার গণ্ডীতে পড়ে না। কিন্তু ক্রমবিবর্ত্তনে মানুষ সভ্য হয়েছে;—সভ্যতার যুগে—সভ্যসমাজে মানুষ অসভ্য হবে কেন? অমানুষের কাজ ক'রে ইহপরকাল নষ্ট করে জাহান্নামের পথ নিজের হাতে 'সাফ' করবে কেন? ধর্ম্মই তো জীবনে একমাত্র সত্য; যা' ভাল তা'ই সত্য—

সত্য হেথা রুদ্ধশ্বাসসম
যদিও তা' একদিন উঠিবে গর্জ্জিয়া গম্ভীর জীমূতনাদে!

প্রথমে সত্যকে কঠোর নির্য্যাতন ভোগ করতে হয়; কিন্তু অবশেষে সত্যই জয়লাভ করে—ইতিহাস এর প্রমাণ। পৌরাণিক যুগে দেব-দানবের মধ্যে কত যুদ্ধই না হয়েছে সত্যপ্রতিষ্ঠার জন্যে! তার পরে এলো আর্য্য-অনার্য্য—উভয়ের মধ্যে হোল ঘোড়তর লড়াই সত্যের খাতিরে। তারপর হিন্দু বৌদ্ধের লড়াই। শ্রমণদের অত্যাচারে হিন্দুদের জীবনযাত্রা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো—শঙ্করাচার্য্যের হোলো আবির্ভাব—লুপ্ত হ'য়ে গ্যালো শ্রমণদের তেজ—হিন্দুদের হোলো প্রতিষ্ঠা! মুসলমান ধর্ম্মকেও অনেক নির্য্যাতন ভোগ করতে হোলো! মহম্মদ মক্কা ছেড়ে মদিনায় গিয়ে ধর্ম্মপ্রচারে সিদ্ধিলাভ করলেন। হিন্দু-ধর্ম্মের ওপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গ্যাছে—বিভিন্ন ধর্ম্ম—বিভিন্নমত হিন্দুধর্ম্মের ওপরে বহুবার আধিপত্য বিস্তার করে চরম নির্য্যাতনে হিন্দুকে নিশ্চিহ্ন করতে চেষ্টা করেছে; কিন্তু সে সব চেষ্টা ফলবতী হয়েছে কি? হিন্দুধর্ম্ম ঠিক পিসার লিনিং টাওয়ারের মত গগণস্পর্শী হয়ে আছে!

বিদেশের দিকে তাকালে ওই একই সত্য অনুভূত হবে। লুথার'-এর পূর্ব্বে অন্ততঃ বিশবার রিফরমেশন মাথা তুলেছিল, কিন্তু প্রত্যেকবারই তার মাথায় লাঠি পড়েছিল। উইক্লিফ'এর অনুচরবর্গ লোলার্ডদের কত যন্ত্রণাই না ভোগ করতে হয়েছিল! বোহেমিয়ার ধর্ম্মসংস্কারক জ্‌নহুস্‌'এর শিষ্যবর্গ হুসাইট্‌দেরও অবস্থা তথৈবচ বা তারও খারাপ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। দক্ষিণফ্রান্সের এ্যান্টিসেসারডোট্যাল এ্যাল্‌বিজেনসেজ্‌ সম্প্রদায়কে কি ভয়ানক অত্যাচার না সহ্য করতে হয়েছিল! স্পেন, ইটালী, ফ্ল্যণ্ডারস্‌ ও অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্য থেকে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট-ধর্ম্ম বিতাড়িত হয়েছিল—রাণী মেরী বেঁচে থাকলে অথবা রাণী এলিজাবেথ মরে গেলে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট সম্প্রদায় ইংল্যাণ্ড থেকে একেবারে মুছে যেতো! রোম সাম্রাজ্য সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা বলা যায়। মারকস্‌ অরেলিয়স'এর মত গুণবান সম্রাটও খৃষ্টানদের ওপর অত্যাচার করবার অনুমতি দিয়েছিলেন। কনষ্ট্যান্‌টাইন সিংহাসনে না বসলে রোম সাম্রাজ্য থেকে খৃষ্টধর্ম্মের অস্তিত্ব একেবারে লোপ পেতো!

এইভাবে পৃথিবীর ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন ক'রলে দেখা যাবে তা'র প্রত্যেক পৃষ্ঠা রক্তাক্ত! যুদ্ধ, লড়াই, হাতাহাতি, মারামারি, কাটাকাটি, ছোরাছুরি, পিস্তল, বন্দুক, ষ্টেনগ্‌ন্‌, মেসিনগন, রকেট, জেটপ্লেন, নার্ভগ্যাস, এ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা এবং আরও কতকী আধুনিক মারণাস্ত্রের সম্ভার শুধু হত্যার জন্যে! এ্যাতো করেও তো শত্রু নিপাত হোলো না! এখন মানুষ কত সভ্য হয়েছে, কিন্তু, হায়, বুদ্ধি তা'র গজালোনা! তাই বলি, ওহে মানুষ, একবার ভালবাস্‌তে শেখো—ভালবাসা সব জয় করে; কাজেই ভালবাসা দিয়ে ভালবাসা আদায় ক'রে নাও—শত্রুকে ক্ষমা ক'রে দাও। তার পাওনা-গণ্ডা সুদে আসলে মিটিয়ে দিলে দেখবে সে তোমার দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আর তার চোখ দিয়ে দর দর ধারায় গণ্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

পোড়খেগো মানুষ বলবে, তবে এদুনিয়ায় এমন সব অসভ্য-বর্ব্বর আছে যারা ক্ষমার অযোগ্য; তারা কৃতজ্ঞতার ধার ধারে না

—ভালবাসার বদলে হিংসা-বিষ উদ্গারণ ক'রে কৃতঘ্নতা বা নৃশংসতার পরিচয় দেয়।—আমরা এর বহু প্রমাণ দেখাতে পারি—অনেকের মনও এতে সায় দেবে। যাঁরা হিসীবী তাঁদের কাছে দয়া-মায়া-মমতা-কাতরতা প্রভৃতির কোন দাম নেই, আর সেইজন্যেই তাঁরা হিসেব করে কথা বলেন—হিসেব করে পথ চলেন—হিসেব করে ভালবাসেন—হিসেব করে উপকার করেন—হিসেব করে লেখাপড়া শেখেন—হিসেব করে কড়াক্রান্তির কদর্য্য গণনায় চুলচিরে ভাগ করেন—হিসেব করে হাসেন—হিসেব করে কাশেন—হিসেব করে কাঁদেন। এইরকম হিসীবী লোকগুলো ভীরুকাপুরুষ—তাদের না আছে বুদ্ধি—না আছে বিদ্যা—না আছে শক্তি—তারা পরের শক্তি ভিক্ষা নিয়ে লোকের সর্ব্বনাশ করে। জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজের বীর্য্য-গৌরবে গৌরবান্বিত না হয়ে স্বীয় কন্যার সর্ব্বনাশ ক'রে ভারতের ইতিহাসে কালিমা লেপন কোরলো! পশুপতি 'যার শীল তার নোড়া তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া'র জ্বলন্ত প্রমাণ দিয়ে নিজেও পুড়লো—রাজ্যকেও পোড়ালো! ভবানন্দ স্বার্থান্ধ হ'য়ে গুপ্তকথা ব্যক্ত করে প্রতাপাদিত্যের সর্ব্বনাশ সাধন করলো! জিহণ খাঁ ধার্ম্মিক-জীবনদাতা প্রজা-হিতৈষী দারাসেকোকে ঔরঙ্গজেবের কথায় নিজের হাতে হত্যা করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ কোরলোনা! মীরজাফর সিরাজকে মিথ্যা আশা দিয়ে মিথ্যা শপথ গ্রহণ ক'রে হিন্দু মোহনলালের আত্মবিসর্জ্জন দেখেও বাঙলার নবাবকে শেষ কোরলো—নিজেও শেষ হোলো! সর্ব্বজন-বিদিত শিষ্য জুডাস ইস্ক্যারিয়ট সামান্য তিরিশটে টাকার লোভে বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব যীশু খৃষ্টকে ধরিয়ে দিল—ক্রুশে বিদ্ধ করালো, কিন্তু নিজেও বাঁচতে পারলো না—অনুতাপের জ্বালায় গাছে উঠে নিজের গলায় নিজের হাতে ফাঁসীর দড়ি টেনে দিল! ষ্ট্যালিন ট্রট্স্কিকে সহ্য করতে না পেরে তাঁর গৃহে রামন মারকেডারকে বন্ধুর মত পাঠিয়ে আকস্মিক আক্রমণে হত্যা করালো—হেনরীর মুখের একটী ভুল কথায় ট্রেসি প্রভৃতি শয়তানের দল মহাপ্রাণ বেকেটের দেহ খণ্ড খণ্ড করে কেটে পা দিয়ে চট্কালো!

মানুষের মধ্যে অবিবেচকতা আছে—অবিমৃষ্যকারিতা আছে—অধর্ম্মপরায়ণতা আছে, কিন্তু ভগবানের কাছে সে সব কিছুই নেই—যার যা' দেনা পাওনা তা' তিনি নিকৃতির ওজনে মিটিয়ে দিয়ে থাকেন। তুমি যে কাজ ক'রবে তারই ফল পাবে—পাট বুনলে পাট পাবে, কিন্তু যদি মাকালগাছ পোঁতো মাকালফল পাবে—বিষবৃক্ষ পুঁতবে বিষফল পাবে—কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে মানুষ জানে যে পাপ আর পারা কেউ হজম করতে পারে না, তবু সে পাপ করে—তবু সে পারা খায়! তবে পাপের ফল শীগ্‌গির ফলে না—ফল্‌তে বড় বিলম্ব হয়, আর তাতেই মানুষ নির্ভীকচিত্তে পাপের ওপরে পাপ ক'রে যায়। রাখালরায় ত'ার জীবনটাকে এইভাবে চালাচ্ছে।

সে দিন শনিবার; রাখালরায় বৈঠকখানায় বসে নতুন অনুচর-বর্গপরিবেষ্টিত হয়ে কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময় দারোয়ান তেজসিং এসে খবর দিল, বাবুজী, দাদাবাবু আগিয়া।

দাদাবাবুর আগমন-বার্ত্তা শুনে রাখালরায় তখনি সঙ্গীদের চলে যেতে বললে; তারপর ভেতর বাড়ীতে গিয়ে দেখলো দুর্গাদাস, সাধনা, সবিতা ও রামচরণ বসে আছে—মহামায়া রান্নাঘরে কর্ম্মে ব্যস্ত আছে। রাখালরায় বুঝতে পারলো মা'র সঙ্গে সলা পরামর্শ করেই বাড়ীতে ছেলে এসেছে। দুর্গাদাস প্রভৃতি প্রণাম কোরলো রাখালরায়কে; রাখালরায় একটু টিপ্পনী কেটে বল্লে, কিহে, রামচরণ, আজ দেখ্‌ছি তোমার দল ভারী ক'রে এসেছ!

রামচরণ—তাতো এসে'ছ; কিন্তু ফলটা কি হবে? আমাদের বিবেক ক্লান্ত—বুদ্ধি শ্রান্ত—জ্ঞান ভ্রান্ত—চেষ্টা ব্যর্থ! তোমার একগুঁয়েমি গেল না। আমরা তোমাকে বাঁচাতে চাইছি, রায়।

রাখাল—থাক্‌, অতো দয়া নাই বা করলে!

দুর্গাদাস—আচ্ছা, বাবা, দয়া আমরা কোরবো না; কিন্তু আপনি আসুরিক প্রবৃত্তি ছাড়ুন—এই আমরা চাই।

রাখাল—তোমরা যা' চাও আমি তা' চাই না—কোনদিন চাবোও না।

দুর্গাদাস—কিন্তু তা' চাইতেই হবে একদিন আপনাকে।

রাখাল—দেখা যাবে! কিন্তু আমার দলিলপত্রগুলো কে নিয়েছে?

দুর্গা—দলিল পত্র তো কত! সব জাল! ছিঃ! জোচ্চোর—জালিয়াত আমার পিতা!—এভেবে নিজের কাছে আমি নিজেই ছোট হয়ে আছি! পিতা ও পুত্রের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হওয়ায় মহামায়া ছুটে এসে বল্লেন, হাঁ, দুর্গা, ওগুলো, বাবা, তুই দিয়ে দে; যদি না দিতে পারিস তা'হ'লে আমাকে কলকাতায় নিয়ে চল; নইলে আমায় কোনদিন অপঘাতে মরতে হ'বে।

দুর্গাদাস বল্লে, তাই চল, মা।

মহামায়া—সাধনা, আমার কাপড়-চোপড় দু'চারখানা সুটকেসে পুরে নে—আর বেশী কিছু চাই নে। ও নিত্যি নতুন মাগী সঙ্গে করে আনবে আর বলবে, খাবার তৈরী কর—এ অত্যাচার আর সহ্য করতে পারছি নে! এই ব'লে কাঁদতে লাগলেন।

রাখাল রায় কট্‌মট্‌ ক'রে স্ত্রীর দিকে চেয়ে বল্লে, রামচরণ, তোমরা সবাই এসো; আমি ঘরে একাই থাক্‌বো।

দুর্গাদাস বল্লে—বেশ, তাই থাকুন, তবে বেশী দিন নয়!—এই আমার শেষ কথা! আর শেষে আপনাকে পস্তাতেই হবে!

তারপর সকলে রামচরণ চক্রবর্ত্তীকে প্রণাম ক'রে গাড়ীতে উঠ্‌লো কলকাতায় যাবার জন্যে; রাখাল রায় কারও প্রণাম নিল না।

পঁয়ত্রিশ

দিলীপ প্রতিমাকে সপ্তাহে তিন দিন পড়াতে যায়—সোম, বুধ, আর শুক্কুর; নিরুপায় হয়ে—পেটের দায়ে—মাকে চাকরী করতে একেবারেই দেবে না ব'লে প্রতিমাকে পড়াতে রাজী হয়েছে আর এই

টিউসনটি নেওয়ার পর থেকে সে তার মায়ের দুঃখ-কষ্টের কিছু লাঘব করতে পেরেছে। কিন্তু সে জানে না যে তা'র মায়ের মনের দুঃখ কত বেড়ে গ্যাছে ; কারণ সত্যিকার মা নিজের ছেলের পড়ার চেয়ে তার পড়ানোয় সময় নষ্ট করাটা কি খুব ভাল ব'লে মনে করতে পারে ? বিশেষতঃ যে ছেলে অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন তা'র সময়ের যে কতটা দাম তা' শিবানী খুব ভাল করেই বোঝে ; কিন্তু সে ছেলের আত্ম-সম্মানবোধ দেখে মুগ্ধ হয়—ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ দিয়ে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানায়।

আজ শুক্রবার ; প্রতিমা সকালেই রামধনকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছে মাস্টারমশাই যেন আজ বিকেলে পড়াতে আসেন,—সাড়ে চারটেয় মটরখানা আসবে। রামধন যাওয়ার পরেই দুর্গাদাস কন্যা সাধনাকে নিয়ে শিবানীদের বাড়ীর সামনে মটরে করে এসে হাজির হোলো। পরমুহূর্ত্তে সাধনা এসে শিবানীকে প্রণাম করে বল্লে, মাসিমা, কাল শনিবারে মেসোমশাই আন্দামান থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছুবেন—তিনি নির্দ্দোষ ব'লে মুক্তি পেয়েছেন। কাল আমি এসে আপনাদের নিয়ে যাবো।

সাধনার কথা শুনে দিলীপ, প্রতিভা ও শিবানীর চোখে আনন্দাশ্রু বয়ে গেল। শিবানী গলায় আঁচল দিয়ে স্বামীর ফটোর দিকে তাকিয়ে প্রণাম করেই লক্ষ্মীনারায়ণের বিগ্রহে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে বল্লে, একি সত্যি, ঠাকুর ?

সাধনা তারপর দিলীপকে বল্লে, দিলীপদা, তুমি খুব সাবধানে চলাফেরা করবে—এটা আমার অনুরোধ।

দিলীপ—তোমার সাবধান বাণী শুনে শুনে আমার কানে তালা ধরে গ্যালো। আমার জীবনের কোনও দাম নেই জেনে রেখো।

সাধনা—তোমার কাছে দাম না থাকতে পারে ; কিন্তু আমার কাছে বিরাট বিশ্বের চেয়েও দামী।

দিলীপ—তোমায় কথায় হারাতে পারবো না। আচ্ছ', সাধনা, সত্যিকিবাবাকে দেখতে পাবো ?

সাধনা—নিশ্চই পাবে, দিলীপদা ; কাল তিনি আসবেন। আমার বাবার কথা মিথ্যা নয়।

শিবানীর চোখে ঝরণা ব'য়ে যাচ্ছিল ;—আঁচলে চোখ মুছে বল্লে, হাঁ, তাঁকে দেখতে পাবিরে! তাঁর মুক্তির মূলে 'সাধনা'; সাধনা মিথ্যা বলে না। মাসিমা, এখন আসি—বাবা বাইরে অপেক্ষা করছেন ; এই ব'লে সাধনা লজ্জাবনতমুখে প্রণাম করে প্রস্থান করলো।

দিলীপ—মা, তুমি সাধনাকে খুব ভালবাস—না ?

শিবানী—সাধনা আমার ঘরের লক্ষ্মী—তা'কে ভালবাসবো না? সে আমার দুঃখে তৃপ্তি—ব্যথায় শান্তি—বেদনায় সান্ত্বন—তাকে ভালবাসবো না? সাধনা আমার জীবনে আশা হয়ে মুখে ভাষা ফুটিয়ে এসেছে বরাবর! তুই তো তা'কে কাঁদিয়ে ছাড়িস্! 'পুড়বে নারী—উড়বে ছাই, তবে নারীর গুণ গাই'—এই তো তোর স্লোগ্যান! দিলীপ—তুমি ঐ কথাটাকে স্লোগ্যান অর্থাৎ জিগির বল্লে, মা? স্লোগ্যান হচ্ছে স্কটল্যাণ্ডের প্রাচীন হাইল্যাণ্ডারদের ওয়ারক্রাই—সেই থেকে সব ধর্ম্মঘটের চীৎকারগুলো স্লোগ্যান হয়ে চলে আসছে। ওটা আমার যুদ্ধের চীৎকার নয়—শান্তির আস্বাদ!

শিবানী—আমি তোর মত অতো মানে জানিনে, খোকা; ওঁর লেখা নোট মুখস্থ ক'রে বি-এ পাস করিছি!

দিলীপ—আমি ও কথাটা কেন বলি তা' জানো, মা? দেশের অবস্থা ভেবে। নারীর সম্মান যদি পুরুষরা না রাখে আর নারীও যদি আত্মসম্মান রেখে না চলে তাহ'লে অবস্থা কি দাঁড়ায়? বার্কের কথাই সত্যি—"পাবলিক ক্যালামিটি ইজ এ মাইটী লেভ্‌লার!"—যা'র প্রমাণ ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট! কুনজর দিচ্ছে আজ কাপুরুষরা মেয়েদের ওপর—আবার মেয়েরাও আত্ম-মর্য্যাদা হারিয়ে ফেল্‌ছে। গান্ধীজি ঠিকই বলেছেন, 'দি মডার্ণ গার্ল ইজ এ জুলিয়েট টু হাফ্ এ ডজন রোমীওজ'! ডক্টর রাধাকৃষ্ণনও তাঁর 'কল্কী'তে লিখেছেন, 'মডার্ণ স্কুলগার্লস আর মোর এলাইভ টু দি ডেভেলপ্‌মেণ্ট অব্ দি সেক্সলাইফ্ ছ্যান দোজ অব্ দি প্রীভিয়স্ জেনারেশন্‌স্'! কিন্তু তবুও

মেয়েদের জ্ঞান হচ্ছেনা! ইউরোপেও অনেক কিছু ঘটেছে—ইন্‌কুইজিসন, অটোডাফে, বারথোলোমিউ ডে, ওয়ার্স অব্ দি রোজেস্ এবং আরও কত!—নরশোণিতস্রোতও বয়েছে, কিন্তু কখনও নারীর মর্য্যাদা নষ্ট হয় নি। বিচিত্র এদেশ! শুধু মুখে আওড়াই 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ!' আসলে কিন্তু মানুষের অধিকাংশই অমানুষ—ক্ষণিকের সুখ নিয়ে ব্যস্ত—কুকুর বেরালের মত!

শিবানী—ও! এখন বুঝলাম তোর মনের কথা। সে যাক্, তুই সাধনার মনে আর কষ্ট দিস্‌নে, বাবা: তা'র অনুরোধটা রাখিস্। —প্রতিমা বিকেলে গাড়ী পাঠাবে—পড়িয়ে তাড়াতাড়ি ফিরবি; সাধনাদের বাড়ী একবার যেতে হবে।

ছত্রিশ

সকাল থেকে প্রতিভা দিলীপকে বার বার জিগ্যেস করতে লাগলো, খোকা, মাকে ভালবাস্‌লে আমার জবাবটা কি ধরণের হোতো?

দিলীপ—বড় বিরক্ত কোরছো, দিদি; ও পুরোণো কথা—আমি 'উইদ্‌ড্র' করে নিচ্ছি—ক্ষমা করো।

প্রতিভা—ক্ষমা কেন? আমি কথাটা বুঝ্‌তে চাইছি!

দিলীপ—বুঝে কাজ নেই, কারণ বুঝ্‌লে আরও বেশী দুঃখ পাবে।

প্রতিভা—তা পাই পাবো—তুই বল্।

দিলীপ—বেশ, তবে শোনো। ছ্যাখো, দিদি, সতীনারী স্বামীর জন্যে সবকিছু সহ্য করে—প্রণয়িণী তার প্রণয়ীর জন্যে দুঃখকে দুঃখ বলেই মনে করে না—ভ্রষ্টা রমণী তার উপপতির সঙ্গে মিলনের আশায় অভিসারে যায় সামনের যে কোন বাধা বা আপত্তি পা দিয়ে ঠেলে ফেলে নিজের জীবনকে তুচ্ছ ক'রে; আর যেখানে স্নেহ মায়া, প্রীতি, মমতা, ভালবাসা বলে কিছু নেই সেইখানেই এ্যাড়ো-এ্যাড়ো-ছ্যাড়ো-ছ্যাড়ো ভাব—তাই নাকি?

প্রতিভা—আমার বিষয়ে তুই এমন কথা ভাব্‌তে পারলি ?

দিলীপ—তুমি যে ভাব্‌তে দিলে উল্টোরথে বসে! আরও শোনো—যেখানে সেক্‌শুয়্যাল এ্যাফিনিটি অর্থাৎ যৌনাকর্ষণ থাকে সেখানে দিনরাতের বালাই থাকে না—কাজ অবকাশের বিচার থাকে না—কারণাকারণের প্রভেদ থাকে না—ঘরের রোগীকে অবহেলা ক'রে নার্সের ওপর ভার দিয়ে অথবা হাসপাতালে পাঠিয়ে আত্মসুখ কামনা করে—যৌনাকর্ষণ চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে যে কোন উপায়ে আত্মতৃপ্তি চায়; আবার যদি সম্পত্তি বা রাজ্যপ্রাপ্তির সম্ভবনা থাকে তাহলে রীগ্যান বা গণেরিল হয়ে যায়—কর্ডেলিয়া আর থাকে না। অবশ্য এ মেয়ে খেঁদী-বুঁচী-ভুঁদীর মত! পুরুষের বেলাও একথা খাটে! আসল কথা—সাধারণ মানুষের মন এই রকম তা' সে নারীই হোক্ আর পুরুষই হোক্!

দিলীপের কথা শুনে শিবানী বল্লে, খোকা, ওসব কথা বলে প্রতিভার মনে আর কষ্ট দিস্‌নে, বাবা! ছাখ্, ও কাঁদছে!

দিলীপ—এই জন্যেই, দিদি, কথাটা বোঝাতে চাইনি। এখন দয়া করে কেঁদো না। হোয়েন এ জেষ্ট্ ইউ ক্যানট টেক্ দেন এ জেষ্ট ইউ শুড্ নট্ মেক্।

ঠিক এই মুহূর্তে দিলীপদের বাসার সাম্‌নে একখানা মটরগাড়ী থামার শব্দ হোলো। দিলীপ তখনই দরজা খুলে দেখলো তার কলেজের প্রোফেসর বিপুল বিহারী ব্যানার্জী স্বয়ং এসেছেন এক বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে পুলিশ-প্রহরীবেষ্টিত হ'য়ে! দিলীপ বল্লে, একি, স্যার! আপনি এখানে!

বিপুল—চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট থেকে আসছি পারমিশন নিয়ে মাকে সঙ্গে করে। পাঁচ বছর জেল হয়েছে আমার; তাই জেলে যাবার আগে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে এলাম।

দিলীপ বিপুলের মাকে প্রণাম কোরলো; তারপর বিপুলকে প্রণাম ক'রে বল্লে, কি ব্যাপার! বলুন, স্যার; কিন্তু আপনি নিজে না এসে আমাকে ডাকালেন না কেন?

বিপুল—তা'তে অনেক দেরী হোতো—কোর্টও শুন্‌তো না। সে যাক্‌, তোমার কাছে আমি বহু অপরাধে অপরাধী; তাই ক্ষমা চাইতে এসেছি অনুতাপের জ্বালায়।

দিলীপ—কোন অপরাধ নেই আপনার! তা' ছাড়া 'গতস্য শোচনা নাস্তি'।

বিপুল—তোমায় খুলেই বলি, বাবা। আমি কলেজে তোমাকে রোজ অপমান করে এসেছি সকলের সাম্‌নে, কিন্তু মনে মনে তোমায় ভয় করি—শ্রদ্ধাকরি—ভালবাসি।

আমার বিদ্যেবুদ্ধি তোমার কাছে পরাজিত হলেও আমি পরাজয় স্বীকার করতাম না—তুমি ভুল ধরতে ঠিক! কিন্তু আমার কোন কথাই গায়ে মাখ্‌তে না—হেসে উড়িয়ে দিতে। তোমার ধৈর্য্য দেখে আমি অবাক্‌ হ'য়ে যেতাম! অনার্স ক্লাশে যেদিন শেলীর 'এ্যাডোনিস্‌' পড়াতে আমার বিদ্যে ধরা পোড়লো সেদিন বুঝলাম তুমিই আমার প্রোফেসর হবার যোগ্য; কিন্তু বুঝেও আমি কতকগুলো মিথ্যে ভাঁওতা দিয়ে রাখাল রায়ের কথা তুলে যাই তোমার পিতার নিন্দা করলাম অমনি তোমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে গ্যালো আর তুমি আমার মুখোস খুলে দিলে ক্লাশের মধ্যেই; সে দিন দেখলাম তোমার পিতৃভক্তি! আর দেখলাম সুরেন ব্যানার্জীর দেশাত্মবোধ—সুভাষ বোসের তেজস্বিতা—গোপা'ল কৃষ্ণের সত্যপ্রতিষ্ঠা—এড্‌মণ্ডবার্কের ওজস্বিতা—বিবেকানন্দের নির্ভীকতা—জেগে উঠেছে মাথাউঁচু করে তোমার মধ্যে! সেদিন আমার ভয় হোলো—আমি চম্‌কে উঠলাম তোমার ভাবগতিক দেখে! তুমি ঠিকই বলেছিলে আমি প্রফ্লিগেট্‌—আমি লম্পট—পরপূর্ব্বাকে বিয়ে ক'রে ভুল করেছি—শুধু ভুল নয়—মহাপাপ করেছি—বংশে কালি দিইছি—নিজের অমঙ্গল ডেকে এনেছি—দেশের নামে কলঙ্ক লেপন করেছি। তুমি ঠিকই বলেছিলে, দিলীপ! তাই আমি আজ আমার দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ করতে চলেছি!

দিলীপ—সার, আপনি বড় আঘাত পেয়েছেন! আবার কি দুষ্কর্ম্ম?

বিপুল—বিদুষা বন্ধুপত্নাকে বিয়ে করেছিলাম তা' তুমি জানো। —দেখলাম সে পরপূর্ব্বা—ষ্ট্রাম্পেট—আমারই ভাই নকুল তার প্যারামুর!—এর প্রমাণ পেইছি হাতেনাতে! তাই তা'র সুশ্রী মুখখানা বিশ্রী করে দিইছি নাইট্রিক এ্যাসিড দিয়ে এ জন্মের মত যা'তে সে আর কখনও—কোনও দিন—কোন ভাবে—কোনখানে কোন লোককে ঠকাতে না পারে! ভাইও ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছে! ভাইয়ের বিয়ে দিইনি—ভুল করিছি! —নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরিছি! বাবা বেঁচে থাক্‌লে এটা হেতোনা!

দিলীপ—কি হেতো আরকি হোতোনা—একথা ছেড়ে দিন। তবে ভাইয়ের বিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু টাকার মোহে মুগ্ধ হ'য়ে আপনি তা' অবহেলা করেছিলেন।

বিপুল—দিলীপ, তুমি যা বল্‌লে তা' ঠিক—প্রতিমাকে বল্‌বে সে যেন আমায় ক্ষমা করে। মা রইলেন; কোন বিষয়ে কিছু প্রয়োজন হ'লে মা'র মত নিয়ে যা করণীয় তাই করবে। তোমার বাবা কাল আন্দামান থেকে ফিরে আসবে। কালীশঙ্কর নিরপরাধ— মহৎ; তার তুলনায় আমি পিগ্‌মী। আচ্ছা চলি —ফিরি তো আবার দেখা হবে।

নিশ্চয়ই দেখা হবে, সার, ব'লে দিলীপ সজলনয়নে বিপুলের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কোরলো আর বিপুলও তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ কোরলো। তারপর বিপুল মাকে প্রণাম ক'রে বল্লে, কেঁদোনা মা; পাপের ফল পেতেই হবে! দিলীপকে যা' যা' বললাম শুনলে তো? যা' দরকার হবে ওকে জানাবে—ওই সব ব্যবস্থা করবে,—দিলীপ সত্যিকার আদর্শ ছাত্র; কটা দিন পরেই আমি তো ফিরে আসছি! এইবার আসি! এই সব বলে পুলিশের গাড়ীতে গিয়ে উঠলো। শিবানী এসে বিপুলের বৃদ্ধা জননীকে প্রণাম ক'রে বল্লে, খোকা, তুই এঁকে বাড়ীতে দিয়ে আয়। ফেরবার পথে প্রতিমাকে সবকিছু জানিয়ে—পড়ে তো পড়িয়ে—তাড়াতাড়ি চলে আসবি। সন্ধ্যার আগে সাধনাদের বাড়ী যেতে হবে।

দিলীপ—সেই ভাল, মা ; তাহলে রামধনের আসবার দরকার হবে না। পোষ্টাফিস থেকে টেলিফোন ক'রে আগে জানিয়ে দেবো, এই বলে দিলীপ মটরে উঠলো মার কাছ থেকে শেক্সপীয়ারের 'টেম্পেষ্ট' বইখানা চেয়ে নিয়ে। তারপর বিপুলদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে প্রতিমাকে দিলীপ পথে টেলিফোনে জানিয়ে দিল আড়াইটের মধ্যে পড়াতে আসবে ট্রামে করে। সুতরাং প্রতিমা যথাসময়ে পড়ার ঘরে গিয়ে বই নিয়ে বসে রইল।

সাঁইত্রিশ

দিলীপ এসেই জিগ্যেস কোরলো প্রতিমাকে, অসময়ে এসে কি অসুবিধায় ফেললাম আপনাকে ?

প্রতিমা—মোটেই না ; বরং সুবিধে হোলো। কিছুক্ষণ আগে কাকা লালবাজার থেকে ফোনে বল্লেন, কাল মেসো মশাই আসবেন আন্দামান থেকে। আমি একবার সন্ধ্যেবেলা সাধনাদের বাড়ী যাবো ; তাই ভাবছিলাম আপনাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো। একি ? দাঁড়িয়ে কেন ? বসুন। দিলাপ চেয়ারে উপবেশন করে বল্লে, আপনার কাকা তো ডিটেক্‌টিভ—মিঃ চ্যাটার্জী ; তিনি আর কোন খবর দেন নি ?

প্রতিমা—দিয়েছেন। সে একটা বিপর্য্যয়। দিলীপ—কি রকম ?

প্রতিমা—আপনি তা' জানেন। কাকা বল্লেন, বিপুলবাবু নিজে তাঁর মাকে সঙ্গে করে আপনার কাছে গেছলেন ক্ষমা চাইতে।

দিলীপ—বাবাঃ! বাঁচলাম! দুর্ম্মুখের কাজটা আর আমাকে করতে হোলো না!

প্রতিমা—এখন বুঝলেন তো আমার দুর্ভাগ্যটা ? জীবনটা ঘৃণায় ভয়ে গ্যালো!

দিলীপ—'দুর্ভাগ্য' ভাবছেন কেন ? 'ভগবতা বিধাত্রা যদেব

বিধীয়তে তদেব মঙ্গলায়'। বিপুলবাবু এখন ভীষণ অনুতপ্ত!—এতে উভয়েরই মঙ্গল!

ফ্যালো যদি মোরে ভীষণ-হাপরে—জ্বলে পুড়েমরি অগ্নিদাহনে!
—সে যে হবে মোর পরম শুদ্ধি। খাঁটী সুবর্ণ হবো সে কারণে!

—এ বাবার লেখা। যাক্‌গে, এসব ছেড়ে দিন; বই খুলুন—পড়াই।

প্রতিমা সজল:নয়নে বল্লে, আজ পড়ানো বন্ধ থাক্—আজ অনেক কাজ! আপনার ক্ষিদে পেয়েছে দেখছি—চা জল খাবার নিয়ে আসি।

দিলীপ—আপনি কি কর্সিক্যন্ সিস্টার যা'তে আমার ক্ষিদে বুঝলেন? আমি চা খাই না।

প্রতিমা—ভুলে ব'লে ফেলেছি; তবে জলখাবার খেতে হবে—আমি আগেই তা গুছিয়ে রেখে এসেছি, এই ব'লে প্রতিমা দ্রুতবেগে ভেতরে গিয়ে একথালা খাবার ও এক গেলাস জল এনে দিলীপের সাম্নে টেবিলের ওপর রাখলো।

দিলীপ—দেখুন, আপনি আমাকে নানান্‌রকমে ঋণী ক'রে রাখছেন—আপনার ঋণ শোধ দেবার কোনও উপায় নেই!

প্রতিমা—আছে; সাধনাকে বিয়ে করলেই আপনার সব ঋণ শোধ হ'য়ে যাবে।

দিলীপ—এ্যাতো আত্মত্যাগ! বিয়ের আগে ওয়েষ্টারমার্কের 'হিষ্ট্রী অব্ হিউম্যান ম্যারেজ' বইখানা পড়া দরকার। সাধনাকে বিয়ে মানে এক কাঁড়ী শাড়ী, সায়া, সেমিজ, ব্লাউজ, হেজলিন, পাউডার, ব্রেসলেট্, নেকলেস্ এবং আরও কত! বিয়ের কথায় আমার ফ্রয়েড্‌কে মনে পড়ে—ঠিক যেন কড়াইশুঁটীর কচুড়ী বা রুইমাছের কালিয়া খাওয়া। বার্ট্যাণ্ডরাসেলের মতে বিয়েটা একটা সুখের সর্ত্ত—বার্ণার্ডশ'র মতে একটা লিগ্যালাইজ্‌ড্ প্রস্‌টিটিউশন! আর তা'ছাড়া সাধনা বড়লোকের মেয়ে। 'বড়োর পীরিতি বালির বাঁধ, কখনও হাতে দড়ি, কখনও চাঁদ'!

প্রতিমা—বাবা! আপনি এ্যাতো ছড়াও জানেন! আচ্ছা, একথা ছাড়ুন—মাসিমা ও মেসোমশাই যা' বলবেন তাই করবেন।

খেয়ে নিন জলখাবারটা—গাড়াতে গিয়ে তৈরী হ'তে বলুন মাসিমাকে ; তারপর আমি যাচ্ছি।

দিলীপ হাত ধুয়ে বল্লে, মা'র ভাবোন নেই—শুধু শাঁখাশাড়া ; কাজেই' তৈরী' নিষ্প্রয়োজন ; আর আমি ট্রামেই যাবো।

প্রতিমা—না, গাড়ীতে যেতে হবে।

দিলীপ—বাবাঃ ! এ যে কড়া হুকুম ! বেশ ! তামিল কোরবো !

প্রতিমা—হুকুম নয় ; শুভেচ্ছা।

দিলীপ—আপনি' আকাশের মত উদার—বাতাসের মত মধুর—ভাগীরথীর মত পবিত্র—মায়ের মত কল্যাণময়ী—আপনি শাপভ্রষ্টা দেবকন্যা—আপনাকে প্রণাম—কোটী কো'টী প্রণাম ! "বাট্ উই আর সাচ্ ষ্টাফ্ এ্যাজ্ ড্রীম্স্ আর মেড্ অন্ এ্যাণ্ড আওয়ার লাইফ ইজ্ রাউণ্ডেড্ উইথ্ এ স্লীপ্"—এই কথাগুলো বল্‌তে বল্‌তে ঘর থেকে প্রস্থান করে গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লো।

তখন বেলা প্রায় চারটে—চারিদিকে খুব রোদ্দুর। গাড়ীখানা মাঝের হাট ব্রিজ দিয়ে চালাতে লাগ্‌লো ড্রাইভার।

মাঝের হাট ব্রিজের নীচে নামবার সময় গাড়ীর গতি কমিয়ে দিতে গিয়ে ধাক্কা লেগে গেল একটী মেয়ের গায়ে— গাড়ীখানা নিমেষ মধ্যে থামিয়ে ফেল্‌লো ড্রাইভার। দিলীপ, রামধন ও ড্রাইভার—তিনজনই গাড়ী থেকে নেমে পোড়লো—দেখ্‌লো মেয়েটী ভদ্রঘরের—হাবভাব-চালচলন-শাড়ী পরার কায়দা খুব আধুনিক ধরণের। মেয়েটী মাটীতে শুয়ে পড়েছিল—ভয়ে হাতপা কাঁপছিল ; কিন্তু তার চোখ দুটোর কাতর দৃষ্টি দিলীপের মুখের ওপর প'ড়ে যেন গভীরতম বেদনা জানিয়ে দিচ্ছিল। দিলীপ তার হাত ধরে তুলে জিগ্যেস কোরলো, আপনার লেগেছে কি ?

সেই মুহূর্ত্তে পাশ থেকে একজন বলে উঠলো, না, না, একটুও লাগেনি।

দিলীপ, রামধন ও ড্রাইভার লোকটীর দিকে তাকাতেই সে 'হো' 'হো' ক'রে হেসে ফেল্‌লো—বল্লে, আমি—আমি বল্লাম, লাগেনি—আমি যে পাগল !

সকলেই চেয়ে দেখলো লোকটা সত্যিই পাগল—পরণে কালো কুচকুচে শতগ্রন্থিযুক্ত একখানা কাপড়—তাও শাড়ী; গায়ে তদনুরূপ একটা জামা—কাঁধে একখানা ছেঁড়া জঘন্য কাঁথা—পা দুটো ধুলোয় ভরা। কথা ক'টী বলেই সরে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর মেয়েটি একটু সুস্থ হয়ে দিলীপকে বল্‌লে, আপনি যদি দয়া করে আমার সঙ্গে যান! এই কাছেই আমাদের বাড়ী।

দিলীপ—বেশ, চলুন; আপনাকে দিয়ে আসি। তারপর মেয়েটির সঙ্গে যেতে যেতে রামধন ও ড্রাইভারকে দিলীপ বল্‌লে, কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর—আমি এখুনি আসবো এঁকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে।

আটত্রিশ

ইউরিপিডিস্ বলেছেন, ভগবান যাকে ধ্বংস করেন তাকে প্রথমে পাগল করে দেন।

পাপ ক'রে—কুকর্ম্ম ক'রে হয় তুমি মরবে অপঘাতে—নয় ধ্বংস হবে তিলে তিলে—পলে পলে—পক্ষাঘাতে—কুষ্ঠব্যাধিতে—উন্মাদরোগে—বাক্‌শক্তিহীনতায়—ভগবানের অভিশাপে! ভগবানের মার দুনিয়ার বার হয়ে থাকবে। খৃষ্ট পূর্ব্ব ৪৬ সালে ক্যাস্‌কা, ব্রুটস্, ক্যাসিয়স্, সিম্বার, লিগারিয়স্, ট্রিবোনিয়স্ প্রভৃতি যারা ষড়যন্ত্র করে জুলিয়াস সিজারকে হত্যা করেছিল তাদের কারও ভাগ্যে স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেনি—তাদের প্রত্যেকেই অপঘাতে মরেছিল। দুর্গাদাস পিতা রাখাল রায়কে অনেক রকমে বুঝিয়েছে, কিন্তু কোন ফল হয়নি। ভবি ভোলবার নয়—চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী! কালীশঙ্কর আন্দামান থেকে কাল ফিরবে। এখন তাই দেখে রাখাল রায় আবার কি একটা বীভৎস কাণ্ড বাধিয়ে ফেলবে কি না কে জানে! সব কিছুর ভালমন্দ ভেবে নিয়ে দুর্গাদাস রামচরণ চক্কোত্তীকে কলকাতায় আসবার জন্যে জরুরী তার পাঠালো!

যথাসময়ে রামচরণ এসে জিজ্ঞাসা করলো, কি ব্যাপার, দুর্গাদাস ? টেলিগ্রাম কেন ?

দুর্গাদাস—সব যেন ঘোলাটে হয়ে পড়ছে, কাকাবাবু ; তাই বুঝতে না পে'র আপনাকে স্মরণ করেছি। বাবার অবস্থা কেমন ?

রামচরণ—যথা পূর্ব্বং তথা পরং ; বরং কিছু খারাপ। দুর্গাদাস—বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগটা যেন প্রকাণ্ড হ'য়ে পড়েছে ! হাজার হোক্ পিতা স্বর্গঃ ! কী'যে করি ! অথচ সত্যকেও ঠেলে ফেলতে পারিনে ! রামচরণ হেসে ফেল্'লো ; তারপর বল্লে, ঠিক যেন সাপের ছুঁচো গেলা ! তাই না ? যাক্ গে, ভেবে লাভ নেই—যা' হবার তা' হবেই ; তবে জেনো তুমি দুকুল রাখতে পারবে না। বাবাকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচাতে পারো। কিন্তু ভগবানের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না—ছায়া পূর্ব্বগামিনী! হয় পাগল নয় একেবারে ইন্‌ভ্যালিড্ ওকে হ'তেই হবে ?

কেউ দেখে শেখে, কেউ বা ঠেকে শেখে—তা'তে আসে পরিবর্ত্তন মনে—জ্ঞানে—ভাবে—ভাষায়—ভাবনায়—কামনায়—কর্ম্মজীবনে ; কিন্তু যখন এর ব্যতিক্রম ঘটে তখন বুঝতে হবে প্রকৃতি তা'র প্রতিশোধ নেবার জন্যে ওত পেতে আছে। প্রাচীন রোম্যানরা যখন গ্ল্যাডিএটরদের পশুর অধম মনে করে বাঘ, সিংহ প্রভৃতি হিংস্রজন্তুদের সামনে ছেড়ে দিয়ে লড়াইয়ের মজা দেখ্‌তো—বাঘের মুখে মানুষের রক্তাক্ত মাথা দেখে অট্টহাসি হেসে নেচে করতালি দিত, তখন অনেক বাধা-আপত্তি-অনুরোধ-অনুনয়-প্রার্থনা-ক্রন্দনসত্ত্বেও সে সব বন্ধ হোলো না ; পাশবিকতা-আসুরিকতা অবাধে চল্‌তে লাগলো। প্রকৃতি তাই দেখে মানুষের ওপর প্রতিশোধ নিলেন—ধ্বংসলীলা সুরু ক'রে দিলেন বিসুবিয়সের অগ্ন্যুৎপাতে ! ফলে বিধ্বস্ত হোলো পম্পাই—যে যেখানে ছিল সেইখানেই হোলো তা'র সমাধি—পরিব্যাপ্ত হোলো চারিদিকে মৃত্যুর ভয়াবহ দৃশ্য—ধরণীর অতল তলে ডুবে গেল সুন্দরী নগরী !

রামচরণের কথা শেষ হ'তে না হতে সাধনা এসে বল্লে, বাবা, প্রতিমাদি' টেলিফোনে আপনাকে ডাক্‌ছে—আমায় কিছু বল্লে না।

দুর্গাদাস তখুনি উঠে গিয়ে টেলিফোন ধোরলো—বল্লে, কি বোল্‌ছো, প্রতিমা ?

প্রতিমা টেলিফোনে জবাব দিল—বল্লে, কাকাবাবু, মাষ্টার মশাই আজ বিকেলে পড়াতে এসেছিলেন—তাঁকে গাড়ীতে পাঠিয়েছিলাম ; মাঝের হাট ব্রিজের কাছে এ্যাক্সিডেন্ট ! ভয় হচ্চে—গাড়ী ফিরে এসেছে—পুলিশে খবর দিয়েছি ! মাষ্টারমশাইকে পাওয়া যাচ্ছে না ; আপনি প্রস্তুত হোন্—আমি যাচ্ছি ।

দুর্গাদাস—সর্ব্বনাশ ! কি উপায় ! ব'লেই ফোনটা রেখে দিল ।

সাধনা অবাক্ হ'য়ে শুধালো, কি হয়েছে, বাবা ?

দুর্গাদাস—যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয় । দিলীপকে পাওয়া যাচ্ছে না । মাঝের হাট ব্রিজের কাছে কি একটা এ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছে ।

সাধনা—ওঃ কি সর্ব্বনাশ ! একথা চিঠিটায় আছে—ভীষণ ষড়যন্ত্র! কি হবে, বাবা ?

দুর্গাদাস—ভালই হবে ! ঈশ্বর মঙ্গলময় ! প্রতিমা আস্‌ছে ; একসঙ্গে যেতে হবে ।

রামচরণ সব শুনে বল্লে, আর দেরী করা চলে না ; আমি আগে যাই—দেরী হ'লে বাঁচানো যাবে না ।

সেই মুহূর্ত্তে প্রতিমার গাড়ীখানা এসে দাঁড়ালো আর তখনই দুখানা গাড়ী যাত্রী নিয়ে তীরবেগে ছুট্‌লো—রামচরণের গাড়ী মাঝের হাট ব্রিজের দিকে আর প্রতিমার গাড়ী লালবাজারের দিকে ।

ঊনচল্লিশ

ভগবান যদি মানুষের সহায় হ'ন তাহ'লে শত শত্রুও তাকে ধ্বংস করতে পারে না । দিলীপ শঙ্কর ঈশ্বরভক্ত—সর্ব্বত্র সে ভগবানকে দেখতে পায় আর দেখতে পায় তার পিতামাতা সাক্ষাৎ

দেবতা! শেলীর 'এ্যাডোনিস' পড়াতে পড়াতে প্রতিমা একটা কথা বলেছিল—শেলী তো নাস্তিক ছিলেন—তা'র প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর লেখা প্রবন্ধ "অন দি নেসাসিটি অব্ এথিজ্ম্" থেকে। কিন্তু তাঁর 'এ্যাডোনিস' পড়ে মনে হয় তিনি ঈশ্বরের পরম ভক্ত।

একথার উত্তরে দিলীপ বলেছিল, জগতে নাস্তিক বলে কেউ নেই; আস্তিকতা প্রত্যেকের মাধ্যেই ডরম্যাণ্ট হ'য়ে আছে; কারণ পাওয়া যায় মানুষের দেহ ও আত্মা থেকে—যা' এ্যালফ্রেড র‍্যাসেল ওয়ালেস তাঁর 'ডারুইনইজ্ম্' বইতে প্রমাণ করেছেন।

মানুষের দেহের বিকাশ হয় ন্যাচার্ল্ সিলেক্সনের মাধ্যমে; কিন্তু নীতি-ধর্ম্ম-জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধি বিকশিত হয় অদৃশ্য আধ্যাত্মিক জগত থেকে। সুতরাং ঈশ্বর বিশ্বাস মানুষের মধ্যে থাকবেই। নাস্তিক কার্লমার্কসও একদিন ভগবানের নাম ধরে ডেকেছিলেন;—শেলী, ডেকার্টস্, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির ওই একই অবস্থা। — যারা যত বেশী নাস্তিক তারা তত বেশী আস্তিক হ'য়ে পড়ে।

যাইহোক্, দিলীপ মনে প্রাণে বোঝে ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করা মানে পিতার অস্তিত্ব অস্বীকার করা। এই বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করেই সে এতদিন কাটিয়ে এসেছে—পরম পুরুষের কৃপায় পিতার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হলে যে তাঁর মুক্তির শাঁক বেজে উঠবে একদিন তা'সে অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করে এসেছে—পরোপকার করা জীবনের ব্রত বলে ধরে নিয়েছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দুর্ঘটনার পরে রামধন ও ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে মেয়েটির কথায় আস্থা স্থাপন করে সরল মনে এস্কর্ট হয়ে চলেছে তাদের বাড়ীতে। দিলীপ দেখতে পেলো তার কিছু দূরে পেছনে পেছনে সেই পাগলটা আস্ছে—আর মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে বল্ছে 'লুক্ বিফোর ইউ লীপ্'। দিলীপ শঙ্করের মন শুধু বিলম্বের কথাই ভাবছে—অন্য কোন দিকে তার মন নাই। একটু পরেই একটা বড় বাড়ীর ফটকের মধ্যে প্রবেশ করতেই যমদূতবৎ দরোয়ান দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর একটা বিশাল দালান—ভগ্নাবস্থা! তার চারটে দরজা—মেয়েটি হঠাৎ চম্কে

দাঁড়িয়ে দিলীপকে চুপি চুপি বল্লে, নিরুপায় হয়ে আমি আপনাকে বিপদের মধ্যে টেনে এনেছি—শয়তানের হুকুম তামিল করেছি; তবে আমি আপনার মঙ্গল কামনা করি—নিজের প্রাণ দিয়েও আপনাকে বাঁচাবো—এই আমার প্রতিজ্ঞা; কাজেই আমার কথা শুনবেন। এই সব শুনে দিলীপ শঙ্কর স্তম্ভিত হ'য়ে গেল! আর মনে মনে ঈশ্বরের নাম জপ করতে লাগলো। তারপর দিলীপ বল্লে, সরল বিশ্বাসে আমি আপনার কথায় এসেছি; কিন্তু আপনার 'শয়তানের হুকুম তামিল' কথার অর্থ বুঝতে পারলাম না; সত্য কথাটা খুলেই বলুন না।

মেয়েটী বল্লে, এখন সবকথা খুলে বলার সময় নয়—সংক্ষেপে বলি। আপনাদের পাশের গাঁ—সূর্য্যপুরের রাখালরায়কে নিশ্চই চেনেন?

রাখালরায়ের নামে দিলীপ চম্‌কে উঠে বল্লে, এখানেও রাখালরায়!

মেয়েটী জবাবে বল্লে, হাঁ, এখানেও সেই রাখালরায়। অবাক্ হবার কিছুই নেই। সেই মহাপুরুষের পোষাকী রক্ষিতা ছিল আমার মা মিনতি সরকার—আমার নাম বিজলী। আমরা আপনাদের দয়ায় বেঁচে ছিলাম; আপনাদের সর্ব্বস্বান্ত করে দিল ওই রাখালরায়। অভাবের তাড়নায় মা ওরই কবলে পোড়লো—শেষে আমিও পড়লাম! মা আমার সর্ব্বনাশ দেখে ঘৃণায় আত্মহত্যা ক'রে বাঁচলো। ধরুন এই পিস্তলটা—এখুনি দরকার হতে পারে। আমার কাছেও একটা আছে। আপনাকে কৌশলে ধরে এনেছি ওরই হুকুমে, নইলে প্রাণে মারবে বলেছিল; কিন্তু বিশ্বাস নেই ওকে! আর কোন কথা নয়—আসুন আমার সঙ্গে—বাইরে যাবার পথ দেখিয়ে দিই, এই বলে পেছন ফিরে নির্দ্দিষ্ট দরজার দিকে তাকাতেই দেখ্‌লো সামনে স্বয়ং রাখাল রায় ছদ্মবেশে!

বিজলী কঠিন হ'য়ে দাঁড়ালো পিস্তলটী কাপড়ের মধ্যে হাতের মুঠোয় ধরে—পেছনে দিলীপকে পিস্তলটী নিয়ে রেডি থাকতে বল্লে।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রথমেই কথা বল্লে রাখালরায় বিদ্রূপের স্বরে—

কি, বিজলী সরকার, সব বলে ফেলেছ দেখছি! তা' পিস্তল কেন? আমার তো খালি হাত, দিলীপবাবু!

দিলীপ—দাঁতাল, মাতাল আর শিঙেলকে বিশ্বাস হয় না তাই!

বিজলী—সে যাক্, ছদ্মবেশ কেন?

ছদ্মবেশ খুলে দাঁড়ালো রাখালরায়—বল্লে, প্রয়োজন বোধে।

দিলীপ—আপনিই তা'হলে সূর্য্যপুরের সেই নটোরিয়াস রাখালরায়—চিনে ফেলেছি! তবে অনেককাল পরে দেখলাম!

রাখাল—আমি তোমায় এখনও প্রাণে বাঁচিয়ে রেখেছি!

দিলীপ—ব্রেভো! দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা! অসীম করুণা আপনার! তার চেয়ে আন্দামানে পাঠালে ভাল করতেন।

রাখাল—কি ভাল আর কি মন্দ—একথার মীমাংসা কেউ করতে পারে না।

দিলীপ—যার বুদ্ধি আছে সেই পারে। বিত্তয়া বুদ্ধিরুত্তমা। কিন্তু মুর্খ নাম্ বহুবোদোষাঃ।

রাখাল—আমি তা'হলে মুর্খ?

দিলীপ—তুমি তারও অধম; তুমি শয়তান!

রাখাল—কার্ণেগী, রথচাইল্ড, রকফেলার, সেলুইন্, হেন্‌রিফোর্ড, বাটা, টাটা, শিবাজী, আকবর—এঁরা সব মুর্খ ছিলেন।

দিলীপ—কিন্তু ওঁদের বুদ্ধি ছিল। আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কি দরকার?

রাখাল—শেষে, ছোক্‌রা, তুমি আমায় 'তুমি' 'তুমি' ব'লে সম্বোধন সুরু করলে?

দিলীপ—হ্যাঁ, তা' প্রয়োজন; কারণ "আপনি" বল্লে "আপনি" কথাটার অমর্য্যাদা করা হয়। গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু নচ লিঙ্গং নচ বয়ঃ। সম্মান দিতে হ'লে নিজের যোগ্যতা অর্জ্জন করতে হয়!

রাখাল—বাঃ! চমৎকার ব্যাখ্যা! তোমার এলেম আছে, সত্যি! দিলীপবাবু, তোমাকে একটা কথা জানাচ্ছি—যা' তুমি জান না। তোমার পিসির সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়েছিল আর তাতে মত

ছিল তোমার ঠাকুর্দ্দার; কিন্তু তোমার ঠাকুমা আমাকে দশজনের সামনে কী অপমানটাই না করেছিলেন! আমি গরীব—ছোট বংশের ছেলে—পদমর্য্যাদাহীন—বামন হ'য়ে চাঁদে হাত দিতে গেছি ইত্যাদি কত লাঞ্ছনার কথাই না আমাকে শুনতে হয়েছিল! তারই প্রতিশোধে আমি সব কিছু করেছি। আমি পাগল নই—সম্পূর্ণ সুস্থচিত্তে প্রতিশোধ নিইছি। তবে শেষ বেশ হলো না; সাধনা আমাকে হারিয়ে দিল আর নিজেও হেরে মোরলো! তাই আজ তোমাকে আমার দরকার—রেডী! এই ব'লেই পকেটে হাত পুরলো।

দিলীপ—ঠাকুরমা অন্যায় করেন নি—তুমি যে ইঁদুর তা তিনি বুঝে ছিলেন। নিজের স্ত্রীকেকি সুখেই রেখেছেন! লম্পট—স্কাউণ্ড্রেল্!

রাখাল—হ্যাঁ, আমি লম্পট! তবে জেনো লম্পট হ'তে হ'লে টাকার দরকার হয়—যা' তোমার নেই। শুনতে পাই তোমার মত ছেলে সারা ভারতে নেই। রূপে—গুণে— জ্ঞানে—বিদ্যায় তুমি সত্যই অদ্বিতীয়—যার জন্যে আমার নাতনী মরেছে। কিন্তু অর্থ তোমার নেই; পার কি পাঁচ হাজার খরচ ক'রে অভিনেত্রীর মুখ দেখ্‌তে—দশ হাজারে বাইজীর নাচ দেখাতে—বিশ হাজারে সাউথ আফ্রিকা থেকে মেয়ে আন্‌তে—নারীর ধর্ম্মনাশ করে লাখ টাকা জরিমানা দিতে—গান্ধীর মূর্ত্তির পাশে ব'সে মদ খেয়ে চুর হ'তে? পার না। এতে বুকের পাটা চাই—তা' তোমার নেই।

দিলীপ—ইডিয়ট্! তোমার মাথায় কিছুই নেই! তুমি হস্তীমুর্খ!

রাখাল—সে যাই বল— পেটে খেলেই পিঠেসয়! গিরিজাশঙ্কর ছিল অসম্ভব ভালো—তাইতো সব হারালো। অসম্ভব ভালো না হ'লে আমার লোভ হোতা না—সুযোগও পেতাম না—শুধু মোসাহেবি ক'রেই জীবন কাটাতে হোতো। টাকা না থাক্‌লে সব ফাঁকা! তাই বুঝে সুঝে তোমাদের ফাঁকা ক'রে দিইছি।

দিলীপ—কিন্তু সেই সঙ্গে নিজেকে ফাঁক করে দিয়েছ—তোমার এখন ভিক্ষাপাত্র সার। মূর্খ!

রাখাল—এ তোমার ভুল। ওঃ! তুমি পিস্তলটা এখনও ধরে

আছো! তবে জানি ঋণের শেষ—রিপুর শেষ আর আগুনের শেষ রাখতে নেই, তাই তোমাকে আজ শেষ—

শেষের চারটী কথা খুব আস্তে অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে করতে পিস্তলটা মুঠোর মধ্যে নিয়ে ভাবতে লাগলো রাখাল রায়।—এদেখে বিজলী আঁত্‌কে উঠলো—বল্লে, সর্ত্তের কথা রাখুন।

রাখাল—রাখতে পারলাম না—শত্রুর শেষ রাখবো না।

বিজলী টপ্‌ করে দিলীপের সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে, আমার জীবন থাকতে তা হ'তে দেবো না।

রাখাল—ওঃ! সাধনার মত তোমারও প্রেম গজিয়েছে দেখছি!

বিজলী—সেটা স্বাভাবিক; এমন ছেলেকে কে না ভালবাসে? সাধনা তো নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে! আপনি তো ফাইলেরিয়া—তারওপর কুষ্ঠ—আপনাকে কেউ চাইবে না—জন্মেধিক্ আপনার!

রাখালরায়—এ্যাতো বড় আস্পর্দ্ধা! তবে তাই হোক। এই বলে আস্তে আস্তে পিস্তলটা বার ক'রে ধরতে দিলীপ বিজলীর সাম্‌নে এসে বল্লে, ভয় নেই, গুলি কর আমাকে।—এই সুযোগে রাখালরায় পিস্তলটা নিয়ে দিলীপকে লক্ষ্য করলো দেখে বিজলী আতঙ্কে শিউরে উঠে তড়িৎবেগে ছুট্তে গিয়ে তা'র হাত ধরে কেড়ে নেবার চেষ্টা করতেই সশব্দে গুলি ছুটে লাগলো তার নিজের বুকে—বিজলী 'হে নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করেই শুয়ে পেড়লো মাটিতে আর সেই মুহূর্ত্তেই—দু' এক সেকেণ্ডের মধ্যেই—পরপর দুটো গুলির শব্দ হ'তেই রাখাল রায় ধপাস করে বসে উপুড় হয়ে দু'হাত দিয়ে পা-দুটো ধরে কঠোর যন্ত্রণায় কাতরভাবে বল্‌তে লাগলো, খোদার বিচার! ঠিকই হয়েছে!

দিলীপ শঙ্কর তাড়াতাড়ি এসে বিজলীর দেহটায় হাত দিয়ে দেখলো সব ঠাণ্ডা। বুকের মধ্যে গুলি লাগাতে বিজলীর ইন্‌স্ট্যান্‌টানিয়স ডেথ্‌ হয়েছে। দিলীপ শঙ্কর চোখ দুটো মুছেতে মুছতে বল্লে, আমার জন্যে প্রাণ দিলি, হতভাগী! তারপর হাত জোড় ক'রে আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা ক'রে বল্লে, পরজন্মে একে সুখী কোরো, নারায়ণ!

পরমুহূর্ত্তে দিলীপ রাখালরায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই এসে

পোড়লো সাধনা পাশের দরজা থেকে, আর তার সঙ্গে ছিল রামচরণ ও পূর্ব্বোক্ত পাগলটা।

সাধনা অশ্রুভরানেত্রে বল্লে, ঠাকুরদা, তোমাকে প্রাণে মারিনি—খোঁড়া করে দিইছি জন্মের মত; ইনি ডিটেক্‌টিভ—প্রতিমাদির কাকা—পাগল নন; ইনিও তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আমার মনের কথা ভগবান শুনেছেন। তোমাকে শাস্তি না দিলে দিলীপদার প্রাণ যেতো তোমার হাতে। কিন্তু বুঝে দেখো—দিলীপদা ইচ্ছে করলেই তোমাকে গুলি করতে পারতো—সে মহৎ, তাই তা' করেনি—তোমার বুদ্ধি এ্যাতো মোটা যে তুমি তা' বুঝ্‌তেও পার নি!

তোমার জাল দলিলপত্তর সব বাবাকে দিইছি—সেগুলো এখন পুলিশের হাতে; তোমার গুপ্ত চিঠির নির্দ্দেশমত পথে এসে আমি তোমাদের সব কথা শুনেছি। তোমার জিঘাংসা-প্রবৃত্তির কারণ অতি তুচ্ছ। তুমি সারাজীবন ধরে ভুল করে এসেছ—সেই সব ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবার সুযোগও আজ মিলে গ্যাছে—প্রাণেও বেঁচে আছো; মরে গেলে আমাদের আপশোষের সীমা থাকতো না। নিরপরাধের প্রতি তুমি এমন নিদারুণ অত্যাচার করেছ—যা' অমার্জ্জনীয়! দিলীপদার ঠাকুরদা ছিলেন দেবতার মত—তুমি তাঁর কাছে কত উপকার পেয়েছ! কিন্তু তুমি মূর্ত্তিমান অধর্ম্ম! তোমার জন্যেই দিলীপদা আমাকে ভীষণ ঘৃণা করে আর সেই ঘৃণাকে আমি অন্তর দিয়ে ভালবাসি; তবে সে ভালবাসা গিয়ে পৌঁছুবে জ্বলন্ত চিতায়! আর তখনই দিলীপদা বল্‌বে—

'পুড়বে নারী, উড়বে ছাই,
তবে নারীর গুণ গাই'। এই ব'লে সাধনা

কাঁদতে লাগলো। রাখাল—সাধনা, তুই আমাকে হারিয়ে দিলি—এ জন্মের মত খোঁড়া করে রাখ্‌লি—এ জীবন নিয়ে আমি কি করবো বল্! চোখে যে ঝাপ্‌সা দেখ্‌ছি—বোধ হয় অন্ধ হ'য়ে গেলাম! ভগবান যা' করেন তা' মঙ্গলের জন্যে!

ইতিপূর্ব্বে ডিটেক্‌টিভ মিঃ চ্যাটার্জী (ছদ্মবেশধারী পাগল)

ওয়্যার লেস্ এ্যাপারেটস' এ খবর দিয়ে একদল পুলিশ এনে কিসিং ক্লাবের বাড়ীটা ঘেরাও ক'রে রেখেছিলেন আর পাগলের বেশে দিলীপ-শঙ্করের পেছনে পেছনে এসে তাকে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন এই বলে, 'লুক্ বিফোর ইউ লিপ্' ; কিন্তু দিলীপশঙ্কর তাঁর কথায় তখন মন দিতে পারেনি ; কারণ ডিটেকটিভ যা জানতেন দিলীপ তা' জানতো না —বিজলীর কথায় সে বিশ্বাস করেছিল। তারপর যখন যমদূতরূপী দরোয়ান দরজা বন্ধ করে দিল তখন মিঃ চ্যাটার্জী (ডিটেক্টিভ) দিলীপের জীবনরক্ষা সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে পড়লেন ; নিরূপায় হ'য়ে প্রাচীর পার্শ্বস্থ একটি বৃক্ষে আরোহণ করে ছাদে পৌঁছে আস্তে আস্তে নেমে দিলীপ, বিজলী ও রাখালরায়ের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা চলেছিল তা' শুনেছিলেন, সাধনাও রামচরণের সঙ্গে রাখালরায়ের গুপ্তচিঠির নির্দেশানুযায়ী পথে এসে গুপ্ত দরজার ভেতরে পৌঁছে সবকিছু শুনলো। রামচরণ একটু ঘাব্ড়ে গেল ; কিন্তু সাধনার লক্ষ্যছিল অর্জ্জুনের মত। বলা বাহুল্য, চরম অবস্থায় সাধনা নিরুপায় হ'য়ে গুলি কোরলো রাখাল-রায়ের পা লক্ষ্য করে—ডিটেক্টিভ্ও তাই করলেন—ফলে রাখাল-রায়ের দুটো পা'ই খোঁড়া হ'ল।

প্রতিমা ও দুর্গাদাস লালবাজারের থানায় গিয়ে দেখলো কালীশঙ্কর আন্দামান থেকে মুক্তি পেয়ে এসেছে—মুক্তির চুক্তি আগে থেকেই ঠিক হয়েছিল রাখালরায়ের জাল দলিল গুলোর প্রমাণে আর জমিদারীর আসল কাগজপত্র দাখিল করায়—এসব ব্যবস্থা দুর্গাদাস স্বয়ং যথাকালে আবেদন ও নিবেদনে ঠিক করে রেখেছিল। ডিটেক্টিভ্ মিঃ চ্যাটার্জ্জী ওয়্যারলেসে বিজলীর মৃত্যু ও রাখালরায়ের পতনের কথা লালবাজার থানায় জানিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং এ সব জেনে দুর্গাদাস কালীশঙ্করকে নিয়ে বাড়ী গিয়ে শিবদাস, সবিতা, শিবানী, প্রতিভা প্রভৃতিকে সঙ্গে করে ক্লাবে এসে দেখলে পিতার দুরবস্থা! সকলের চোখেই জল—সকলেই নির্ব্বাক—কালীশঙ্করের মুক্তিসংবাদ চাপা পড়ে গ্যালো! দিলীপ পিতাকে চিনতে পারলো না! কেউ চিনিয়ে দেবারও সুযোগ পেলো না

সকলেই দেখলো রাখালরায়ের চোখে জল—ডাক্‌লো, কালীশঙ্কর! এই নাম উচ্চারণমাত্র সকলেই একদিকে তাকালো; শিবানী পাশে ছিল; দিলীপ চিনে ছুটে গিয়ে আনন্দাশ্রু বইয়ে দিল পিতার বুকে—জড়িয়ে ধরে বল্লে, বাবা! বাবা! আমার ধর্ম্ম!— আমার স্বর্গ! এতদিনে দেখতে পেলাম! সকলেরইচোখে আনন্দাশ্রু বয়ে গ্যালো! রাখালরায় পিতাপুত্রের মিলনদৃশ্য দেখে বল্লে, অপূর্ব্ব এদৃশ্য! আমি ভগবানকে মানতাম না—পাষণ্ড আমি! তোমরা বলতে—আমি পাগল হ'য়ে যাবো—এ মহা ভুল! আমি পাগল হয়েই ছিলাম—এই সত্যি! আজ জ্ঞান ফিরে পেইছি। ওঃ কি যন্ত্রণা! কিছুই দেখতে পাচ্ছি না যে! অন্ধ হয়ে গেলাম কি? এ জীবন নিয়ে আমি কি কোরবো! তোমরা সবাই পারোতো আমাকে ক্ষমা করো, এই ব'লে তার ছোট পিস্তলটা হাতের মুঠোর ভেতর থেকে বার করতে যাচ্ছিল; কিন্তু ডিটেক্‌টিভ মিঃ চ্যাটার্জ্জীর তা' নজরে ছিল—তিনি রাখালরায়েরঃহাত থেকে সেটা কেড়ে নিয়ে বল্লেন, আবার ভুল করছিলেন। বাঁচুন—বেঁচে প্রায়শ্চিত্ত করুন—বাকি জীবনটা সুপথে,চালান। গতস্য শোচনা নাস্তি! আত্মহত্যা পাপ!—এ পাপ করবেন না। সারাজীবন তো ভুলপথে চল্লেন! কি পেলেন? শুধু লোকনিন্দা—আত্মগ্লানি—গৃহবিচ্ছেদ; জানবেন 'শেষবেশ' হ'লেই সব ভাল। দেখতে পাই মাকাল গাছে মাকাল ফল জন্মায়; কিন্তু এখানে তার অদ্ভুত ব্যতিক্রম! দুর্গাদাস বাবু, আপনি সর্ব্বতীর্থসার! কালীশঙ্করবাবু চৌধুরীবংশের ছেলে—সত্যিকার এ্যারিষ্টোক্র্যাট! জীবনের প্রথম থেকেই, মিঃ রায়, আপনি তাঁকে কঠোরভাবে নির্য্যাতন করে এসেছেন; শেষে তাঁর সতীলক্ষ্মী স্ত্রী শিবানী দেবীর সতীত্বনাশ করবার জন্যে প্রচণ্ড চেষ্টাও করেছেন! রক্ষা করেছেন তাঁকে ভগবান! আর সাধনার ভালবাসা! এককথায় বোলবো সে সূর্য্যমুখী! দিলীপ ছাড়া আর কাউকে চেনে না—জানে না—মানে না! সেই তার জীবনে সব—ইহকালের শান্তি—পরকালের মুক্তি। আর আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী, প্রতিমা, তুমি কি পেলে, মা? সব তো দিয়েই গেলে—নিজেকে নিংড়ে নিংড়ে নিঃশেষ করে ঢেলে দিলে। তোমার যা' কিছু—বাড়ীগাড়ী-টাকাকড়ি-

সম্পত্তি-কলকারখানা—সব দিলীপশঙ্করকে উইল ক'রে দিয়েছ—তা' আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। দিলীপ—আমি জানি, স্যার; তবে এ তাঁর ভুল। ত্যাগে উনি সিড্‌নি কার্টনকেও পরাস্ত করেছেন—আমার জীবনে উনি অলকানন্দা,—তাই নাম দিইছি 'দেবী'। উনি আমার অভাবে প্রাচুর্য্য হ'য়ে দেখা দিয়েছেন। কিন্তু এ ঋণের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে আমি তো হাঁফিয়ে মরছি! প্রতিমা—এ ঋণ নয়, ভাই; এ তোমার দিদির দেওয়া যৌতুক—সাধনার বিয়ের উপহার—এর জন্যে তোমার কাছে পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার খোলা হ'য়ে থাক্‌বে! এর বদলে তুমি আমাকে বছরে চার খানা শাড়ী ও দুবেলা দুমুঠো ভাত দিও; আর মাঝে মাঝে 'এ্যাডোনিস', 'লাষ্ট রাইড টোগেদার' 'ওড অন্ এ গ্রাসিয়ান্ আরন্' অর্থাৎ ভাল ভাল কবিতা পড়ে শোনাবে!

চ্যাটার্জ্জী—যাই বল্, মা, তুই, আপনভোলা। কালী—হ্যাঁ, নিশ্চই আপন ভোলা! ওঁর ত্যাগের তুলনা নেই!—এ কল্পনায় আনা যায় না—মুখে বলা যায় না—ভাষায় লেখা যায় না—ছবিতে তোলা যায় না!—না দেখ্‌লে বিশ্বাস হয় না।

রাখাল—আমিও তাই বলি। প্রতিমা—সে যাই বলুন, এতে আমার স্বার্থ আছে; সুতরাং আপনারা উলুবনে মুক্ত ছড়াচ্ছেন! কালী—প্রতিমার ভালবাসা হয়ে গ্যাছে ভগবান! তাই তা'তে দ্বেষ নেই—হিংসা নেই—ঈর্ষা নেই—মাৎসর্য্য নেই! দিলীপ আমার ভাগ্যবান। রাখাল—সাধনা, তুই দেশের বাড়ীতে কেঁদে কেঁদে যে গানটা গাইতিস্ সেইটে আজ আমায় শুনিয়ে দে, ভাই; সেটা কালীর লেখা—। অপূর্ব্ব! মানুষ কথায় যা' বল্‌তে পারে না গানে তা' প্রকাশ পায়। সাধনা গাইতে লাগ্‌লো—

(আমি) আমারে হারায়ে ফেলেছি!
গভীর বনানী, দুর্গম গিরি
পার হতে কত কেঁদেছি!
তোমারে খুঁজিতে চলিতে চলিতে
নাম ধ'রে কত ডেকেছি!
তবুও তো তুমি দিলে নাকো সাড়া—
কি যে করি তাই ভেবেছি!
তুমি যে আমার নয়নেরি আলো,
যা কিছু তোমার সকলি যে ভালো!
তব স্মৃতিটুকু আলপোনা দিয়ে—
কত ছবি আমি এঁকেছি!

তুমি থাকো, শুনি, অন্তরপুরে,
অথচ তোমায় খুঁজি দূরে দূরে!
তব নাম নিয়ে, তব বাণী দিয়ে
কত কথামালা গেঁথেছি!
তুমি আছো মোর ভুবন ভরিয়া,
তুমি চালো মোর নয়নে দরিয়া;
কত ডাকাডাকি, কত হাঁকাহাঁকি।
কত ভাবে কত সেধেছি!
—এ চলার পথ কবে হবে শেষ!
—মনে প্রাণে তা'ই চেয়েছি।

রাখাল—এ চলার পথ আজই শেষ হেতো; কিন্তু আমি বাধা! কালীর গানটা ভগবানের উদ্দেশে লেখা; কিন্তু সাধনা তা দিলীপকে লক্ষ্য ক'রে গায়। সে যাক্! শিবানী মা, কালীশঙ্কর মহৎ—সে আমাকে ক্ষমা ক'রবে দুর্গাদাস একদিন বলেছিল; কিন্তু তুমি কি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে, মা?

কালীশঙ্কর—পারবে বৈকি! সে ক্ষমা করেছে।

রাখাল—ক্ষমা করেছে? মহীয়সী মহিলা! ধন্য গিরিজাশঙ্কর! তবে শোনো, মা, শিবানী—তোমার জীবনে আমি জয়দ্রথ বধের মত অকালে'রাত' ডেকে এনেছিলাম; কিন্তু সেই রাতের মধ্যেও সূর্য্য দেখেছ—ঠিক যেন নরওয়ের 'মিড্‌নাইট্‌ সান্‌'! তবে সূর্য্যটী আমাকে পুড়িয়ে মেরেছে—বলেছে, "গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু নচ লিঙ্গং নচ বয়ঃ"! আমার কোন গুণ নেই! কাজেই কোন যোগ্যতা নেই!

দিলীপ—আছে; এখন আপনাকে 'আপনি' বলেই সম্বোধন কোরবো, কারণ এখন 'মান বিষয়ে হুঁস' হয়েছে আপনার—আপনি 'মানুষ'!

রাখাল—দিলীপ, তুমি মহাজ্ঞানী—প্রতিভাশালী! তাহ'লে শোনো, মা শিবানী, তোমার রাতের 'সূর্য্য'কে দাও আর শিবদাসকে নাও—এ হ'লে 'সাধনা' বাঁচবে—'প্রতিভা' সুখী হবে—আমি ছিলাম বাধা—সরে যাচ্ছি। এখন' মিঃ চ্যাটার্জ্জী, আমাকে এ্যারেষ্ট করুণ।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী—ভগবান আপনাকে চিরকালের জন্যে 'এ্যারেষ্ট'

করেছেন ! এর বেশী আর দরকার হবে না। রাখাল—কিন্তু আমাকে দেখবে কে ? জেলে বাকী জীবনটা কেটে যেতো কোন রকমে। সাধনা—আমরা সবাই মিলে দেখ্‌বো—ভয় নেই। তবে একটা কথা—

ঠাকুর্দা, তোমার মত বড়রা যেন এই শিক্ষাই দেয়,—যা' তোমাকে শেষ জীবনে একেবারে খোঁড়া হ'য়ে বুঝতে হোলো !—

বাংলার ছেলে, বাংলার মেয়ে, ওগো বাঙালীর দল,
এক হয়ে সবে কাজ করে যাও, পাবে বুকে মহাবল।

এ্যামেরিক্যান পাইলট ক্লড্‌ ইদারলী এ্যাটম বোমায় হিরোশিমা ধ্বংস ক'রে মাথা খারাপ ক'রে বোস্‌লো—সাতবার জেল খাটলো—ন'বার পাগলা গারোদে গ্যালো—আর দু'বার আত্মহত্যা করতে চেষ্টা কোরলো বিবেকের দংশনে ; শেষে মরে শান্তি পেলো। তোমারও অবস্থা ভেবে, ঠাকুরদা, আমি ভয় পাচ্ছি ! তবে ভরসা—দিলীপদার কথা—তুমি এখন মানুষ ! জ্ঞান অর্জ্জন করেছ ; কাজেই আশ্বস্ত হচ্ছি !—বুঝ্‌বে, আত্মানং সততং রক্ষেৎ ! সত্যি, মানুষকে বুঝতে হলে মানুষকে মানুষ হতে হয় !

সমাপ্ত